# কিতাবুল ফারায়েয

## উত্তরাধিকার আইন



মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

কিতাবুল ফারায়েয
মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

# كتاب الفرائض

# কিতাবুল ফারায়েয

**محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري**

**মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরী**

**আল-বুরাইদাহ, আল-কাছীম, সঊদী আরব।**

**অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আনসারী**

দাওরাতুল হাদীছ, জামেয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

**المُراجعة :عبد العليم بن كوثر**

**সম্পাদনায়ঃ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

**الناشر: مكتبة السنة**

**প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ**

**প্রধান অফিস**

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

**শাখা অফিস**

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

**প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০২১ ঈসায়ী**

**নির্ধারিত মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা**

# সূচিপত্র

**বিষয়** পৃষ্ঠা

## লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আব্দিল্লাহ আত তুরাইজি বুরাইদা শহরে ১৩৭১ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুরাইদা শহরে প্রথমে পড়াশোনা করেন। অতঃপর ১৩৯৫ হিজরিতে রিয়াদ শহরে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ আল ইসলামিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারী'আ বিভাগে পড়াশোনা শেষ করেন।

শায়খ ইবনে বায, ইবনে উছাইমীন ও বুলাইহি (রহি) এদের মতো সালাফি আলেমেদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। এছাড়াও তিনি ইবনে তাইমীয়া ও ইবনুল কায়্যিমসহ পূর্বের ও বর্তমান যুগের অনেক সালাফী আলেমদের বইপত্র পড়াশোনা করেন।

তিনি বেশ কয়েক বছর শারঈ ইলমের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর ১৪১২ হিজরীতে আল কাসিম শহরে জনসচেতনতা বিভাগে তাকে উপপরিচালক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। অতঃপর বুরাইদা শহরের আল খুবাইব এলাকায় ১৪২৯ হিজরী পর্যন্ত তিনি পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত।

ইসলাম ও মুসলিমদের খিদমাতে শায়খের অনেক ইলমী ও দাওয়াতী প্রচেষ্টা আছে। পুরো ইসলামী বিশ্ব জুড়ে শায়খের অনেক উৎকৃষ্ট ও উপকারী কাজ রয়েছে। আল্লাহর দিকে দাওয়াতের জন্যে শায়খ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকাসহ আরো অন্যান্য দেশ। ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রায় সব মুসলিমেরই ছহীহ আকীদা ও সুন্নাহ মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের খুবই প্রয়োজন। যার ফলে তিনি এই ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করলেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতমগুলো হলো,

১. মুখতাছারুল ফিকহীল ইসলামী - مختصر الفقه الإسلامي-(এক খন্ড, দশবার ছাপানো হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় এই বইটি অনুবাদ করা হয়েছে।)

২. মাওসুআতুল ফিকহীল ইসলামী -**موسوعة الفقه الإسلامي**-(পাঁচ খন্ড)

৩. মাওসুআতুর ফিকহীল ক্বুলুব -**موسوعة فقه القلوب**- (চার খন্ড)

৪. উসূলুদ দীনীল ইসলামী -**أصول الدين الإسلامي**- (এক খন্ড)

৫. কিতাবুত তাওহীদ -**كتاب التوحيد**- (এক খন্ড)

৬. মুখতাছারু ফিকহীল ক্বুলুব -**مختصر فقه القلوب**- (এক খন্ড)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন সালাফদের বই পড়াশোনা ও বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা জানার পরে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা করে শায়খ এই কিতাবগুলো রচনা করেন। তাওহীদ, বিধিবিধান ও আখলাক বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলো এইসব কিতাবে একত্রিত করেছেন। তিনি তার কিতাবে বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের সম্বোধন করেই মাসআলাগুলো একত্রিত করেছেন।

আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এসব কিতাব দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের উপকৃত করেন এবং লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সকল দুআ শুনেন এবং কবুল করেন। ছ্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর সমস্ত ছাহাবীর ওপর।

## সম্পাদকের কথা

**إنّ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.**

স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পদ মূলত মহান রব্বুল আলামীনের। তিনি ক্ষণিকের জন্য মানুষকে এ সম্পদের প্রতিনিধি করেছেন মাত্র। কোনো সম্পত্তিতে কারো প্রতিনিধিত্বকাল শেষ হলে তা অন্যের প্রতিনিধিত্বে চলে যায়। এভাবেই চলে পালাবদলের খেলা।

সম্পদের মালিকানা বংশ পরম্পরায় হাতবদলের ইসলামী পদ্ধতির নাম 'ইলমুল ফারায়েয'।

আর মালের মূল মালিক সর্বজ্ঞ-প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ নিজে তা বণ্টনের নীতি বাৎলে দিয়েছেন। সেজন্য এই বণ্টননীতিতে সামান্য পরিমাণ বেইনছাফী থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই; বরং এর পুরোটা জুড়েই রয়েছে ইনছাফ, প্রজ্ঞা ও দয়া। প্রতিটি মুসলিমকে এই ইলাহী বণ্টননীতি মেনেই উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনকার্য সম্পন্ন করতে হয়, যার কোনো বিকল্প নেই। এ বণ্টননীতি ছাড়া মুসলিমরা একদিনও চলতে পারে না।

মহান আল্লাহ ইসলামের চার চারটি রুকন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের এতোটা বিশদ বিবরণ পবিত্র কুরআনে দেননি, অথচ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টননীতির বিশদ বিবরণ তিনি পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন *(দ্রষ্টব্য: আন-নিসা, ৪/১১, ১২ ও ১৭৬)*। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, 'ইলমুল ফারায়েয' বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কিত জ্ঞান কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সেকারণে বাংলার আলেমগণ প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি এ জ্ঞান চর্চা করে আসছেন এবং সেই আলোকে সম্পত্তি বণ্টনকার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে আসছে।

আমাদের দেশের ক্বওমী ও আলিয়া দুই ঘরানার সিলেবাসেই এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কেরাম বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত লেখনী উপহার দিয়ে আসছেন। এর সাথে যুক্ত হলো আরো একটি মূল্যবান লেখনী, যার নাম 'কিতাবুল ফারায়েয'।

বইটি বিশ্বনন্দিত আলেম মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী কর্তৃক প্রণীত। এটি আসলে লেখকের পৃথক কোনো পুস্তক নয়; বরং তা তার প্রসিদ্ধ ফিক্বহ বিষয়ক বিশ্বকোষ 'মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী'-এর একটি অধ্যায়। এটি অনুবাদ করেছেন আব্দুল্লাহ আনসারী। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে।

এক-একটি বণ্টননীতির উপর প্রচুর পরিমাণ উদাহরণ উল্লেখ করা বইটির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য।

ভাই অনুবাদক তার অনুবাদকর্মকে সহজ ও বোধগম্য করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। সাথে আমার সামান্য প্রচেষ্টাও যুক্ত হয়েছে। সবমিলিয়ে বইটি প্রকাশের উপযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এরপরও মানুষ হিসেবে আমাদের কাজে ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক অনুগ্রহপূর্বক সেগুলোর ব্যাপারে অবহিত করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ। বইটিকে আরো সুন্দর করার জন্য সম্মানিত পাঠকগণের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমরা কামনা করি।

মহান আল্লাহ সম্মানিত লেখক ও অনুবাদককে উভয় জীবনে উত্তম প্রতিদান দান করুন। মাকতাবাতুস সুন্নাহ (কাটাখালী, রাজশাহী)-এর খাদেম সম্মানিত দীনী ভাই ডা. মোঃ মোশাররফ সাহেবকে আরো বেশি দীনের খিদমত করার তাওফীক্ব দান করুন এবং এগুলোকে তার পরকালের পাথেয় হিসেবে কবুল করুন।

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৭ যিলহজ্জ ১৪৪২ হিজরী মোতাবেক ১৮ জুলাই ২০২১ ঈসায়ী

# ১. মীরাছের বিধি-বিধান

**‘ইলমুল ফারায়েয’ (علم الفرائض)-এর সংজ্ঞা:** এটা এমন এক শাস্ত্র, যা দ্বারা কে ওয়ারিছ (উত্তরাধিকার) হবে আর কে ওয়ারিছ হবে না এবং প্রত্যেকটা ওয়ারিছ পরিত্যক্ত সম্পত্তির কতটুকু পাবে তার পরিমাণ জানা যায়।

**‘ফারয’-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা (الفرض في الشرع):** ফারয বলতে প্রত্যেক ওয়ারিছের (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) নির্ধারিত অংশকে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন: অর্ধাংশ বা এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

**এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু (موضوعه):** পরিত্যক্ত সম্পত্তি। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া প্রত্যেকটি সম্পদ ও অধিকার হচ্ছে এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

**এই শাস্ত্রের ফলাফল (ثمرته):** অধিকার ও পাওনাসমূহ উপযুক্ত পাওনাদার তথা ওয়ারিছদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

**‘ইলমুল ফারায়েযের গুরুত্ব (أهمية علم الفرائض):** ‘ইলমুল ফারায়েয অত্যধিক স্পর্শকাতর, অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং অনেক নেকীপূর্ণ ও উপকারী বিদ্যা।

আর এই শাস্ত্র অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সকল মানুষের প্রয়োজনীয় হওয়ায় মহা মহীয়ান আল্লাহ নিজেই এই বণ্টনরীতির বিবরণ দেওয়ার দায়ভার গ্রহণ করেছেন। ফলে তিনি নিজেই বেশকিছু আয়াতে প্রত্যেক ওয়ারিছের নির্ধারিত অংশের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এগুলোর বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন।

আর সম্পদ ও তা বণ্টন যেহেতু মানবীয় সকল লালসা ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু, তাছাড়া মীরাছ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষদের মাঝে, বড়-ছোটদের মাঝে এবং শক্তিশালী-দুর্বলদের মাঝে যৌথ মালিকানায় থাকে। ফলে এখানে যেন কোনো প্রকার যুলম, ব্যক্তিগত মতামত ও প্রবৃত্তির চাহিদা

পূরণের কোনো অবকাশ না থাকে, তাই খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই তা বণ্টনের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন, তার কিতাবে এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন এবং সেগুলোকে ওয়ারিছদের মাঝে নিষ্ঠা, দয়া ও কল্যাণের দাবি অনুসারে সুষম বণ্টন করে দিয়েছেন।

## জাহিলী যুগে ও ইসলামী যুগে মীরাছী সম্পদ বণ্টনের রূপরেখা

জাহিলী যুগের লোকেরা মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু পুরুষদেরকে এবং ছোটদেরকে বাদ দিয়ে শুধু বড়দেরকে তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী বানাত। কারণ পুরুষরা এবং বয়স্ক ব্যক্তিরাই কেবল গনীমতের সম্পদ সংগ্রহ করত এবং পরিবার-পরিজনদেরকে সুরক্ষা দিত, যা মহিলা ও বালকদের জন্য সম্ভবপর ছিল না।

আর আধুনিককালের জাহিলিয়্যাতের ধ্বজাধারীরা নারীকে তার অনুপযুক্ত পদ-মর্যাদা, অসহনীয় কাজের ভার ও অধিকার বহির্ভূত সম্পদ দিয়েছে, যার ফলে অনিষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যায় অধিকমাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে।

অপরদিকে ইসলাম সকল উত্তরাধিকারীর সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছে, প্রত্যেক ওয়ারিছকে তার পাওনা যথারীতি প্রদান করেছে এবং জাহিলীযুগের সকল উত্তরাধিকারসম্বন্ধীয় রীতি-পদ্ধতি বাতিল করেছে। প্রত্যেক হকদারকে তার ন্যায়সম্মত অধিকার প্রদান করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}

পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের ভাগ আছে আর নারীদেরও পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভাগ আছে, চাই পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ অল্প হোক আর বেশিই হোক, এই ভাগের পরিমাণ নির্ধারিত। [সূরা আন-নিসা: ৭]

## ফারায়েযের উপর আমল করা ওয়াজিব

মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকেই তার যথাযথ অধিকার প্রদান করেছেন। আর আমাদেরকে প্রত্যেক হকদারের পাওনা তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। ফারায়েযের এই বিধানকে তিনি 'নিজ সীমানা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ফারায়েযের বিধানের উপর আমল করাকে তিনি ওয়াজিব করেছেন। যারা এই ফারায়েযের বিধানগুলো বাস্তবায়ন ও তা যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে তার আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাদের জন্য এমন সব জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে বিভিন্ন নহর প্রবাহিত হয়।

আর যারা এই সীমারেখা লঙ্ঘন করবে (কোনো ওয়ারিছের সম্পত্তি বণ্টনে) কোনো প্রকার বৃদ্ধি অথবা হ্রাস অথবা বঞ্চিত করার মাধ্যমে, তাদেরকে তিনি জাহান্নামের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির হুমকিও দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)}

এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা । আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। [সূরা আন নিসা ৪: ১৩-১৪]

## পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ

পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ পাঁচ প্রকার। যেগুলো বিদ্যমান থাকলে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। অধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

প্রথম: মৃতব্যক্তির কাফন-দাফন ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যোগান দেওয়া।

দ্বিতীয়: পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল অংশের সাথে সম্পৃক্ত দাবিসমূহ আদায় করা। যেমন- (বন্ধকের মাধ্যমে সংঘটিত) ঋণ ও এ জাতীয় বিষয়াবলি।

তৃতীয়: সাধারণ ঋণ, যা মৃতব্যক্তির দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। চাই আল্লাহ তা‘আলার ঋণ হোক। যেমন: যাকাত, কাফফারা ইত্যাদি অথবা চাই মানুষের ঋণ হোক।

চতুর্থ: ওয়াছিয়্যাত (الوصية)।

পঞ্চম: মীরাছের সম্পত্তি (الإرث)। আর এটাই এই কিতাবের আলোচ্য বিষয়। পূর্বে বর্ণিত অধিকারগুলো পূরণ করার পরে অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করতে হবে।

## মীরাছের রুকনসমূহ

মীরাছের রুকন তিনটি:

১. মুওয়াররিছ (المورِّث): মৃত ব্যক্তি

২. ওয়ারিছ (الوارث): যে মুওয়াররিছের মৃত্যুর পরে জীবিত থাকে।

৩. ওয়ারিছী স্বত্ব (الحق الموروث): ঐ পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যা মৃত ব্যক্তি রেখে গেছে।

## মীরাছের অধিকারী হওয়ার মাধ্যমসমূহ

মীরাছের অধিকারী হওয়ার মাধ্যম তিনটি:

১. বিবাহ (النكاح): শুধুমাত্র বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার দ্বারাই স্বামী স্ত্রীর আর স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিছ হয় ।

২. বংশ (النسب): বংশীয় এই সম্পর্ক মূলের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যেমন: মাতা-পিতা। শাখার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যেমন: সন্তানাদি। আবার পার্শ্ববর্তী আত্মীয়ও হতে পারে, যেমন: ভাই, চাচা, তাদের সন্তানাদি।

৩. আল ওয়ালা (الولاء): এটা এমন সম্পর্ক, যা দাসমুক্তির কারণে মনীব ও দাস/দাসীর মধ্যে তৈরি হয়। ফলে মনীব তার আযাদকৃত দাসের (মৃত্যুর পরে) ওয়ারিছ হয়, যদি তার মীরাছের নির্ধারিত অংশের হক্বদার কোনো আত্মীয় বা তার কোনো ‘আছাবা আত্মীয় না থাকে।

## মীরাছের উত্তরাধিকারী হওয়ার পথে অন্তরায়সমূহ

মীরাছের উত্তরাধিকারী হওয়ার পথে অন্তরায় হলো তিনটি বিষয়:

১. দাসত্ব (الرق): কৃতদাস কারো ওয়ারিছ হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিছ হতে পারবে না; কারণ সে তার মনীবের মালিকানাভুক্ত দাস।

২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা (القتل بغير حق): হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে না (যদিও উত্তরাধিকারী হয়), হত্যাকারী ইচ্ছায় অথবা ভুলক্রমে যেভাবেই হত্যা করুক না কেনো।

৩. ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া (اختلاف الدين): কোনো মুসলিম কোনো কাফেরের ওয়ারিছ হবে না, আর কোনো কাফেরও কোনো মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না।

উসামা ইবন যায়েদ – রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা – থেকে বর্ণিত, নাবী – ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন,

«لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ»

"মুসলিম ব্যক্তি কোনো কাফেরের ওয়ারিছ হবে না এবং কাফেরও মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না"।[১]

## মীরাছের উত্তরাধিকারীগণ

মীরাছের হক্বদারগণ তিন ধরনের:

১. মীরাছের নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ (أهل الفروض) (অর্থাৎ যাদের অংশ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নির্ধারণ করে দিয়েছেন)।

২. আছাবা (অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত আত্মীয়গণ) (أهل التعصيب)।

৩. রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ (ذوو الأرحام)।

## মীরাছের সম্পত্তি বণ্টনযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ

মীরাছের সম্পত্তি বণ্টনযোগ্য হওয়ার শর্ত তিনটি:

প্রথম: মুওয়াররিছের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে অথবা মৃত্যুর সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে অথবা তার মৃত্যুর ব্যাপারে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান করার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

[১] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, বুখারী হা/৬৭৬৪, মুসলিম হা/১৬১৪।

দ্বিতীয়: মুওয়াররিছের মৃত্যুকালে ওয়ারিছের জীবিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে।

তৃতীয়: মীরাছের অংশীদার হওয়ার সঙ্গত কারণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন: বংশ অথবা বিবাহ অথবা ওয়ালা।

## মীরাছের উত্তরাধিকারী হওয়ার ধরন

মীরাছের উত্তরাধিকারী হওয়ার ধরন দুইটি:

১. মীরাছের নির্ধারিত অংশের অধিকারী হওয়া (إرث بالفرض): এটা হলো ওয়ারিছের জন্য (মীরাছের সম্পত্তি থেকে) একটি নির্ধারিত অংশ, যা পূর্ব থেকেই (কুরআনে) ধার্য করা থাকে। যেমন- পূরো সম্পত্তির অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ।

২. আছাবা হওয়ার কারণে মীরাছের অধিকারী হওয়া (إرث بالتعصيب): এটা হলো ওয়ারিছের জন্য অনির্ধারিত অংশ।

## মীরাছের নির্ধারিত অংশগুলোর প্রকারভেদ

কুরআনে বর্ণিত মীরাছের নির্ধারিত অংশ হলো ছয়টি:

النصف .. والربع .. والثمن .. والثلث .. والثلثان .. والسدس.

أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক ২. এক চতুর্থাংশ ৩. এক অষ্টমাংশ ৪. এক তৃতীয়াংশ ৫. দুই তৃতীয়াংশ ও ৬. এক ষষ্ঠাংশ। আরো রয়েছে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ, যা ইজতিহাদ দ্বারা প্রমাণিত।

**সম্পত্তির অর্ধাংশ পাঁচশ্রেণির ওয়ারিছের জন্য নির্ধারিত:**

الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

১. স্বামী, যখন তার স্ত্রীর কোনো সন্তান থাকবে না ২. কন্যা ৩. ছেলের ঔরসজাত কন্যা ৪. সহোদরা বোন ও ৫. বৈমাত্রেয় বোন।

## মীরাছের উত্তরাধিকারী পুরুষদের সংখ্যা

মীরাছের উত্তরাধিকারী পুরুষদের সংখ্যা হলো ১৫ (পনের) জন, তারা হলো:

১. ছেলে

২. ছেলের ছেলে ও তার অধস্তন পুরুষ, যাদের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র পুরুষ থাকে

৩. পিতা

৪. পিতার দিকের দাদা ও তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ, যাদের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র পুরুষ থাকে

৫. সহোদর ভাই

৬. বৈমাত্রেয় ভাই

৭. বৈপিত্রেয় ভাই

৮. সহোদর ভাইয়ের ছেলে

৯. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তার অধস্তন পুরুষ, যাদের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র পুরুষ থাকে

১০. আপন চাচা ও তার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ

১১. বৈমাত্রেয় চাচা ও তার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ

১২. আপন চাচার ছেলে ও তার অধস্তন পুরুষগণ, যাদের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র পুরুষ থাকে

১৩. বৈমাত্রেয় চাচার ছেলে ও তার অধস্তন পুরুষগণ, যাদের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র পুরুষ থাকে

১৪. (মৃতব্যক্তির) স্বামী

১৫. দাস-দাসী আযাদকারী মনীব ও তার বংশীয় আছাবা

উপরে বর্ণিত পুরুষগণ ব্যতীত অন্য যত পুরুষ আছে, তারা সবাই সাধারণ আত্মীয়। যেমন- মামা, বৈপিত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয় চাচা, বৈপিত্রেয় চাচাত ভাই, মায়ের পিতা ও মায়ের দিকের দাদা ও এজাতীয় অন্যান্য আত্মীয়।

## মীরাছের উত্তরাধিকারী নারীদের সংখ্যা

মীরাছের উত্তরাধিকারী নারীদের সংখ্যা এগার (১১) জন। তারা হলো-

১. কন্যা

২. ছেলের ঔরসজাত কন্যা (নাতনী), তার (কন্যা) পিতা যতই অধস্তন পুরুষ হন না কেনো, তবে শুধুমাত্র ছেলের মধ্যস্থতায় হতে হবে।

৩. মাতা

৪. মায়ের দিকের মাতামহ (নানী) যতই ঊর্ধ্বতন মাতা হন না কেনো, তবে শুধুমাত্র মহিলার মধ্যস্থতায় হতে হবে

৫. পিতার দিকের মাতামহ (দাদী) যতই ঊর্ধ্বতন মাতা হন না কেনো, তবে শুধুমাত্র মহিলার মধ্যস্থতায় হতে হবে

৬. ঐ মাতামহ, যিনি পিতার বাবার মা (পিতার দাদী)।

৭. সহোদর বোন

৮. বৈমাত্রেয় বোন

৯. বৈপিত্রেয় বোন

১০. স্ত্রী

১১. আযাদকারিনী মহিলা।

উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত যত নারী আছে, তারা সকলেই সাধারণ আত্মীয়। যেমন: ফুফুগণ, খালাগণ ও এজাতীয় অন্যান্য আত্মীয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)}

'পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে, তা হতে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে, তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে'। সূরা আন-নিসা ৪:৭

## নির্ধারিত অংশের অধিকারী ওয়ারিছগণ

ওয়ারিছদের প্রকারভেদ:

সম্পত্তির ওয়ারিছ হওয়ার অবস্থাভেদে ওয়ারিছরা চার ভাগে বিভক্ত:

১. যারা শুধুমাত্র (কুরআনে বর্ণিত) নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, তারা ৭ জন:

الزوج، والزوجة، والأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

স্বামী, স্ত্রী, মাতা, নানী, দাদী, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন।

২. যারা শুধুমাত্র আছাবা হওয়ার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, তারা ১২ জন:

الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق، والمعتقة.

পুত্র, পুত্রের পুত্র (নাতি)- এভাবে যতই নীচে যাক না কেন, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, সহোদর ভাইয়ের পুত্র- এভাবে যতই নীচে যাক না কেন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র- এভাবে যতই নীচে যাক না কেন, আপন চাচা- এভাবে যতই উপরে যাক না কেন, বৈমাত্রেয় চাচা- এভাবে যতই উপরে যাক না কেন, আপন চাচার পুত্র- এভাবে যতই নীচে যাক না কেন, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র- এভাবে যতই নীচে যাক না কেন, আযাদকারী পুরুষ ও আযাদকারী মহিলা মনীব।

৩. যারা কখনো নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, আবার কখনো আছাবার সম্পর্কের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, আবার কখনো উভয়টার ভিত্তিতেই ওয়ারিছ হবে (অর্থাৎ দুইবার ওয়ারিছ হবে), তারা ২ জন:

পিতা ও দাদা।

তাদের দুইজনের একজন (বাবা অথবা দাদা) যদি নিজের রক্তের কোনো অধস্তন পুরুষের সাথে ওয়ারিছ হয়, তবে নির্ধারিত অংশের এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার সঙ্গে তার রক্তের কোনো অধস্তন পুরুষ ওয়ারিছ হিসেবে না থাকে, তাহলে সে শুধুমাত্র আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে। আর যদি সে (দাদা অথবা পিতা) তারই রক্তের কোনো অধস্তন পুরুষের সঙ্গে ওয়ারিছ হয়, তবে নির্ধারিত অংশ ও আছাবা উভয়টার ভিত্তিতেই সম্পত্তি পাবে, যদি নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পরে এক ষষ্ঠাংশের বেশি অবশিষ্ট থাকে, যেমন- কোনো ব্যক্তি বাবা, মা ও একজন কন্যা রেখে মারা গেলো,

তখন মাসআলা (অর্থাৎ বণ্টনের হিসাবের মূল উৎস) হবে ছয় দ্বারা:

কন্যা পাবে মোট সম্পদের অর্ধেক- যার পরিমাণ তিন, মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ- যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট দুই ভাগ পাবে পিতা নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এবং আছাবার ভিত্তিতে।

৪. যারা কখনো নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, আবার কখনো আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, তবে একত্রে কখনোই উভয়টির ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে না, তারা হলো ৪ জন:

এক বা একাধিক কন্যা, এক বা একাধিক ছেলের কন্যা- কন্যার বাবা যতই অধস্তন পুরুষ হোক না কেনো, এক বা একাধিক সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন।

এই চারজন (চতুর্থ স্তরে বর্ণিত চারজন) নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, যদি তাদেরকে আছাবা বানানোর মত কেউ বিদ্যমান না থাকে, আর তাদেরকে আছাবা বানানোর মত ব্যক্তি হলো তাদের ভাই। আর তারা আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, যদি তাদের সঙ্গে তাদেরকে আছাবা বানানোর মত ব্যক্তি – তাদের ভাই – বিদ্যমান থাকে। যেমন- কন্যার সাথে পুত্র ওয়ারিছ হলে, বোনের সাথে ভাই ওয়ারিছ হলে। আর বোনরা কন্যাদের সাথে সর্বদা আছাবা হবে।

'আছ্বহাবুল ফুরূয'[২]-এর সংখ্যা: আছ্বহাবুল ফুরূয ১২ জন:

৪ জন পুরুষ, তারা হলো: পিতা, দাদা, স্বামী এবং বৈপিত্রেয় ভাই।

৮ জন নারী, তারা হলো: স্ত্রী, কন্যা, ছেলের কন্যা, মাতা, দাদী, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন।

## আছ্বহাবুল ফুরূয-এর মীরাছের বর্ণনা

## ১. পিতার মীরাছ

পিতার মীরাছের তিনটি অবস্থা:

(১) পিতা মীরাছের একষষ্ঠাংশের ওয়ারিছ হবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে, তবে শর্ত হলো তার সাথে তারই রক্তের কোনো অধস্তন পুরুষ বিদ্যমান থাকতে হবে, যেমন- পুত্র, পুত্রের পুত্র (নাতি), তার রক্তের অধস্তন পুরুষ যতই অধস্তন হোক না কেনো।

[২] মীরাছের ঐ সকল ওয়ারিছ, যারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির একটি নির্ধারিত অংশের ওয়ারিছ হয়েছেন।

(২) পিতা আছাবার ভিত্তিতে মীরাছের ওয়ারিছ হবে, যদি মৃতব্যক্তির কোনো অধস্তন পুরুষ ওয়ারিছ না থাকে।

(৩) পিতা নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এবং আছাবার ভিত্তিতে উভয়দিক থেকেই ওয়ারিছ হবে, যদি মৃতব্যক্তির কোনো অধস্তন নারী ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে, যেমন- কন্যা, পুত্রের কন্যা। এই ক্ষেত্রে পিতা একষষ্ঠাংশ পাবে নির্ধারিত অংশের ওয়ারিছ হওয়ার ভিত্তিতে আর অবশিষ্ট সম্পদ পাবে আছাবা হওয়ার ভিত্তিতে- যেমনটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয় ভাই সকলেই পিতা ও দাদার উপস্থিতিতে বাদ পড়ে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

**{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}**

‘আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা-পিতা, তাহলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে, তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ- অসিয়ত পালনের পর, যা সে অসিয়ত করে গেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। [সূরা আর নিসা ৪: ১১]

**উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি পিতা ও এক ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, এ অবস্থায় সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: পিতা পাবে একষষ্ঠাংশ যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে ছেলে (অর্থাৎ ৬ ভাগের বাকী ৫ ভাগ)।

২. এক ব্যক্তি মাতা ও পিতা রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৩ দ্বারা: মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট দুই ভাগ পাবে পিতা।

৩. এক ব্যক্তি পিতা ও কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: কন্যা পাবে অর্ধেক (তিন ভাগ), আর পিতা নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এক ষষ্ঠাংশ (এক ভাগ) পাবে, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি (দুই ভাগ) পিতা পাবে আছাবা হওয়ার ভিত্তিতে।

৪. এক ব্যক্তি পিতা, সহোদর ভাই অথবা বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে এই ক্ষেত্রে সকল সম্পত্তির একক মালিক হবে পিতা এবং অন্যান্য ভাই বাদ পড়ে যাবে পিতার উপস্থিতিতে।

## ২. দাদার মীরাছ

### দাদার মীরাছের নিয়ম:

দাদা এমন ব্যক্তি, যার মাঝে আর মৃতব্যক্তির (নাতি) মাঝে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মহিলার সেতুবন্ধন থাকে না। যেমন- পিতার পিতা, পিতার পিতার পিতা। সুতরাং মায়ের পিতা (নানা) ওয়ারিছ হবে না, মায়ের পিতার পিতাও ওয়ারিছ হবে না, পিতার মায়ের পিতাও ওয়ারিছ হবে না। কারণ তাদের মাঝে আর মৃতব্যক্তির মাঝে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলার উপস্থিতি আছে।

### দাদার মীরাছের অবস্থাসমূহ

১. দাদা মোট সম্পত্তির একষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবে দুইটি শর্তসাপেক্ষে:

(ক) তার (মৃতব্যক্তির) রক্তের অধস্তন উত্তরাধিকারী পুরুষ (ঔরসজাত সন্তান হোক অথবা নাতি বা আরো নিচের হোক) বিদ্যমান থাকতে হবে।

(খ) পিতা (মৃতব্যক্তির) থাকা যাবে না।

২. দাদা আছাবা হওয়ার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, যদি মৃতব্যক্তির কোনো অধস্তন পুরুষ ওয়ারিছ না থাকে ও পিতা না থাকে।

৩. দাদা ওয়ারিছ হবে নির্ধারিত অংশ এবং আছাবা উভয়টির ভিত্তিতে, যদি মৃতব্যক্তির কোনো অধস্তন নারী ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে, যেমন- কন্যা, ছেলের কন্যা, তাহলে দাদা একষষ্ঠাংশ গ্রহণ করবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পিতার ন্যায় আছাবা হিসেবে গ্রহণ করবে।

**দাদার মীরাছ পিতার মীরাছের ন্যায়, তবে তিনটি মাসআলায় পার্থক্য দেখা যায়:**

১-২. যখন মৃতব্যক্তি (পুরুষ অথবা মহিলা) মাতা-পিতাকে ও স্বামী বা স্ত্রী কোনো একজনকে রেখে (স্বামী হলে স্ত্রীকে রেখে আর স্ত্রী হলে স্বামীকে রেখে) মৃত্যুবরণ করবে, তখন মাতা স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। আর যদি বাবার স্থানে দাদা থাকে, তাহলে মাতা মোট সম্পত্তির একতৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। এই মাসআলাকে উমারিয়্যাহ’ বলা হয়। কারণ এই মাসআলার সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম উমার -রদ্বিয়াল্লাহু আনহু- দিয়েছিলেন।

৩. পিতার মাতা (দাদী) পিতার উপস্থিতিতে ওয়ারিছ হবে না। কারণ সে তার (পিতার) কারণে ঝুলে থাকবে। তবে দাদার সাথে ওয়ারিছ হবে।

**উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি দাদা আর একজন ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে এখানে মাসআলা (সম্পত্তি বণ্টনের মূল ভাজক) হবে ৬ দ্বারা, দাদা পাবে মোট সম্পত্তির একষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি তথা পাঁচ ভাগ পাবে ছেলে।

২. এক ব্যক্তি মাতা ও দাদাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৩ দ্বারা, মাতার পাবে নির্ধারিত অংশ হিসেবে একতৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ এক। আর অবশিষ্ট অংশ যার পরিমাণ দুই দাদা গ্রহণ করবে আছাবা হিসেবে।

৩. এক ব্যক্তি দাদা ও একজন কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দিয়ে। কন্যা নির্ধারিত অংশ হিসেবে পাবে মোট সম্পত্তির অর্ধেক, যার পরিমাণ তিন। আর দাদা পাবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে একষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট সম্পত্তিও দাদা পাবে আছাবার ভিত্তিতে।

৪. কোনো মহিলা স্বামী, মাতা ও দাদাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা। স্বামী পাবে মোট সম্পদের অর্ধেক, যার পরিমাণ তিন, মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ দুই, আর দাদা পাবে অবশিষ্ট সম্পদ, যার পরিমাণ এক।

৫. কোনো পুরুষ একজন স্ত্রী, মাতা ও দাদাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ১২ দ্বারা। স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ তিন, আর মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ চার, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি দাদা পাবে। এই উদাহরণসহ পূর্ববর্তী উদাহরণগুলোকে উমারিয়্যাহ বলা হয়।

## ৩. মাতার মীরাছ

**মাতার মীরাছের তিন অবস্থা:**

১. মাতা মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের ওয়ারিছ হবে তিনটি শর্তে:

(ক) মৃতব্যক্তির কোনো অধস্তন ওয়ারিছ সন্তান যদি না থাকে, (খ) মৃতব্যক্তির ওয়ারিছ ভাই অথবা বোনদের কোনো দল (একাধিক ভাই বোন) যদি না থাকে ও (গ) মাসআলাটি উমারিয়্যাহ মাসআলা দুটির কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

২. মাতা এক ষষ্ঠাংশের ওয়ারিছ হবে, যদি মৃতব্যক্তির কোনো অধস্তন ওয়ারিছ থাকে অথবা তার আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই বা বোনের দল (একাধিক ভাই বোন) থাকে।

৩. মাতা উমারিয়্যাহ মাসআলা দুটির ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ওয়ারিছ হবে। আর এই মাসআলাকে গাররাওয়াইনও[৩] বলা হয়, মাসআলা দুটি হলো:

ক. কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, মাতা ও পিতাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৪ দ্বারা। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ এক, আর মাতার জন্য অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ এক এবং অবশিষ্ট দুই ভাগ পাবে পিতা।

খ. কোনো মহিলা স্বামী, মাতা ও পিতা রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা। স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ তিন, মাতার জন্য অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ এক এবং অবশিষ্ট দুই ভাগ পাবে পিতা।

এখানে মাতাকে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা দুইজন মৃতব্যক্তির আত্মীয়তার একই পর্যায়ে অবস্থান করা সত্ত্বেও মাতার অংশ পিতার (কুরআনে বর্ণিত) নির্ধারিত অংশের চেয়ে বেশি না হয়, আর সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য যেন দুইজন নারীর সমান ভাগ ধার্য করা যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

**{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}**

‘আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা-পিতা, তাহলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে, তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। [সূরা আর নিসা ৪: ১১]

[৩] ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হওয়ার কারণে একে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়।

**উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি মাতা ও সহোদর ভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৩ দ্বারা: মাতা পাবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ এক আর অবশিষ্ট সম্পত্তি ভাই পাবে আছাবার ভিত্তিতে।

২. এক ব্যক্তি মাতা ও ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক আর অবশিষ্ট সম্পত্তি আছাবার ভিত্তিতে ছেলে পাবে।

৩. কোনো ব্যক্তি মাতা ও দুইজন বৈমাত্রেয় ভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে একষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক আর অবশিষ্ট সম্পত্তি বৈমাত্রেয় দুই ভাই পাবে আছাবার ভিত্তিতে।

## ৪. দাদী ও নানীর মীরাছ

**ওয়ারিছ দাদী-নানীর পরিচয়:**

ওয়ারিছ হওয়ার উপযুক্ত দাদী বা নানী হলো এমন মহিলা, যে মাতা অথবা পিতার মা, যেমন- মাতার মা (নানী), পিতার মা (দাদী), দাদার মা, এভাবে যত ঊর্ধ্বতন নারীই হোক না কেনো, তবে শুধুমাত্র নারীদের পরম্পরায় হতে হবে, যেমন- নানীর মা, দাদীর মা ও দাদার মা (অর্থাৎ নারীদের ধারাবাহিকতা বা সারির মাঝে কোনো পুরুষ এসে গেলে সে ওয়ারিছ হতে পারবে না)।

আর ওয়ারিছ হওয়ার যোগ্য নয় এমন দাদী বা নানী হলো ঐ ঊর্ধ্বতন নারী, যার মাঝে আর মৃতব্যক্তির মাঝে এমন দাদা বিদ্যমান আছে, যে রক্তের ধারায় মৃতব্যক্তির ঊর্ধ্বতন দাদা নয়, বরং মৃতব্যক্তির আপন মা অথবা দাদীর মাধ্যমে দাদা হয়েছে অথবা দাদার দিকের কোনো ঊর্ধ্বতন নারীর মাধ্যমে দাদা হয়েছে যেমন- নানার মা, দাদীর দাদী। এরা হলো ‘যাওয়াতুল আরহাম’।

**দাদী-নানীর মীরাছ:**

১. এক বা একাধিক দাদী-নানী সর্বদা মোট সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে- মাতা না থাকার শর্তে।

২. মাতার উপস্থিতিতে দাদী-নানীরা কোনো ভাগ পাবে না, যেমন পিতার উপস্থিতিতে দাদা কোনো ভাগ পাবে না।

৩. দাদী বা নানী একজন হলে এক ষষ্ঠাংশ সে একাই পাবে। আর একাধিক দাদী-নানী থাকলে তারা সকলে প্রজন্মের ধারায় সমপর্যায়ের হওয়ার শর্তে যৌথভাবে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। যেমন- নানী, দাদী।

৪. নিকটতম দাদী-নানীগণ দূরবর্তী দাদী-নানীদের ওয়ারিছ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। যেমন- নানী নানীর মাতার ও দাদার মাতার ওয়ারিছ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, আর দাদী দাদার মাতার ও নানীর মাতার ওয়ারিছ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

৫. দাদী পিতার উপস্থিতিতে বাদ পড়ে যাবে, কিন্তু নানী পিতার উপস্থিতিতে বাদ পড়বে না।

**উদাহরণ:**

১. কোনো ব্যক্তি মাতা, নানী ও পিতাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৩ দ্বারা: মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে পিতা, কিন্তু নানী কিছুই পাবে না। কারণ মাতা তার ওয়ারিছ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক।

২. এক ব্যক্তি নানী ও ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: নানী পাবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এক ষষ্ঠাংশ আর ছেলে পাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি।

৩. এক ব্যক্তি চারজন দাদী-নানী ও একজন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: দাদী-নানীগণ যৌথভাবে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে চাচা।

## ৫ – স্বামীর মীরাছ

**স্বামীর মীরাছের দুইটি অবস্থা:**

১. স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি স্ত্রীর উক্ত স্বামীর ঔরসে বা অন্য কোনো স্বামীর ঔরসে কোনো অধস্তন সন্তান না থাকে।

এখানে ওয়ারিছ হওয়ার যোগ্য সন্তানগণ হলো: পুত্রসন্তানগণ, কন্যাসন্তানগণ, পুত্রের সন্তানগণ- এভাবে তারা যতই অধস্তন হোক না কেনো। কিন্তু কন্যার সন্তানগণ ওয়ারিছ নয়।

২. স্বামী তার স্ত্রীর মোট সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তার স্ত্রীর কোনো সন্তান থাকে, সেই সন্তান এই স্বামীর ঔরসজাত হতে পারে বা অন্যকোনো স্বামীর ঔরসজাত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

"তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক ধার্য করা হয়েছে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে, তাহলে তোমাদের জন্য (মোট সম্পত্তির) এক চতুর্থাংশ ধার্য করা হয়েছে, যা তাদেরকে প্রদান করা হবে তাদের করে যাওয়া অসিয়ত সম্পন্ন করে অথবা (ঋণ থাকলে) ঋণ পরিশোধ করার পরে। [সুরা আন-নিসা: ১২]।

**উদাহরণ:**

১. কোনো মহিলা স্বামী, মাতা ও আপন ভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: স্বামী পাবে মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ, যার পরিমাণ তিন, আর মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ দুই এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে ভাই।

২. কোনো মহিলা স্বামী ও ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে একচতুর্থাংশ আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে ছেলে।

## ৬ – স্ত্রীর মীরাছ

**স্ত্রীর মীরাছের দুইটি অবস্থা:**

১. স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি উক্ত স্বামীর এই স্ত্রীর গর্ভের বা অন্যকোনো স্ত্রীর গর্ভের কোনো সন্তান না থাকে।

২. স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে, যদি উক্ত স্বামীর এই স্ত্রীর গর্ভের বা অন্যকোনো স্ত্রীর গর্ভের কোনো সন্তান থাকে।

যদি স্ত্রীরা সংখ্যায় একাধিক হয়, তবে তারা সকলেই যৌথভাবে এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

"যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে, আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে তোমাদের করে যাওয়া অসিয়ত সম্পন্ন করার পরে বা (যদি ঋণ থাকে) ঋণ পরিশোধ করার পরে। [সূরা আন-নিসা: ১২]।

**উদাহরণ:**

১. কোনো ব্যক্তি স্ত্রী, মাতা ও আপন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ১২ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর চাচা পাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি।

২. কোনো ব্যক্তি স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ এক, আর পুত্র পাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি।

৩. কোনো ব্যক্তি তিনজন স্ত্রী, একজন পুত্র ও একজন কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রীগণ পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্র ও কন্যার মাঝে আছাবার ভিত্তিতে বণ্টন হবে, পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে (আর নারী পাবে পুরুষের অর্ধেক)।

## ৭ – কন্যার মীরাছ

**কন্যার মীরাছের তিনটি অবস্থা:**

১. কন্যাকে আছাবাকারী তার ভাই না থাকার শর্তে ও সম্পত্তিতে তার কোনো যৌথ অংশীদার বোন না থাকার শর্তে কন্যা মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে।

২. দুই বা ততোধিক কন্যা একত্রে ওয়ারিছ হলে তারা যৌথভাবে দুই তৃতীয়াংশ পাবে, তবে শর্ত হলো- তাদেরকে আছাবাকারী তাদের ভাই থাকা চলবে না।

৩. এক বা একাধিক কন্যা আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, যদি তার সাথে অথবা তাদের সাথে তাদের ভাই থাকে। আছাবার ভিত্তিতে “পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পায়”- এই নীতির আলোকে সম্পত্তি ভাগ হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}

“আল্লাহ তোমাদের (পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে) সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের অসিয়ত করছেন যে, পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে। আর যদি কন্যাদের সংখ্যা দুয়ের অধিক হয়, তবে তারা মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু যদি কন্যা সংখ্যায় একজন হয়, তাহলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে”। [সূরা আন-নিসা ৪:১১]

**উদাহরণ:**

১. কোনো ব্যক্তি একটি কন্যা ও চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ২ দ্বারা: কন্যা পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ এক, আর চাচা পাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি।

২. কোনো ব্যক্তি মাতা, দুই কন্যা ও একজন দাদাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, দুই কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ, আর দাদা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।

৩. কোনো ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী, একটি কন্যা ও একটি পুত্রকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: দাদী বা নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক, আর কন্যা ও পুত্র “পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে”- এই বণ্টননীতি অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে।

৪. কোনো ব্যক্তি দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী ৭ দ্বারা (যেহেতু দুই পুত্র দ্বিগুণ পাবে, তাই তাদের সংখ্যা ৪): প্রত্যেক পুত্র পাবে দুই ভাগ করে, আর প্রত্যেক কন্যা পাবে এক ভাগ করে।

## ৮ – পুত্রের কন্যার (নাতনীর) মীরাছ

পুত্রের কন্যার মীরাছের চারটি অবস্থা:

১. পুত্রের কন্যা (পৌত্রী) মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে তিনটি শর্তে:

(ক) পুত্রের কন্যাকে আছাবাকারী তার ভাই থাকা যাবে না।

(খ) পুত্রের কন্যার যৌথ অংশীদার তার বোন থাকা যাবে না।

(গ) মৃতব্যক্তির এমন কোনো অধস্তন ওয়ারিছ থাকা চলবে না, যে পুত্রের কন্যার চেয়ে উপরের স্তরের। যেমন- আপন পুত্র ও আপন কন্যা।

২. পুত্রের দুই বা ততোধিক কন্যা মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের ওয়ারিছ হবে তিনটি শর্তে:

(ক) পুত্রের কন্যার সংখ্যা হতে হবে দুই বা ততোধিক।

(খ) তাদেরকে আছাবাকারী ভাই থাকা যাবে না।

(গ) মৃতব্যক্তির এমন কোনো অধস্তন ওয়ারিছ থাকা চলবে না, যারা তাদের চেয়ে উপরের স্তরের। যেমন- মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা।

৩. পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা এক ষষ্ঠাংশ পাবে দু'টি শর্তে:

(ক) তাকে বা তাদেরকে আছাবাকারী ভাই থাকা যাবে না।

(খ) মৃতব্যক্তির এমন কোনো অধস্তন ওয়ারিছ থাকা চলবে না, যারা তাদের চেয়ে উপরের স্তরের। তবে এ অবস্থায় অর্ধেক সম্পত্তির ভাগীদার আপন কন্যা ব্যতীত। কারণ পুত্রের কন্যা কেবল আপন কন্যার সাথে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। একই বিধান মৃতব্যক্তির ছেলের মেয়ের (পৌত্রীর) সাথে ছেলের ছেলের মেয়ের (প্রপৌত্রীর) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ পৌত্রীর উপস্থিতিতে প্রপৌত্রী এক ষষ্ঠাংশ পাবে আর পৌত্রী অর্ধেক পাবে- আছাবাকারী ভাই না থাকা ও মৃতব্যক্তির মোট সম্পত্তির অর্ধাংশের ওয়ারিছ আপন কন্যা ব্যতীত অন্যকোনো ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছ না থাকার শর্তে)।

৪. যদি পুত্রের কন্যা (পৌত্রী) এক বা একাধিক হয় এবং তার সাথে প্রজন্মের দিক থেকে তারই সমপর্যায়ের ভাই থাকে –সে হচ্ছে পুত্রের পুত্র (পৌত্র)– আর পুত্রের কন্যার ঊর্ধ্বতন কোনো পুরুষ যদি না থাকে যেমন- আপন ছেলে, তাহলে সে আছাবার ভিত্তিতে সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে।

**উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি পুত্রের কন্যা **(পৌত্রী)** ও চাচা রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ২ দ্বারা: পুত্রের **কন্যা** অর্ধেক পাবে, আর চাচা অবশিষ্ট সম্পদ পাবে।

২. এক ব্যক্তি পুত্রের দুই কন্যা ও **সহোদর** ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৩ দ্বারা: পুত্রের **দুই** কন্যা দুই তৃ**তী**য়াংশ পাবে, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি ভাই পাবে।

৩. এক ব্যক্তি **আপন মেয়ে**, **ছেলের মেয়ে (পৌত্রী)** ও বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: আপন **মেয়ে** পাবে অর্ধেক– যার পরিমাণ তিন, পুত্রের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ– যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্টাংশ পাবে ভাই।

৪. কোনো মহিলা স্বামী, পুত্রের কন্যা (**পৌত্রী**) ও পুত্রের পুত্র (**পৌত্র**) রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট তিন ভাগ পুত্রের কন্যা ও পুত্রের পুত্র “পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে” এই নীতিতে পাবে।

## ৯ – আপন বোনের মীরাছ

আপন বোনের মীরাছের তিনটি অবস্থা:

১. আপন বোন চারটি শর্তে মোট সম্পত্তির অর্ধাংশের ওয়ারিছ হবে:

(ক) তার সঙ্গে যৌথভাবে ওয়ারিছ হতে পারে এমন বোন থাকা যাবে না,

(খ) তাকে আছাবাকারী ভাই থাকা যাবে না,

(গ) (মৃতব্যক্তির) ঊর্ধ্বতন রক্তের পুরুষ যেমন- বাবা অথবা দাদা থাকা যাবে না এবং

(ঘ) (মৃতব্যক্তির) অধস্তন কোনো সন্তান থাকা যাবে না।

**২.** আপন বোনেরা মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের ওয়ারিছ হবে চারটি শর্তে:

(ক) আপন বোনদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হতে হবে,

(খ) ঊর্ধ্বতন কোনো রক্তের পুরুষ থাকা যাবে না,

(গ) অধস্তন কোনো ওয়ারিছ থাকা যাবে না এবং

(ঘ) তাদেরকে (আপন বোনদেরকে) আছাবাকারী তাদের ভাই থাকা যাবে না।

৩. এক বা একাধিক আপন বোন আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, যদি তার সাথে বা তাদের সাথে তাদেরকে আছাবাকারী ভাই বিদ্যমান থাকে, তখন 'পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে' এই নীতিতে তারা সম্পদ পাবে, অথবা যদি তাদের (আপন বোনদের) সাথে অধস্তন কোনো নারী ওয়ারিছ থাকে যেমন- আপন কন্যাগণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

"তারা আপনার কাছে জানতে চায়, আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ এর ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান বলে দিচ্ছেন: যদি কোনো পুরুষ লোক মৃত্যুবরণ করে আর তার কোনো সন্তান নেই, কিন্তু এক বোন আছে, তবে সেই বোন তার (ভাইয়ের) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর এই ভাইও উক্ত বোনের ওয়ারিছ হবে, যদি তার (বোনের) কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি বোনেরা সংখ্যায় দুইজন হয় (অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের যদি কোনো সন্তান না থাকে এবং বোনদের সংখ্যা দুইজন হয়), তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ ভাগ পাবে। আর যদি তার (মৃত ভাইয়ের) বোনের পাশাপাশি ভাইও থাকে, তবে পুরুষ (ভাই) নারীর (বোনের) দ্বিগুণ পাবে। আল্লাহ স্পষ্টরূপে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও, আল্লাহই একমাত্র সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী"। [সুরা আন-নিসা ৪:১৭৬]।

**উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি একজন মাতা, আপন বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আপন বোন পাবে অর্ধাংশ, আর বৈপিত্রেয় দুইভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ।

২ কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, আপন দুইবোন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ১২ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমান তিন, আপন দুইবোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ- যার পরিমাণ আট আর অবশিষ্ট সম্পত্তি বৈমাত্রেয় ভাই পাবে।

৩. কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, একজন আপন বোন ও একজন আপন ভাই রেখে মারা গেল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৪ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি ভাই ও বোন "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতির ভিত্তিতে পাবে।

৪. কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, একজন কন্যা ও একজন আপন বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ- যার পরিমাণ এক, কন্যা পাবে অর্ধাংশ- যার পরিমাণ চার, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি বোন পাবে।

## ১০ –বৈমাত্রেয় বোনের মীরাছ

বৈমাত্রেয় বোনের মীরাছের চারটি অবস্থা:

১. বৈমাত্রেয় বোন পাঁচটি শর্তে অর্ধেক সম্পদের ওয়ারিছ হবে:

(ক) তার সাথে যৌথভাবে ওয়ারিছ হতে পারে এমন বোন থাকা যাবে না

(খ) তাকে আছাবাকারী কোনো ভাই থাকা যাবে না

(গ) ঊর্ধ্বতন কোনো রক্তের পুরুষ থাকা যাবে না

(ঘ) অধস্তন কোনো ওয়ারিছ থাকা যাবে না এবং

(ঙ) আপন ভাই বা বোন থাকা যাবে না।

২. বৈমাত্রেয় বোনেরা দুই তৃতীয়াংশ পাবে পাচঁটি শর্তে:

(ক) তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হতে হবে,

(খ) তাদেরকে আছাবাকারী ভাই থাকা যাবে না,

(গ) ঊর্ধ্বতন রক্ত**সম্পর্কীয়** কোনো পুরুষ **থাকা চলবে না**,

**(ঘ)** অধস্তন কোনো ওয়ারিছ থাকা যাবে না এবং

**(ঙ)** (মৃতব্যক্তির) আপন ভাই ও বোন থাকা যাবে না।

৩. বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন এক ষষ্ঠাংশের ওয়ারিছ হবে পাচঁটি শর্তে:

(ক) বৈমাত্রেয় বোনের সাথে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হওয়া অবস্থায় একজন আপন বোন থাকতে হবে (কারণ আপন বোন আপন ভাইয়ের মাধ্যমে আছাবা হয়ে ওয়ারিছ হলে হবে না)

(খ) তাকে (বৈমাত্রেয় বোনকে) আছাবাকারী ভাই থাকা যাবে না

(গ) অধস্তন কোনো ওয়ারিছ থাকা যাবে না

(ঘ) ঊর্ধ্বতন রক্তসম্পর্কীয় কোনো পুরুষ থাকা যাবে না এবং

(ঙ) (মৃতব্যক্তির) এক বা একাধিক আপন ভাই থাকা যাবে না।

৪. বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, যদি তার সাথে বা তাদের সাথে তাদেরকে আছাবাকারী তাদের ভাই (অর্থাৎ মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই) বিদ্যমান থাকে, অথবা তাদের সঙ্গে যদি মৃতব্যক্তির অধস্তন কোনো নারী ওয়ারিছ যেমন- কন্যাগণ থাকে, তাহলে তারা (তারা সকল ভাই-বোন মিলে) সকলে আছাবা হয়ে যাবে, আর ‘পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে’ এই নীতির ভিত্তিতে তারা সম্পদ পাবে (অর্থাৎ নারীরা সংখ্যায় যদি দুইজন হয়, আর পুরুষ একজন হয়, তাহলে পূর্ণ সম্পত্তিকে চার ভাগে ভাগ করে একজন পুরুষকে দুই ভাগ দেয়া হবে আর দুইজন নারীকে এক ভাগ করে দেয়া হবে)।

**উদাহরণ:**

১. কোনো ব্যক্তি একজন মাতা, একজন বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা:

মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ- যার পরিমাণ এক, বৈমাত্রেয় বোন পাবে অর্ধাংশ- যার পরিমাণ তিন, আর বৈপিত্রেয় দুইভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ।

**২.** কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, বৈমাত্রেয় দুইবোন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের এক পুত্রকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে **১২** দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ তিন, বৈমাত্রেয় দুইবোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে।

৩. কোনো ব্যক্তি একজন মাতা, বৈপিত্রেয় বোন, আপন বোন ও বৈমাত্রেয় দুই বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে **১২** দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় বোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আপন বোন পাবে অর্ধাংশ আর বৈমাত্রেয় দুইবোন পাবে এক ষষ্ঠাংশ।

৪. কোনো ব্যক্তি মাতা, বৈমাত্রেয় দুইবোন ও বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ- যার পরিমাণ এক আর অবশিষ্ট সম্পত্তি ভাই ও বোনেরা আছাবার ভিত্তিতে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতির আলোকে পাবে।

৫. কোনো মহিলা স্বামী, আপন কন্যা ও বৈমাত্রেয় বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ এক, কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর বৈমাত্রেয় বোন আছাবার ভিত্তিতে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে।

## ১১ – বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোনের মীরাছ

বৈপিত্রেয় ভাইদের বিধান:

১. যেহেতু বৈপিত্রেয় ভাই তার (মৃতব্যক্তির) আত্মীয় (ভাই) হয়েছে নারীর (মাতার) মাধ্যমে, তাই সে তার ওয়ারিছ হবে এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা যেই মায়ের মাধ্যমে আত্মীয় হয়েছে, তার মীরাছের নির্ধারিত অংশকে আংশিক হ্রাস করবে (অর্থাৎ মাতা নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে সম্পদের যতটুকু ভাগ পাবেন, সেই ভাগের কিছু অংশ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন মৃতব্যক্তির এই বৈপিত্রেয় পুরুষ ভাইয়ের দ্বারা)।

২. বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা তাদের বোনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় (অর্থাৎ মৃতব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই হওয়ার মাসআলায়), আর বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা তাদের বোনদেরকে আছাবা করতে পারে না, তাই তারা সকলে (ভাই ও বোন) সমান ভাগ পাবে।

বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মীরাছের দুইটি অবস্থা:

১. বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন এক ষষ্টাংশের ওয়ারিছ হবে তিনটি শর্তে:

(ক) মৃতব্যক্তির অধস্তন ওয়ারিছ (পুরুষ বা নারী) থাকতে পারবে না (যেমন- পুত্র বা কন্যা বা পুত্রের কন্যা বা পুত্রের পুত্র ইত্যাদি)

(খ) কোনো ঊর্ধ্বতন রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ থাকতে পারবে না

(গ) উক্ত বৈপিত্রেয় ভাই বা বোনকে তার মাতার একমাত্র সন্তান হতে হবে (অর্থাৎ তার অন্য কোনো ভাই বা বোন থাকতে পারবে না)।

২. বৈপিত্রেয় ভাই বা বোনেরা এক তৃতীয়াংশের ওয়ারিছ হবে তিনটি শর্তে:

(ক) তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হতে হবে

(খ) মৃতব্যক্তির অধস্তন ওয়ারিছ (পুরুষ বা নারী) থাকতে পারবে না

(গ) কোনো ঊর্ধ্বতন রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ থাকতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}

“আর যদি মৃত্যুবরণকারী পুরুষ বা মহিলা কালালাহ[৪] হয়, আর তার কোনো ভাই অথবা বোন থাকে, তাহলে তাদের প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ করে সম্পত্তির ভাগ পাবে। আর যদি তাদের সংখ্যা এর চেয়েও বেশি হয়, তাহলে তারা সকলে এক তৃতীয়াংশের যৌথ অংশীদার হবে। আর এই বণ্টনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে মৃতব্যক্তির অসিয়ত সম্পন্ন করার পরে (যদি সে কোনো অসিয়ত করে থাকে), অথবা ঋণ পরিশোধ করার পরে (যদি তার কোনো ঋণ থাকে) কারোর (অর্থাৎ ঋণদাতা, ওয়ারিছ ও যার ব্যাপারে অসিয়ত করা হয়েছে) ক্ষতি না করেই ন্যায়সম্মতভাবে এই কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করতে হবে, এই বিধান আল্লাহর বিধান, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও সর্বোচ্চ সহনশীল”। [আন-নিসা ৪:১২ ]

[৪] কালালাহ বলা হয় এমন মৃত ব্যক্তিকে, যার কোনো সম্পত্তির উত্তরসূরী পিতা-পুত্র নেই। এই মতটি উমার, আলী ও ইবনু মাস‘ঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত। আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, পিতা-পুত্র ছাড়া অন্য সকলেই হলো কালালাহ। আহমাদ ইবনে হাম্বাল এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। তবে আপন, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় যেকোনো ভাইয়ের ক্ষেত্রেই কালালাহ শব্দটির প্রয়োগ করা যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে সকল ছাহাবী ও তাবেঈ কালালাহ হওয়ার ক্ষেত্রে “পিতা-পুত্র না থাকাকে” শর্ত করেছেন, তারা হলেন: যায়েদ, ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু যায়েদ, হাসান বাছরী, ক্বাতাদাহ, নাখা‘ঈ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এবং মদীনা, বাছরা ও কূফার আলেমগণ। ইবনু আব্বাসরদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কালালাহ ঐ ব্যক্তি, যার কোনো সন্তান নেই। এটা উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত। **[আল-মুগনী, ইবনু ক্বুদামাহ]**

**উদাহরণ:**

১. কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, একজন বৈপিত্রেয় ভাই ও আপন চাচাত ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ১২ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ তিন, বৈপিত্রেয় ভাই পাবে এক ষষ্টাংশ আর অবশিষ্ট সম্পত্তি আপন চাচাত ভাই পাবে।

২. কোনো মহিলা একজন স্বামী, বৈপিত্রেয় দুইভাই ও আপন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: স্বামী পাবে অর্ধাংশ- যার পরিমাণ তিন, বৈপিত্রেয় দুইভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ আর অবশিষ্ট সম্পত্তি চাচা পাবে।

৩. কোনো ব্যক্তি মাতা, পিতা ও বৈপিত্রেয় দুইভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্টাংশ, অবশিষ্ট পাঁচভাগ সম্পত্তি পিতা পাবে আর বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা বাদ পড়ে যাবে পিতা থাকার কারণে।

## আহলুল ফুরূয (নির্ধারিত অংশের ওয়ারিছগণ) এর মাসাঈলের প্রকারভেদ

**আহলুল ফুরূযের মাসআলা মোট তিন প্রকার:**

**১. আল-মাসআলাতুল ‘আদিলাহ:**

এমন মাসআলা, যেই মাসআলায় ওয়ারিছদের (মীরাছের) নির্ধারিত অংশগুলো (অংশগুলোর সম্মিলিত যোগফল) মূল মাসআলার সঙ্গে (অর্থাৎ ভাজকের সঙ্গে) হুবহু মিলে যায়। যেমন: কেউ স্বামী ও একজন আপন বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ২ দ্বারা: স্বামী পাবে অর্ধেক- যার পরিমাণ এক আর আপন বোন পাবে অর্ধেক- যার পরিমাণও এক।

**২. আল মাসআলাতুল ‘আয়িলাহ:**

এমন মাসআলা, যেই মাসআলায় ওয়ারিছদের (মীরাছের) নির্ধারিত অংশগুলো (অংশগুলোর সম্মিলিত যোগফল) মূল মাসআলার চেয়ে (অর্থাৎ

ভাজকের চেয়ে) বেশি হয়। যেমন: কোনো নারীর মৃত্যুর পরে তার স্বামী ও বৈমাত্রেয় দুইবোন তার ওয়ারিছ হলো, এখন স্বামীকে অর্ধাংশ দিলে দুইবোনের ভাগ অবশিষ্ট থাকে না– আর এ মাসআলায় দুই বোনের অংশ হচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশ। যাহোক, এখানে মূল মাসআলা হবে ছয় দ্বারা, কিন্তু মূল মাসআলা প্রত্যেক ওয়ারিছের মাঝে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে সমানভাগে বিভাজ্য নয় বলে 'আওলের মাধ্যমে (ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের সম্মিলিত যোগফলের দিকে লক্ষ্য করে) মূল মাসআলা গঠন করতে হবে সাত দ্বারা। এখন স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ তিন[৫], আর দুইবোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ চার। আর এই ক্ষেত্রে ('আওলের মাসআলায়) প্রত্যেক ওয়ারিছেরই যার যার নির্ধারিত অংশের আনুপাতিক হারে লোকসান হবে।

**৩. আল মাসআলাতুন নাক্বিছাহ:**

এমন মাসআলা, যেই মাসআলায় ওয়ারিছদের (মীরাছের) নির্ধারিত অংশগুলো (অংশগুলোর সম্মিলিত যোগফল) মূল মাসআলার চেয়ে কম হয়।

এমন পরিস্থিতিতে অবশিষ্ট অতিরিক্ত অংশটুকু স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যসকল আছ্বহাবুল ফুরুযের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। বিধায় যখন ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশগুলো পরিত্যক্ত সম্পত্তির চেয়ে কম হবে আর ওয়ারিছদের মাঝে কোনো আছাবাও বিদ্যমান থাকবে না, তখন অবশিষ্ট সম্পত্তি পুনরায় ওয়ারিছদের মাঝে তাদের নির্ধারিত অংশের অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যেমন: কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী ও একজন কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করল, তখন মাসআলা হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ- যার পরিমাণ এক, কন্যা পাবে অর্ধাংশ- যার পরিমাণ চার এবং অবশিষ্ট তিনভাগ পুনরায় তাদের মধ্যে নির্ধারিত অংশের অনুপাতে বণ্টন করা হবে।

---

[৫] অথচ সাতের অর্ধেক কখনোই তিন হয় না, আর কুরআনে স্বামীর জন্য এই ক্ষেত্রে মোট সম্পত্তির অর্ধেক ধার্য করা হয়েছে, যা স্বামীকে দিতে গেলে দুইবোনের নির্ধারিত অংশ দুই তৃতীয়াংশ দুইবোনকে দেওয়া সম্ভব না, অথচ কুরআনে দুই বোনের জন্যেও দুই তৃতীয়াংশ ধার্য করে দেওয়া হয়েছে, এখন স্বামীকে তার নির্ধারিত অর্ধাংশ – যার পরিমাণ তিন – দিতে গেলে দুইবোনকে দুই তৃতীয়াংশের ভাগ – যা পরিমাণ চার – দেওয়া যায় না। কারণ, চার আর তিনের যোগফল সাত, যা মূল মাসআলার চেয়ে বড়।

## ৩ – আছাবা- অনির্ধারিত ওয়ারিছগণ

**আছাবার সংজ্ঞা:** আছাবা এমন ওয়ারিছ, যে অনির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে সম্পত্তি পাবে।

**আছাবার প্রকারভেদ:** আছাবা দুইভাগে বিভক্ত:

(১) আছাবা বিন-নাসাব ও

(২) আছাবা বিস-সাবাব।

### (১) আছাবা বিন-নাসাব

**আছাবা বিন-নাসাব তিন প্রকারে বিভক্ত:**

**১. আছাবা বিন-নাফস:**

স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই ব্যতীত প্রত্যেক পুরুষ ওয়ারিছই আছাবা। তারা হলো: পুত্র, পুত্রের পুত্র ও তার চেয়ে অধস্তন যেকোনো পুরুষ, পিতা, দাদা ও তার চেয়ে ঊর্ধ্বতন যেকোনো পুরুষ, আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাইয়ের পুত্র ও তার চেয়ে অধস্তন যেকোনো পুরুষ, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র ও তার চেয়ে অধস্তন যেকোনো পুরুষ, আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, আপন চাচার পুত্র ও তার চেয়ে অধস্তন যেকোনো পুরুষ, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র ও তার চেয়ে অধস্তন যেকোনো পুরুষ ও কৃতদাসকে আযাদকারী।

বর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে কেউ যদি এককভাবে ওয়ারিছ হয় (আর অন্যকোনো ওয়ারিছ না থাকে), তাহলে সে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি আছ্হাবুল ফুরূযের সঙ্গে ওয়ারিছ হয়, তাহলে আছ্হাবুল ফুরূযের অংশ বণ্টন শেষে অবশিষ্ট সম্পত্তি সে গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি আছ্হাবুল ফুরূযের অংশ বণ্টন করতে যেয়ে সমস্ত সম্পদ শেষ হয়ে যায়, তবে উক্ত আছাবা বাদ পড়ে যাবে। অবশ্য ঔরসজাত পুত্র ও বাবা বিদ্যমান থাকাকালে কোনোভাবেই আছ্হাবুল ফুরূযের অংশ বণ্টনে সমস্ত সপম্পত্তি শেষ হবে না।

**আছাবা হওয়ার দিকগুলো:**

আছাবা হওয়ার কোনো কোনো দিক কোনো কোনো দিকের চেয়ে অধিক নিকটতম, আছাবা হওয়ার দিকগুলো যথাক্রমে পাচঁটি স্তরে বিভক্ত:

১. পুত্র হওয়া

২. অতঃপর পিতা হওয়া

৩. অতঃপর ভাই হওয়া বা ভাইদের পুত্র হওয়া

৪. অতঃপর চাচা হওয়া বা চাচার পুত্র হওয়া

৫. অতঃপর ওয়ালার[৬] সম্পর্ক থাকা।

সুতরাং পুত্র বিদ্যমান থাকলে সে সম্পত্তি পাবে। যদি পুত্র না থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি পিতার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। যদি পিতা বিদ্যমান না থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাইদের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। যদি ভাই বিদ্যমান না থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি চাচার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। আর যদি চাচাও বিদ্যমান না থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ালার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

---

[৬] 'ইলমুল ফারায়েযে ওয়ালা বলতে কৃতদাস ও তাকে আযাদকারীর মধ্যকার সম্পর্ককে বুঝানো হয়। অর্থাৎ কৃতদাসকে আযাদ করে তার উপর এই মহান অনুগ্রহ প্রদর্শনের কারণে মনীব আর কৃতদাসের মধ্যে শরী'আত এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে যে, যদি উক্ত কৃতদাসের কোনো বংশীয় আছ্বাবা না থাকে, তাহলে উক্ত মনীবই হবে একমাত্র আছ্বাবা, চাই উক্ত মনীব তার কৃতদাসকে মুকাতাবা, তাদবীর অথবা যেকোনোভাবেই আযাদ করুক না কেনো। ওয়ালার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একমাত্র আযাদকারী ছাড়া আর কেউ ওয়ারিছ হয় না, চাই আযাদকারী পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেনো। তবে আছ্বাবা একমাত্র পুরুষ আযাদকারীই হতে পারবে, আযাদকারী নারী আছ্বাবা হতে পারে না।

## ওয়ারিছ আছাবার সংখ্যা যদি একাধিক হয়, তাহলে তাদের বিধান

### যদি দুই বা ততোধিক আছাবা একত্রিত হয়, তাহলে তাদের চারটি অবস্থা:

**প্রথম অবস্থা:** উভয় আছাবাই আছাবা হওয়ার দিক থেকে ও নৈকট্যের দিক থেকে সমপর্যায়ের। যেমন- দুই পুত্র, অথবা দুইভাই, অথবা দুই চাচা। এই অবস্থায় উভয়েই সমান হারে সম্পদ পাবে।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** উভয়েই আছাবা হওয়ার দিক ও স্তরের (প্রজন্ম) দিক থেকে সমপর্যায়ের, কিন্তু নৈকট্যের দিক থেকে উভয়ের মাঝে তারতম্য বিদ্যমান। যেমন- আপন চাচা ও বৈমাত্রেয় চাচা, এই ক্ষেত্রে নিকটতর চাচাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিধায় আপন চাচা ওয়ারিছ হবে; বৈমাত্রেয় চাচা নয়।

**তৃতীয় অবস্থা:** উভয়েই আছাবা হওয়ার দিক থেকে সমপর্যায়ের, কিন্তু প্রজন্মের দিক থেকে ভিন্ন। যেমন- পুত্র সন্তান আর পুত্রের পুত্র সন্তান। এই ক্ষেত্রে প্রজন্মের দিক থেকে নিকটতম আছাবাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিধায় সমস্ত সম্পত্তি পুত্র পাবে।

**চতুর্থ অবস্থা:** উভয় আছাবা আছাবা হওয়ার দিক থেকে সমপর্যায়ের না হলে নিকটতর আছাবাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে- যদিও সে প্রজন্মের স্তরের দিক থেকে তার চেয়ে দূরবর্তী। কারণ অপর আছাবা যদিও প্রজন্মের স্তরের দিক থেকে মৃতব্যক্তির অধিক নিকটতর, কিন্তু সে আছাবা হওয়ার দিক থেকে অপর আছাবার তুলনায় মৃতব্যক্তির অনেক দূরের সম্পর্কের আত্মীয়। তাই পুত্রের পুত্রকে পিতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ছেলেকে আপন চাচার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

### যেসব আছাবা মীরাছের ক্ষেত্রে আপন বোনদের সঙ্গে যৌথভাবে অংশীদার হবে:

যেসব পুরুষ স্বীয় বোনদেরকে আছাবা বানায় এবং তাদেরকে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হওয়ার পথে বাধা দেয় আর এমন পুরুষ তার সাথে থাকা নারীর তুলনায় দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়- এ জাতীয় পুরুষদের সংখ্যা চার:

পুত্র, পুত্রের পুত্র[৭] ও তার চেয়েও অধস্তন যে কোনো পুরুষ, আপন ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই।

যেসকল আছাবা আছাবা হওয়ার ভিত্তিতে (অবশিষ্ট) সম্পত্তির ভাগ পাবে, তাদের বোনেরা তাদের সাথে আছাবা হবে না, আর তারা হলো: ভাইদের পুত্রগণ, চাচাগণ ও তাদের পুত্রগণ।

## ২. আছাবা বিল গাইর:

এরা হলো চারজন:

(১) এক বা একাধিক কন্যা, যে এক বা একাধিক পুত্রের মাধ্যমে আছাবা হয়, (২) পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা, যে এক বা একাধিক পুত্রের পুত্রের মাধ্যমে আছাবা হয়,

(৩) আপন এক বা একাধিক বোন, যে আপন এক বা একাধিক ভাইয়ের মাধ্যমে আছাবা হয় ও

(৪) বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন, যে বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক ভাইয়ের মাধ্যমে আছাবা হয়।

এরা সকলে একত্রে যৌথভাবে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতিতে ওয়ারিছ হতে পারবে, আছ্বহাবুল ফুরূযের অংশ বণ্টন শেষে তারা অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে। আর যদি আছ্বহাবুল ফুরূযের অংশ বণ্টন করতে যেয়ে সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তারা সকলেই বাদ পড়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পদের ওয়ারিছ হবে" এই মর্মে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন" [আন-নিসা:১১]।

[৭] অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পুত্রের পুত্র ও তার চেয়েও অধস্তন যেকোনো পুরুষ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন:

{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

“আর যদি একাধিক ভাই ও বোন একত্রে ওয়ারিছ হয়, তাহলে তারা “পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পদের ওয়ারিছ হবে” এই নীতির ভিত্তিতে সম্পদ পাবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রান্ত না হও। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবগত। [আন-নিসা: ১৭৬]

**৩.আছাবা মা’আল গাইর[৮]। এরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত:**

ক. আপন এক বা একাধিক বোন আপন এক বা একাধিক কন্যার সাথে আছাবা হবে, অথবা পুত্রের এক বা একাধিক কন্যার সাথে আছাবা হবে, অথবা তারা উভয়ে অর্থাৎ আপন বোন আপন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে একত্রে ওয়ারিছ হলে আপন বোন আছাবা হবে।[৯]

---

[৮] আছ্বাবা মা’আল গাইর এর অন্তর্ভুক্ত হলো শুধুমাত্র আপন বোন ও বৈমাত্রেয় বোন। তারা আপন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে মিলে আছ্বাবা হলেও উক্ত কন্যা বা পুত্রের কন্যা আছ্বাবা হবে না, বরং তারা আছ্বহাবুল ফুরূযের মতই নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে। আর আছ্বাবা মা’আল গাইর হওয়ার জন্য শর্ত হলো: উক্ত আপন বোনকে বা বৈমাত্রেয় বোনকে আছ্বাবাকারী ভাই থাকা যাবে না। কারণ তখন সেই বোন আছ্বাবা বিল গাইর হয়ে যাবে, আছ্বাবা মা’আল গাইর হতে পারবে না।

[৯] যদি তারা সকলেই উপস্থিত থাকে। এর উদাহরণ হলো: একদা রসূলুল্লাহ – ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – কোনো মৃতব্যক্তির একজন কন্যা, একজন পুত্রের কন্যা ও আপন বোনের মাঝে যথাক্রমে কন্যাকে মোট সম্পত্তির অর্ধেক, পুত্রের কন্যাকে এক ষষ্ঠাংশ এবং বোনকে অবশিষ্ট সম্পত্তি দেওয়ার ফায়ছ্বালা করলেন। ছ্বহীহ বুখারী, কিতাবুল ফারায়েয ৪/২৩৮/৬৭৩৬। আবূ দাউদ, কিতাবুল ফারায়েয ৩/৩১২/২৮৯০

খ. বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন – এক বা একাধিক আপন কন্যার সাথে মিলিত হয়ে আছাবা হবে। অথবা এক বা একাধিক ছেলের কন্যার সাথে মিলে আছাবা হবে। অথবা উভয়ের সাথে মিলে আছাবা হবে।[১০]

সুতরাং বোনেরা কন্যাদের সাথে বা পুত্রের কন্যাদের সাথে ও তাদের চেয়েও অধস্তন কন্যাদের সাথে সর্বদা আছাবা হবে। আছ্বহাবুল ফুরূযের নির্ধারিত অংশ ভাগ করে দেওয়ার পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি তারা পাবে। আর যদি আছ্বহাবুল ফুরুযের মাঝে সম্পত্তি বণ্টন করতে যেয়ে সমস্ত সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তারা বাদ পড়ে যাবে।[১১]

আর আপন বোন যখনই আছাবা মা'আল গাইর হবে, তখনই সে আপন ভাইয়ের ন্যায় বৈমাত্রেয় ভাই, বোন ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের[১২] আছাবাদের ওয়ারিছ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।

আর বৈমাত্রেয় বোন যখনই আছাবা মা'আল গাইর হবে, তখনই সে (মৃতব্যক্তির) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ন্যায় (মৃতব্যক্তির) ভাইদের পুত্রগণ ও তাদের পরবর্তী আছাবাদের ওয়ারিছ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক[১৩] হবে।

---

[১০] যদি তারা সকলেই উপস্থিত থাকে।

[১১] অর্থাৎ তাহলে তারা আর সম্পত্তির ভাগ পাবে না। কারণ, আছ্বাবা একমাত্র সম্পত্তির ভাগ তখনই পাবে, যখন নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টনের পরেও সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে।

[১২] অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোনদের পুত্র বা কন্যা যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের ওয়ারিছ হওয়ার পথেও এই আপন বোন প্রতিবন্ধক হবে।

[১৩] কারণ বৈমাত্রেয় বোন প্রজন্মের স্তরের দিক থেকে মৃতব্যক্তির ভাইগণের পুত্রদের চেয়ে বেশি নিকটতম আত্মীয়, তাই তার উপস্থিতিতে তার ভাইয়ের সন্তান ও তাদের পরবর্তী আছ্বাবা অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ভাইয়ের সন্তানদের অধস্তন যেকোনো পুরুষ বা নারী ওয়ারিছ হবে না।

## (২). আছাবা বিস-সাবাব[১৪]

আছাবা বিস-সাবাব হলো কৃতদাসকে আযাদকারী পুরুষ বা নারী। আর তার আছাবা তারা, যারা তার আছাবা বিন নাফস। অর্থাৎ স্বামী আর বৈপিত্রেয় ভাই ব্যতীত সকল ওয়ারিছ।

ইবনু 'আব্বাস – রদ্বিয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী – ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:

«أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

"তোমরা ওয়ারিছদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দাও। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবচে নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের জন্য"। [মুত্তাফাক্বুন আলাইহি]।[১৫]

আবূ হুরায়রা – রদ্বিয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, নাবী – ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلاهُ».

---

[১৪] এখানে আসলে আছ্বাবা বিস সাবাব বলতে শুধুমাত্র মৃতব্যক্তির এমন ওয়ারিছকে বুঝানো হয়েছে, যে মৃতব্যক্তি কোনোকালে কৃতদাস ছিল, আর তাকে তার মনীব বা অন্য কেউ ক্রয় করে বা মুকাতাবা অথবা তাদবীর বা অন্যকোনো পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে আযাদ করে দিয়েছে, এখন এই কৃতদাস মৃত্যুবরণ করার পরে যদি তার কোনো আছ্বাবা উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে দুই শ্রেণীর মানুষ তার আছ্বাবা হবে: ১. উক্ত কৃতদাসকে আযাদকারী মনীব, ২. যদি উক্ত আযাদকারী মনীবও বেঁচে না থাকেন, তাহলে উক্ত মনীবের আছ্বাবা বিন নাফস যারা হবে, তারাই আত্মীয়তার ক্রমধারায় আছ্বাবা হবে।

[১৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৭৩২, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬১৫।

“যেকোনো মুমিনের দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি হলাম আমি। যদি তোমরা চাও, তাহলে এই আয়াতটি পড়ো:

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}.

‘নবী হলেন সকল মুমিনের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।’

সুতরাং যেকোনো মুমিন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করুক না কেনো, সে কোনো সম্পত্তি রেখে গেলে তার আছাবাগণ সেই সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। আর যে মুমিন কোনো কারো থেকে ঋণ নিয়েছে অথবা কারো কোনো ক্ষতি করে গেছে, সে যেনো আমার কাছে আসে, কারণ আমিই তার অভিভাবক”। **[**মুত্তাফাক্বুন আলাইহি**]**।[১৬]

ইবনু ‘উমার – রদ্বিয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, নাবী – ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন:

«إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

“ওয়ালার সম্পর্কের মাধ্যমে ওয়ারিছ হবে আযাদকারী মনীব”। **[**মুত্তাফাক্বুন আলাইহি**]**।[১৭]

---

[১৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৩৯৯, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬১৯।

[১৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৭৫২, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৫০৪।

## ৪ – হাজ্‌ব বা বঞ্চিতকরণ

**হাজ্‌ব বা বঞ্চিতকরণ:** ওয়ারিছ হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার মীরাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে অথবা তার ভাগের দুইটি অংশের মধ্যে তুলনামূলক বড় অংশটি থেকে বাধা দেওয়ার নাম হাজ্‌ব।

হাজ্‌ব ফারায়েয শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে এই বিষয়ে অজ্ঞ, সে উপযুক্ত হকদারকে কখনো তার ভাগ থেকে বঞ্চিত করবে, আবার কখনো অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অন্যের হক্ব প্রদান করবে। আর এই দুইটি কাজেই যুলম ও গোনাহ্ রয়েছে।

### ওয়ারিছগণ (সম্পত্তি বণ্টনকালে) যখন একত্রিত হবে

**সম্পত্তি বণ্টনকালে একত্রিত হওয়া ওয়ারিছদের তিনটি অবস্থা:**

**প্রথম অবস্থা:** যখন সকল পুরুষ ওয়ারিছ উপস্থিত থাকবে, তখন ওয়ারিছ হবে শুধুমাত্র তিন জন। তারা হলো: পিতা, পুত্র ও স্বামী।

তাদের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ১২ দ্বারা: পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ- যার পরিমাণ দুই। স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ তিন। আর অবশিষ্ট সাত ভাগ সম্পত্তি ছেলে পাবে আছাবা হিসেবে।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** যখন সকল মহিলা ওয়ারিছ উপস্থিত থাকবে, তখন মাত্র পাঁচজন ওয়ারিছ হবে। তারা হলো: কন্যা, পুত্রের কন্যা, মাতা, স্ত্রী ও আপন বোন।

আর তাদের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ২৪ দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ- যার পরিমাণ চার। আর স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ- যার পরিমাণ তিন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ- যার পরিমাণ বারো। আর অবশিষ্ট এক ভাগ আছাবা হিসেবে আপন বোন পাবে।

**তৃতীয় অবস্থা:** যখন পুরুষ ও নারী উভয় ওয়ারিছ উপস্থিত থাকবে, তখন তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন ওয়ারিছ হবে। তারা হলো: মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও স্বামী অথবা স্ত্রী।

১. যদি এই পাঁচজন ওয়ারিছের একজন স্ত্রী হয়, তাহলে সম্পত্তি ২৪ দ্বারা ভাগ করতে হবে: পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমণ চার। স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ তিন। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্র ও কন্যা আছাবার ভিত্তিতে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতিতে পাবে।

২. যদি এই পাঁচজন ওয়ারিছের একজন স্বামী হয়, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ১২ দ্বারা: পিতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে, যার পরিমাণ দুই। মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে, যার পরিমাণ দুই। স্বামী এক চতুর্থাংশ পাবে, যার পরিমাণ তিন। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্র ও কন্যা আছাবার ভিত্তিতে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতিতে পাবে।

## হাজ্‌ব-এর প্রকারভেদ

**হাজ্‌ব দুই প্রকারে বিভক্ত:**

হাজ্‌ব বিল ওয়াছ্বফ... হাজ্‌ব বিশ শাখছ্ব।

**১. হাজ্‌ব বিল ওয়াছ্বফ:** কোনো ওয়ারিছ ওয়ারিছ হওয়ার পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহের কোনো একটি প্রতিবন্ধকতার বিশেষণে বিশেষিত হওয়া যেমন- দাসত্ব অথবা হত্যা অথবা ভিন্নধর্মাবলম্বী হওয়া। এই প্রতিবন্ধকতা সকল ওয়ারিছের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিধায় যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত কোনো একটি বিশেষণে বিশেষিত হবে, সে ওয়ারিছ হবে না। সে থাকা আর না থাকা একই কথা।

**২. হাজ্‌ব বিশ শাখছ্ব:** হাজ্‌ব বিশ শাখছ্ব হলো কোনো ওয়ারিছ অন্যকোনো ওয়ারিছের প্রতিবন্ধকতার কারণে তার নির্দিষ্ট ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর এই প্রকারের হাজ্‌বই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

## হাজ্‌ব বিশ শাখছ্ব-এর প্রকারভেদ

**হাজ্‌ব বিশ শাখছ্ব দুই প্রকারে বিভক্ত:**

হাজ্‌ব নুক্বছ্বান... হাজ্‌ব হিরমান।

**১. হাজ্‌ব নুক্বছ্বান:** হাজ্‌ব নুক্বছ্বান হলো কোনো ওয়ারিছ্ তার ভাগের দুইটি অংশের মধ্যে তুলনামূলক বড় অংশটির ভাগ পাওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকা। যেখানে মাহজূবের[১৮] মীরাছের অংশ হাজিবের[১৯] কারণে আংশিক হ্রাস পাবে। আর এই হাজ্‌ব বা আংশিক প্রতিবন্ধকতা সকল ওয়ারিছের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

**হাজ্‌ব নুক্বছ্বান দুই ভাগে বিভক্ত:**

**প্রথম প্রকার:** এমন হাজ্‌ব বা প্রতিবন্ধকতা, যা সংঘটিত হয় ওয়ারিছের নির্ধারিত অংশের পরিমাণ পরিবর্তনের কারণে। আর এটা চার প্রকার:

ক. মাহজূব তথা প্রতিবন্ধকতার শিকার ওয়ারিছের মীরাছের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে তুলনামূলক কম অংশের দিকে নেমে আসা। এমন ওয়ারিছ্ হলো পাঁচজন:

স্বামী-স্ত্রী, মাতা, পুত্রের কন্যা ও বৈমাত্রেয় বোন।

সন্তানের উপস্থিতিতে স্বামীর মীরাছের পরিমাণ অর্ধাংশ থেকে এক চতুর্থাংশে নেমে আসবে। সন্তানের উপস্থিতিতে স্ত্রীর মীরাছের পরিমাণ এক চতুর্থাংশ থেকে এক অষ্টমাংশে নেমে আসবে। সন্তান, ভাইগণ, অথবা বোনগণের উপস্থিতিতে মাতার অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নেমে আসবে। পুত্রের কন্যার মীরাছের পরিমাণ একজন কন্যার উপস্থিতিতে অর্ধাংশ থেকে

---

[১৮] এখানে মাহজূব বলতে সেই ওয়ারিছকে বুঝানো হয়েছে, যে নিজ ভাগ হতে আংশিক বঞ্চিত হয়েছে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ওয়ারিছের কারণে।

[১৯] মীরাছের নির্ধারিত অংশের পুরোপুরি ভাগ পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ওয়ারিছ অথবা এমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ওয়ারিছ, যার কারণে অন্য কোনো ওয়ারিছ তার নির্ধারিত অংশের আংশিক ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এক ষষ্ঠাংশে নেমে আসবে। আর একজন আপন বোনের উপস্থিতিতে বৈমাত্রেয় বোনের মীরাছের পরিমাণ অর্ধাংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নেমে আসবে।

খ. কোনো ওয়ারিছের মীরাছ আছাবার স্তর থেকে তুলনামূলক কম অংশের[২০] দিকে নেমে আসা। আর এই হাজ্‌ব সংঘটিত হয় পিতা ও পিতার অনুপস্থিতিতে দাদার ক্ষেত্রে। যেমন- পুত্র ও পুত্রের পুত্রের উপস্থিতিতে পিতার মীরাছের পরিমাণ আছাবার স্তর থেকে নেমে এক ষষ্ঠাংশে নেমে আসা।

গ. কোনো ওয়ারিছের মীরাছের পরিমাণ নির্ধারিত অংশ থেকে তুলনামূলক কম অংশবিশিষ্ট আছাবার[২১] স্তরে নেমে আসা।

এই প্রকারের হাজ্‌ব সংঘটিত হয় ঐ সকল ওয়ারিছের ক্ষেত্রে, যারা মোট সম্পত্তির অর্ধাংশের অধিকারী হয়, এমন ওয়ারিছদের সংখ্যা চারজন: কন্যা, পুত্রের কন্যা, আপন বোন ও বৈমাত্রেয় বোন। এই হাজ্‌ব ঐ সময় সংঘটিত হবে, যখন উক্ত ওয়ারিছদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের ভাইও উপস্থিত থাকবে, আর তখন তারা আছাবা বিল গাইর হবে।

ঘ. কোনো ওয়ারিছের মীরাছের পরিমাণ অধিক অংশবিশিষ্ট আছাবার স্তর থেকে কম অংশবিশিষ্ট আছাবার স্তরে নেমে আসা।

আর এই হাজ্‌ব সংঘটিত হয় আছাবা মা'আল গাইরের ক্ষেত্রে, এমন ওয়ারিছগণ সংখ্যায় দুইজন:

আপন এক বা একাধিক বোন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে ওয়ারিছ হলে। আর বৈমাত্রেয় এক বা একাধিক বোন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে ওয়ারিছ হলে। বিধায়, আপন বা বৈমাত্রেয় বোন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে ওয়ারিছ হলে আছাবার ভিত্তিতে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে, যার পরিমাণ মোট সম্পত্তির

---

[২০] অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছ আছ্বাবার ভিত্তিতে সম্পদ পেলে বেশি পেত, কিন্তু প্রতিবন্ধকতার কারণে আছহাবুল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার ভাগের পরিমাণ আরো কমে গেছে।

[২১] অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছ নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ভাগ পেলে বেশি পেত, আছ্বাবা হওয়ার কারণে বরং তার ভাগের পরিমাণ আরো কম হয়েছে।

অর্ধাংশ[২২]। আর যদি তার সাথে তার ভাই থাকে, তাহলে “পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে” এই নীতির ভিত্তিতে তারা উভয়ে সম্পত্তি পাবে।

**দ্বিতীয় প্রকার:** এমন হাজ্ব বা প্রতিবন্ধকতা, যা সংঘটিত হয় সমপর্যায়ের অধিক সংখ্যক ওয়ারিছ জড়ো হওয়ার কারণে। এই ধরনের হাজ্ব তিন প্রকারে বিভক্ত:

**ক. নির্ধারিত অংশে জড়ো হওয়া:** এটা সাত প্রকারের ওয়ারিছদের ক্ষেত্রে হতে পারে, তারা হলো:

দাদা, স্ত্রী, কন্যাগণ, পুত্রের কন্যাগণ, আপন বোনগণ, বৈমাত্রেয় বোনগণ, বৈপিত্রেয় ভাইগণ ও বৈপিত্রেয় বোনগণ। যেমন- দুই বা ততোধিক কন্যা অথবা দুই বা ততোধিক বোনের দুই তৃতীয়াংশে জড়ো হওয়া।

**খ. আছাবার ক্ষেত্রে জড়ো হওয়া:** এই হাজ্ব সর্বপ্রকারের আছাবার মাঝেই সংঘটিত হয়। যেমন- পুত্রগণ, ভাইগণ ও চাচাগণ। যেমন- দুই বা ততোধিক পুত্র অথবা দুই বা ততোধিক ভাই অথবা দুই বা ততোধিক চাচা মীরাছে জড়ো হওয়া।

**গ. আওলের ক্ষেত্রে জড়ো হওয়া:** এই হাজ্ব সংঘটিত হয় আছ্হাবুল ফুরূযের মাঝে, যখন তারা অনেকেই জড়ো হয়। এ ব্যাপারে অচিরেই আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

## ২. হাজ্ব হিরমান:

হাজ্ব হিরমান হলো কোনো ওয়ারিছ অন্য ওয়ারিছকে তার সম্পূর্ণ ভাগ থেকে বঞ্চিত করবে। এই হাজ্ব ৬জন ব্যতীত সকল ওয়ারিছের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হতে পারে। সেই ৬জন হলো:

পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী ও স্ত্রী।

---

[২২] কারণ আপন কন্যার নির্ধারিত অংশ হলো মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ, আর আপন কন্যা না থাকলে পুত্রের কন্যার নির্ধারিত অংশও হলো অর্ধাংশ। আর যদি তিনজনই একত্রে উপস্থিত থাকে, তাহলে আপন কন্যা পাবে অর্ধেক, পুত্রের ঘরের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে আপন বোন আছ্বাবার ভিত্তিতে।

হাজ্‌ব হিরমান দুইটি মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে সংঘটিত হবে:

১. প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয়েছে ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে, যার উপস্থিতিতে ঐ ব্যক্তি ওয়ারিছ হতে পারে না। যেমন- পুত্রের পুত্র পুত্রের উপস্থিতিতে ওয়ারিছ হতে পারে না। তবে বৈপিত্রেয় সন্তানগণের কথা ভিন্ন, তারা (বৈপিত্রেয় সন্তানগণ) স্বীয় মাতার সঙ্গে ওয়ারিছ হবে, যদিও তারা তারই (মাতার) মাধ্যমে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয়েছে।

২. মীরাছ বণ্টনে নিকটতম আত্মীয়কে তুলনামূলক দূরবর্তী আত্মীয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, বিধায় আপন পুত্র ভাইয়ের পুত্রের জন্য প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি ওয়ারিছগণ প্রজন্মের স্তরের দিক থেকে সমপর্যায়ের হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আত্মীয়কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। যেমন- আপন ভাই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্য প্রতিবন্ধক হবে।

## মাহজূব[২৩] ও মাহরূম-এর মাঝে পার্থক্য

১. মাহরূম ব্যক্তি মূলত ওয়ারিছ হওয়ারই যোগ্য নয়। যেমন- হত্যাকারী। কিন্তু মাহজূব ব্যক্তি আসলে ওয়ারিছ হওয়ার যোগ্য, তবে তার চেয়েও অধিক উপযুক্ত কোনো ওয়ারিছের উপস্থিতির কারণে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

২. মাহরূম ব্যক্তি কোনোভাবেই অন্য ওয়ারিছকে বঞ্চিত করতে পারে না। কারণ তার থাকা না থাকা একই, তাই সে অন্যকোনো ওয়ারিছকে বঞ্চিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে মাহজূব ব্যক্তি কখনো কখনো ওয়ারিছ না হয়েও অন্য ওয়ারিছকে বঞ্চিত করতে পারে। যেমন- মাতা-পিতার সাথে উপস্থিত ওয়ারিছ ভাইগণ, তারা পিতার উপস্থিতির কারণে ওয়ারিছ না হয়েও মাতার মীরাছের অংশকে এক তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে আনতে পারে।

---

[২৩] সহজভাবে বললে এখানে মাহরূম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চিরবঞ্চিত ওয়ারিছ, আর মাহজূব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাময়িকভাবে বঞ্চিত ওয়ারিছ।

## যেসকল ওয়ারিছ তাদের ভাগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে, তারা সাতজন

১. দাদা পিতা দ্বারা।

২. দাদী-নানীগণ মাতা দ্বারা।

৩. পুত্রের পুত্র পুত্র দ্বারা।

৪. পুত্রের কন্যাগণ দুইজন কন্যা ও একজন পুত্র দ্বারা।

৫. বৈমাত্রেয় বোনগণ আপন দুই বা ততোধিক বোন ও আপন এক ভাই দ্বারা।

৬. সর্বপ্রকার ভাইগণ[২৪] পুত্র, পুত্রের পুত্র, পিতা ও দাদা দ্বারা।

৭. আর বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনগণ অধস্তন কোনো ওয়ারিছ দ্বারা এবং ঊর্ধ্বতন কোনো পুরুষ দ্বারা।

### হাজ্ব হিরমান বিশ শাখছ্ব-এর মূলনীতিসমূহ:

১. প্রত্যেক ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছ তার ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, যদি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছ তার সমলিঙ্গের[২৫] ঊর্ধ্বতন আত্মীয় হয়। সুতরাং পিতা দাদাদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, মাতা দাদী-নানীগণের জন্য প্রতিবন্ধক হবে...এভাবেই চলতে থাকবে।

২. প্রত্যেক অধস্তন পুরুষ ওয়ারিছ তার অধস্তন ওয়ারিছদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, চাই উক্ত অধস্তন ওয়ারিছ তার সমলিঙ্গের[২৬]আত্মীয় হোক বা না হোক। বিধায়, পুত্র পুত্রের পুত্র ও পুত্রের কন্যার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। আর অধস্তন নারী ওয়ারিছ একমাত্র তার অধস্তন নারী ওয়ারিছদের জন্যই

---

[২৪] অর্থাৎ আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই।

[২৫] এখানে বংশীয় বলতে এমন ব্যক্তিসত্তাকে বুঝানো হয়েছে, যে সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের রক্তের আত্মীয়।

[২৬] অর্থাৎ উক্ত অধস্তন পুরুষ ওয়ারিছের চেয়েও যারা অধস্তন, চাই তারা উক্ত অধস্তন পুরুষ ওয়ারিছের রক্তের আত্মীয় হোক বা না হোক।

প্রতিবন্ধক হতে পারে। যেমন- কন্যাগণ, যখন তারা দুই তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণরূপে পাবে, তখন তারা তাদের অধস্তন নারী ওয়ারিছদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে। যেমন- পুত্রের কন্যাগণ, তবে তারা তাদের ভাইদের দ্বারা আছাবা হলে তা ভিন্ন কথা, তখন তারা অবশিষ্ট সম্পত্তি আছাবার ভিত্তিতে পাবে।

৩. প্রত্যেক ঊর্ধ্বতন[২৭] ও অধস্তন[২৮] ওয়ারিছ হাওয়াশী[২৯] আত্মীয়-স্বজনের জন্য প্রতিবন্ধক হবে।

৪. ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছগণ: তারা হলো পিতা-মাতা। অধস্তন ওয়ারিছগণ: তারা হলো পুত্র ও কন্যা। পার্শ্ববর্তী আত্মীয় ওয়ারিছগণ: তারা হলো আপন ভাই ও বোনগণ অথবা বৈমাত্রেয় ভাই, বোন ও তাদের পুত্রগণ, বৈপিত্রেয় ভাইগণ, আপন চাচা অথবা বৈমাত্রেয় চাচা ও তাদের পুত্রগণ।

৫. ঊর্ধ্বতন অথবা অধস্তন নারী ওয়ারিছগণ পার্শ্ববর্তী কোনো আত্মীয়ের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। তবে একমাত্র অধস্তন নারী ওয়ারিছগণ বৈপিত্রেয় ভাইদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে। উক্ত অধস্তন নারী ওয়ারিছ হচ্ছে কন্যা ও পুত্রের কন্যাগণ।

৬. হাওয়াশী তথা পার্শ্ববর্তী আত্মীয়গণের মধ্যে যে-ই আছাবার ভিত্তিতে ওয়ারিছ হবে, সে-ই তার চেয়ে নিচের আত্মীয়ের জন্য প্রতিবন্ধক হবে- চাই যে দিক থেকেই নিচের দিকে হোক না কেন- প্রজন্মের স্তরের দিক থেকে হোক অথবা আত্মীয়তার নৈকট্যের দিক থেকে হোক অথবা শক্তির দিক থেকে হোক।

সুতরাং বৈমাত্রেয় ভাই “আপন ভাই ও আপন আছাবা মা’আল গাইর বোনের[৩০]” কারণে বাদ পড়ে যাবে। আপন ভাইয়ের পুত্র আপন ভাই,

---

[২৭] পিতা, দাদা, মা, নানী ইত্যাদি।

[২৮] পুত্র, কন্যা, নাতি ইত্যাদি।

[২৯] ভাই-ভাতিজা, চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি।

[৩০] এখানে আপন বোনের সাথে আছ্বাবা মা’আল গাইর শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে, বোন যদি আছ্বাবা মা’আল গাইর না হয়, তাহলে সে হাজিব তথা প্রতিবন্ধক হবে না। এমনিভাবে অন্যান্যস্থানেও “আছ্বাবা মা’আলা গাইর” শব্দটি একই কারণে যুক্ত করা হয়েছে, যেমনটি পরবর্তী আলোচনাতেই দেখা যাবে।

আছাবা মা'আল গাইর বোন, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈমাত্রেয় আছাবা মা'আল গাইর বোনের কারণে বাদ পড়ে যাবে। আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র পূর্ববর্তী চারজন[৩১] ও আপন ভাইয়ের পুত্রের কারণে বাদ পড়ে যাবে।

আপন চাচা পূর্ববর্তী পাঁচজন ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কারণে বাদ পড়ে যাবে।

বৈমাত্রেয় চাচা পূর্ববর্তী ছয়জন ও আপন চাচার কারণে বাদ পড়ে যাবে।

আপন চাচার পুত্র পূর্ববর্তী সাতজন ও বৈমাত্রেয় চাচার কারণে বাদ পড়ে যাবে।

বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র পূর্ববর্তী আটজন ও আপন চাচার পুত্রের কারণে বাদ পড়ে যাবে।

আর বৈপিত্রেয় ভাইগণ অধস্তন ওয়ারিছ ও ঊর্ধ্বতন পুরুষ ওয়ারিছের কারণে বাদ পড়ে যাবে।

৭. ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছদের জন্য একমাত্র ঊর্ধ্বতন ওয়ারিছগণ ব্যতীত আর কেউ প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। আর অধস্তন ওয়ারিছদের জন্য একমাত্র অধস্তন ওয়ারিছগণ ব্যতীত আর কেউ প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আত্মীদের জন্য ঊর্ধ্বতন, অধস্তন ও পার্শ্ববর্তী আত্মীয়গণ সকলেই প্রতিবন্ধক হবে।

৮. দাসমুক্তকারী পুরুষ বা নারী মৃতব্যক্তির নিকটাত্মীয় আছাবা দ্বারা বাদ পড়ে যাবে।

## হাজ্ব হিরমানের দিকে লক্ষ্য করে ওয়ারিছদের প্রকারভেদ:

হাজ্ব হিরমানের দিকে লক্ষ্য করে ওয়ারিছগণ চার ভাগে বিভক্ত:

১. এমন প্রকারের ওয়ারিছগণ, যারা অন্যদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, কিন্তু তারা নিজেরা প্রতিবন্ধকতার শিকার হবে না। তারা হলো, মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়ে।

---

[৩১] অর্থাৎ আপন ভাই, আপন আছ্বাবা মা'আল গাইর বোন, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈমাত্রেয় আছ্বাবা মা'আল গাইর বোন।

২. এমন প্রকারের ওয়ারিছগণ, যাদের ওয়ারিছ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক আছে, কিন্তু তারা কারোর জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তারা হলো বৈপিত্রেয় ভাইগণ।

৩. এমন প্রকারের ওয়ারিছগণ, যারা অন্যদের জন্যে প্রতিবন্ধক নয় আর তাদেরকেও বাধাদানকারী কোনো ওয়ারিছ নেই। তারা হলো, স্বামী-স্ত্রী।

৪. এমন প্রকারের ওয়ারিছগণ, যারা নিজেরাও অন্যদের জন্য প্রতিবন্ধক, আবার অন্যরাও তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়। তারা হলো, অবশিষ্ট সকল ওয়ারিছ।

## ৫. তা'ছ্বীলুল মাসাইল[৩২]

### সম্পত্তি বণ্টনের মূল সংখ্যা (এমন মৌলিক সংখ্যা, যা উত্তরাধিকারদের মাঝে তাদের নির্ধারিত অংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে সমানভাবে বিভাজ্য হয়) নির্ধারণ

**তা'ছ্বীল:** এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয়কে তা'ছ্বীল বলা হয়, যার মাধ্যমে ভগ্নাংশবিহীন ভাজ্য নির্গত হতে পারে।

**তা'ছ্বীলের ফায়দা:** এর মাধ্যমে ভাজ্যগুলো সম্পর্কে জানা যায় এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো বণ্টন করা সহজ হয়।

**ওয়ারিছদের বিভিন্ন অংশের ভাজ্য নির্ণয়:**

ওয়ারিছদের ভিন্নতার কারণে প্রতিটি ভাজ্য বিভিন্ন হয়, যেমনটি এখানে বর্ণনা করা হলো:

---

[৩২] ফারায়েয শাস্ত্রে মূল মাসআলা বা মাসআলার মৌলিক সংখ্যা বলতে এমন ভাজ্যকে বুঝানো হয়, যা সকল ওয়ারিছের মাঝে তাদের নির্ধারিত অংশের আনুপাতিক হারে বণ্টনযোগ্য। এখানে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের প্রয়োজন এই জন্য যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টনের সময় এমন মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, যা দ্বারা পুরো সম্পত্তি ওয়ারিছদের মাঝে তাদের অংশের আনুপাতিক হারে বণ্টন করা যায়। মূল মাসআলা বা মাসআলা বলতেও এমন ভাজ্যকেই বুঝানো হয়েছে।

১. যদি ওয়ারিছগণ সকলেই আছাবা হয়, তাহলে ভাজ্য তাদের সংখ্যা অনুযায়ী হবে। তবে যদি তাদের সাথে নারীগণও থাকে, তাহলে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতির ভিত্তিতে তাদের মাঝে সম্পত্তি বণ্টিত হবে।

বিধায়, যখন কোনো ব্যক্তি একজন পুত্র ও একজন কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তখন ভাজ্য নির্ণয় করা হবে তাদের সংখ্যা তিন দ্বারা: পুত্র পাবে দুই ভাগ, কন্যা পাবে এক ভাগ।

২. যদি মাসআলায় নির্ধারিত অংশের একজন ওয়ারিছ থাকে আর একজন আছাবা থাকে, তাহলে ভাজ্য নির্ণয় করা হবে নির্ধারিত অংশের ওয়ারিছের মূলসংখ্যা (হর) অনুযায়ী। যেমন কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী ও একজন পুত্র রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে ভাজ্য নির্ণয় করা হবে ৮ সংখ্যা দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ- যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্র পাবে আছাবার ভিত্তিতে।

৩. যদি কোনো মাসআলায় শুধুমাত্র আছ্হাবুল ফুরূয থাকে, অথবা যদি তাদের সাথে আছাবাও থাকে, তাহলে নির্ধারিত অংশগুলোর মূলসংখ্যাগুলো (হর) চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে; সেগুলো হলো- মুমাছালাহ, মুদাখালাহ, মুওয়াফাক্বাহ, মুবায়ানাহ[৩৩]। নির্ণীত ফলাফলই হবে মূল মাসআলা (ভাজ্য)।

নির্ধারিত অংশগুলো হলো: অর্ধাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক অষ্টমাংশ, এক তৃতীয়াংশ, দুই তৃতীয়াংশ ও এক ষষ্ঠাংশ।

দুটি মুতামাছিল[৩৪] সংখ্যার মধ্যে যেকোনো একটি সংখ্যা দ্বারাই মাসআলা নির্ণয় করা যাবে। যেমন- $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{২}$

[৩৩] সামনে এগুলোর পরিচয় আসছে।

[৩৪] **মুতামাসিল** এর অর্থ হলো হুবহু একই সংখ্যা হওয়া। যেমন- ২ ও ২, ৪ ও ৪, ৬ ও ৬ ইত্যাদি। **মুতাদাখিল** এর অর্থ হলো মিশ্র সংখ্যা। যেমন, ৪, ৮ – ৩, ৬ ইত্যাদি। অর্থাৎ এমন দুই বা ততোধিক সংখ্যা, যেই সংখ্যাগুলোর বড় সংখ্যাটিকে ছোট সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করা যায়। **মুতাওয়াফিক** এর অর্থ হলো এমন দুই বা ততোধিক সংখ্যা, যেগুলোর একটিকে অপরটি দ্বারা ভাগ করা যায় না, কিন্তু সংখ্যাগুলোর একটি সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক থাকে। যেমন, ৬, ৮ সংখ্যা দুটির কোনো একটিকে অপরটি দ্বারা সমান ভাগে ভাগ করা যায় না, কিন্তু সংখ্যা দুটির একটি সাধারণ উৎপাদক আছে, আর সেই উৎপাদক হলো ২, যা ৬ ও ৮ উভয় সংখ্যাকেই

দুটি মুতাদাখিল সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি দ্বারা মাসআলা নির্ণয় করতে হবে। যেমন- $\frac{১}{৬}$, $\frac{১}{৩}$

দুটি মুতাওয়াফিক্ব সংখ্যার ক্ষেত্রে – উভয় সংখ্যার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক সংখ্যা গ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত সাধারণ উৎপাদক সংখ্যা দ্বারা যেকোনো একটি মুতাওয়াফিক্ব সংখ্যাকে ভাগ করে নির্ণীত ভাগফল দ্বারা অপর মুতাওয়াফিক্ব সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। নির্ণীত গুণফলই হলো মূল মাসআলা (ভাজ্য)। যেমন- $\frac{১}{৮}$, $\frac{১}{৬}$

দুটি মুতাবায়িন সংখ্যার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি দ্বারা গুণ করতে হবে। নির্ণীত গুণফলই হলো মূল মাসআলা। যেমন- $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$

**আছ্হাবুল ফুরূযের মূল মাসআলা (ভাজ্য) হলো যথাক্রমে সাতটি:**

দুই, তিন, চার, ছয়, আট, বারো, চব্বিশ।

যদি আছ্হাবুল ফুরূযের অংশ বণ্টনের পরেও সম্পত্তি বেঁচে থাকে, কিন্তু কোনো আছাবা না থাকে, তাহলে অবশিষ্ট সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য সকলকে তাদের নির্ধারিত অংশের আনুপাতিক হারে পুনরায় বণ্টন করে দেওয়া হবে। যেমন- কোনো মহিলা স্বামী ও কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে সম্পত্তি ভাগ করতে হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ এক। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে এবং পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কন্যা পাবে। এভাবেই অন্যান্য রদ্দ-এর মাসআলা নির্ণীত হবে।

**দু'টি সংখ্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ৪ ধরনের:**

মুমাছালাহ, মুদাখালাহ, মুওয়াফাক্বাহ, মুবায়ানাহ।[৩৫]

---

সমান ভাগে ভাগ করতে পারে। আর এই উৎপাদককে আরবী ভাষায় ওয়াফক্ব বলা হয়।

[৩৫] এগুলোকে তামাছুল, তাদাখুল, তাওয়াফুক্ব ও তাবায়ুনও বলে। **তামাছুল** বলা হয় এমন দু'টি সংখ্যাকে, যার একটি অপরটির সমান। যেমন- ৩ ও ৩, ৫ ও ৫। **তাদাখুল**

**মুমাছালাহ হলো**: দুইটি সংখ্যা পরিমাণের দিক থেকে এক হওয়া। যেমন ৪ – ৪

**মুদাখালাহ হলো:** দুইটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি তুলনামূলক ছোট সংখ্যাটির মধ্যে কোনো ভগ্নাংশ ছাড়াই সমানভাবে বিভাজিত হওয়া। যেমন- ৪ – ৮।

**মুওয়াফাক্বাহ হলো:** দুটি সংখ্যা একটি অংশের দিক থেকে পরস্পর মিলে। কিন্তু বড় সংখ্যাটি তুলনামূলক ছোট সংখ্যাটির মধ্যে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না। যেমন- ৪ – ৬।

**মুবায়ানাহ হলো:** এক আর দুই ব্যতীত অন্যসকল পারস্পরিক দুইটি সংখ্যার সম্পর্ক। যেমন- ২ – ৩, ৪ – ৫, ৬ – ৭, ৮ – ৯ ইত্যাদি।

**উক্ত চার সম্বন্ধ ব্যবহারের পদ্ধতি:**

এ সম্বন্ধগুলো ব্যবহার হবে ওয়ারিছদের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে, মাসআলাগুলোর (প্রাপ্যগুলোর) সম্পর্ক লক্ষ্য করে, নির্ধারিত অংশগুলোর একটি পূর্ণ সংখ্যার সাথে অপর পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত বা সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে।

আর মুওয়াফাক্বাহ ও মুবায়ানাহ বিশেষভাবে ব্যবহার হবে ওয়ারিছদের সংখ্যা ও তাদের প্রাপ্য অংশের প্রতি লক্ষ্য করে এবং ওয়ারিছদের প্রাপ্য অংশসমূহ ও মাসআলাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে।

বিধায়, মুতামাছিল সংখ্যাগুলোর যেকোনো একটি সংখ্যা গ্রহণ করা হবে। মুতাদাখিল সংখ্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি গ্রহণ করতে হবে। আর মুওয়াফিক্ব সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক দ্বারা

---

বলা হয় এমন দুই সংখ্যাকে, যার একটি অপেক্ষা অন্যটি বড়, তবে ছোট সংখ্যাটি দ্বারা বড়টি বিভাজ্য। যেমন- ৫ ও ২০ বা ৪ ও ২০। ৪ বা ৫ দ্বারা ২০-কে ভাগ করলে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। ভাগ মিলে যায়। **তাওয়াফুক্ব** বলা হয় এমন দুই সংখ্যাকে, যার ছোটটি দ্বারা বড়টিকে ভাগ করা যায় না বটে, তবে তৃতীয় কোনো সংখ্যা দ্বারা উভয়টিকে ভাগ করা যায়। যেমন- ৮ ও ২০। উভয় সংখ্যাকে ৪ দ্বারা ভাগ করা যায়। এমনিভাবে ৬ ও ৮-কে ভাগ করা যায় ২ দ্বারা। তাবায়ুন বলা হয় যে দুই সংখ্যার অপর কোনো ভাজক নেই, তাকে তাবায়ুন বলা হয়। যেমন- ৯ ও ১০, ৮ ও ১১, ৫ ও ৯। [ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল (ইফাবা), পৃ. ৬৬]

যেকোনো মুওয়াফিক্ব সংখ্যাকে ভাগ করে নির্ণীত ভাগফল দ্বারা অন্য যেকোনো মুওয়াফিক্ব সংখ্যাকে গুণ করতে হবে। নির্ণীত গুণফলই হলো মূল মাসআলা। আর মুবায়িন এর ক্ষেত্রে একটি সংখ্যাকে অপর সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে।

## ইনকিসার ও ইনক্বিসাম

**ইনক্বিসাম হলো:** ওয়ারিছদের ভাগসমূহ সকল ওয়ারিছের মধ্যে ভগ্নাংশবিহীন সমানভাগে বিভাজিত হওয়া।

**ইনকিসার হলো:** ওয়ারিছদের ভাগসমূহ সকল ওয়ারিছের মধ্যে বা কিছু ওয়ারিছের মধ্যে সমানভাগে ভগ্নাংশহীনভাবে বিভাজিত না হওয়া।

**একাধিক ভগ্নাংশের দিক দিয়ে ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের মূলসংখ্যাগুলোর প্রকারভেদ:**

একাধিক ভগ্নাংশের দিক দিয়ে ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের মূলসংখ্যাগুলো চার ভাগে বিভক্ত:

১. এমন মৌলিক সংখ্যা, যাতে ভগ্নাংশ কল্পনা করা যায় না। ওয়ারিছদের শুধুমাত্র এক জাতীয় দল ছাড়া আর কারোর ক্ষেত্রে এটা বিদ্যমান থাকতে পারে না। আর এই মৌলিক সংখ্যাটি হলো ২।

২ - এমন মৌলিক সংখ্যা, যার ভগ্নাংশ ওয়ারিছদের দুই জাতীয় বা তার চেয়েও কম সংখ্যক দলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকতে পারে। আর সেই মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো ৩, ৪, ৮, ১৮, ৩৬।

৩ - এমন মৌলিক সংখ্যা, যার ভগ্নাংশ ওয়ারিছদের তিন জাতীয় দলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকতে পারে। আর সেই সংখ্যাটি হলো ৬।

৪. এমন মৌলিক সংখ্যা, যার ভগ্নাংশ ওয়ারিছদের চারটি দলের ক্ষেত্রে থাকতে পারে। আর সেই সংখ্যাগুলো হলো ১২ ও ২৪।

## যখন ওয়ারিছদের একটি দলের অংশের মধ্যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে, তখন তাছ্বহীহ[৩৬] করার পদ্ধতি:

আমাদেরকে ওয়ারিছদের সংখ্যা ও তাদের প্রাপ্য অংশের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যে, এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কীসের? মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক নাকি মুওয়াফাক্বাহ-এর সম্পর্ক?

যদি উভয়টির মধ্যে মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে আমরা ওয়ারিছদের সংখ্যাকে ঠিক রেখে উক্ত সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করব। আর যদি উভয়টির মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ-এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে ওয়ারিছদের সংখ্যার উৎপাদককে মূল মাসআলার সাথে গুণ করব। এই ক্ষেত্রে ওয়ারিছদের সংখ্যা বা তাদের সংখ্যার উৎপাদকটি ওয়ারিছদের ভাগের একটি অংশ বলে বিবেচিত হবে। তারপর সেটা দিয়ে মূল মাসআলাকে গুণ করব। নির্ণীত গুণফলই হলো সংশোধিত মাসআলা। এরপরে আমরা মূল মাসআলা (সংশোধিত মাসআলার পূর্বের মাসআলা) হতে প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্ত অংশকে ওয়ারিছদের ভাগের উক্ত অংশের সাথে গুণ করব। এখন একজন ওয়ারিছের অংশই হবে গুণ করার পূর্বে দলের সম্মিলিত অংশের সমান, মাসআলার চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলো:

**٢ × ... ٦ ... = ... ١٢**

**মা** أم ... **١** ... **٢**

**পুত্রগণ ١٠** أبناء ... **٥** ... **١٠**

---

[৩৬] তাছ্বহীহ-এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধকরণ। আর ফারায়েযের পরিভাষায় তাছ্বহীহ-এর অর্থ হচ্ছে একাধিক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ দেখা দিলে এমন কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা অংশ বের করা, যা দ্বারা অংশীদারদের অংশসমূহ ভগ্নাংশ ছাড়াই সঠিকভাবে মিলে যায়। সম্পত্তি বণ্টনে অনেক সময় এরূপ বিশুদ্ধকরণ বা মূলরাশি (=হর=ভাজক)-কে ভেঙ্গে এমন কোনো সংখ্যা বের করতে হয়, যা দ্বারা ভাগ মিলে যায়। কোথায় তাছ্বহীহ-এর প্রয়োজন এবং কোথায় প্রয়োজন নেই, তা বোঝাতে হলে ৭টি মূলনীতি জানা প্রয়োজন। তন্মধ্যে ৩টি নিয়ম প্রাপ্ত অংশ ও ওয়ারিছগণের সংখ্যা হিসেবে। আর ৪টি কেবল ওয়ারিছগণের সংখ্যা হিসেবে স্থিরীকৃত। [ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল (ইফাবা), পৃ. ৬৬]

উক্ত চিত্রে লেখক যেই মাসআলাটি তুলে ধরেছেন, তা হলো– কোনো এক ব্যক্তি একজন মাতা ও দশজন পুত্রকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ছয় দ্বারা, মাতা এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক। আর পুত্রগণ পাবে অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ। কিন্তু পুত্রদের সংখ্যা দশজন হওয়ায় পাঁচ ভাগ তাদের মধ্যে সমানভাগে বণ্টন করা সম্ভব নয়, তাই এখানে আমরা ওয়ারিছদের যেই দলের সম্পত্তি সমানভাগে বিভাজ্য হয়নি, তাদের সংখ্যা দশ ও মূল মাসআলা ছয়-এর মাঝে মুওয়াফাক্বাহ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় ওয়ারিছদের সংখ্যা দশ-এর উৎপাদক দ্বারা মূল মাসআলা ৬কে গুণ করলাম। গুণফল ১২ হলো এখন সংশোধিত মাসআলা। এখন ১২ হতে এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ দুই ভাগ পাবে মাতা, আর অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ – যার পরিমাণ দশ – পাবে দশজন পুত্র।

**٢ × ... ٢ ... = ... ٤**

**কন্যা بنت ... ١ ... ٢**

**চাচা عم ... ١ ... ١**

**চাচা عم ... ١ ... ١**

এই চিত্রে লেখক যেই মাসআলাটি তুলে ধরেছেন, তা হলো – কোনো ব্যক্তি এক কন্যা ও দুই চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে দুই দ্বারা। যেখানে কন্যা পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে দুই চাচা। কিন্তু দুই চাচার মধ্যে এক অংশ সমানভাগে বিভাজিত হয় না। তাই এখানে আমরা ওয়ারিছদের যেই দলের সম্পত্তি সমানভাগে বিভক্ত হয়নি, তাদের সংখ্যা দুই ও মূল মাসআলা দুই-এর মাঝে বিদ্যমান মুমাছালাহ-এর সম্পর্ক থাকায় ওয়ারিছদের সংখ্যা দুই দ্বারা মূল মাসআলা দুইকে গুণ করলাম। এখন নির্ণীত গুণফল চারই হলো সংশোধিত মাসআলা। এখন অর্ধেক সম্পদ দুই ভাগ পাবে কন্যা, আর অবশিষ্ট দুই ভাগ পাবে দুই চাচা।

## যখন ওয়ারিছদের একাধিক দলের অংশের মধ্যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে, তখন তাছ্হীহ করার পদ্ধতি:

যদি ওয়ারিছদের একাধিক দলের অংশের মধ্যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায়, তাহলে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করব:

**প্রথমত:** ওয়ারিছদের সংখ্যা ও তাদের প্রাপ্য অংশের দিকে লক্ষ্য করব যে, এতদুভয়ের মাঝে মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক নাকি মুওয়াফাক্বাহ-এর?

**দ্বিতীয়ত:** ওয়ারিছদের যেই একাধিক দলের প্রাপ্য অংশের মধ্যে ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে, সেই একাধিক দলগুলোর সংখ্যার (ব্যক্তি সংখ্যা) মধ্যে পুর্বে বর্ণিত চারটি অনুপাতের কোন অনুপাত আছে, সে বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে।

১. সুতরাং এখন আমরা দেখব, যাদের প্রাপ্য অংশের মধ্যে ভগ্নাংশ বিদ্যমান, তাদের মাথাপিছু সংখ্যা আর তাদের প্রাপ্য অংশের মধ্যে কোন অনুপাত বা কোন সম্পর্ক আছে। যদি উভয়টির মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ-এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে আমরা তাদের সংখ্যার উৎপাদকটি নির্ণয় করে নিব। আর যদি উভয়টির মধ্যে মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে আমরা তাদের সংখ্যা ঠিক যেভাবে আছে, সেভাবেই রাখব।

২. এরপরে আমরা দেখব ওয়ারিছদের উভয় দলের সংখ্যার মধ্যে চারটি সম্পর্কের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান, এখন এখানে যেহেতু উভয় দলের সংখ্যার মধ্যে মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই আমরা একদলের সংখ্যা চার দ্বারা অন্যদলের সংখ্যা তিনকে সরাসরি গুণ করব **৪×৩ = ১২**

৩. এরপরে আমরা নির্ণীত গুণফল ১২কে – যা মূলত ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশেরই আংশিক ভাগ – মূল মাসআলা ৪-এর সাথে গুণ করব, **১২×৪=৪৮।**

৪. এরপরে আমরা মূল মাসআলা (সংশোধিত মাসআলার পূর্বের মাসআলা) হতে "প্রত্যেক দলের প্রাপ্য অংশকে" তাদের নির্ধারিত অংশের আংশিক ভাগের সাথে গুণ করব, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৫. এরপরে আমরা প্রত্যেক দলের প্রাপ্য অংশ সংশ্লিষ্ট দলের ওয়ারিছদেরকে মাথাপিছু বণ্টন করে দিব, আর এই জন্য প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ নির্ণয় করে নিতে হবে। সুতরাং আমরা স্ত্রীগণের প্রাপ্য অংশ ১২ তাদের মাথাপিছু

সংখ্যা (৩) অনুসারে প্রত্যেককে ৪ ভাগ করে প্রদান করব আর চাচাদেরকেও এভাবেই বণ্টন করে দিব:

মাসআলাটির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

**٤٨ ... = ... ٤ ... × ١٢**

**٤ /١٢ ... ١ ... زوجات স্ত্রী ৩**

**٩ /٣٦ ... ٣ ... أعمام চাচা ৪**

মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি তিনজন স্ত্রী ও চারজন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা গঠিত হবে চার দ্বারা, যেখানে তিনজন স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ এক। আর অবশিষ্ট তিনভাগ পাবে চারজন চাচা আছাবার ভিত্তিতে, কিন্তু তিনজন স্ত্রীর মধ্যে একভাগ আর চারজন চাচার মধ্যে তিনভাগ সম্পত্তি সমানভাগে বিভাজিত হয় না। এখন আমরা কীভাবে এই মাসআলাকে সংশোধন করব? উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী এখন আমরা দেখতে পেলাম যে, এই মাসআলায় ওয়ারিছদের দুই দল – তিনজন স্ত্রী ও চারজন চাচা – এর প্রাপ্য অংশের মধ্যে ভগ্নাংশ বিদ্যমান, তাই আমরা প্রথমে যাদের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ বিদ্যমান, এমন দুই দলের ওয়ারিছদের সংখ্যা ও তাদের প্রাপ্য অংশের মধ্যে মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক নাকি মুওয়াফাক্বাহ-এর সম্পর্ক। তাহলে এখানে যেহেতু তিনজন স্ত্রী পাবে একভাগ, তাই স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, তিন ও এক এর মাঝে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক। অপরদিকে চারজন চাচা ও তাদের প্রাপ্য অংশ তিন এর মাঝেও মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক, তাই আমরা উভয় দলের ওয়ারিছদের সংখ্যাকেই ঠিক রেখে পরবর্তী হিসাবের দিকে অগ্রসর হব। এখান দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখতে পেলাম যে, উভয় দলের ওয়ারিছদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ৪ এর মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক, তাই আমরা তিনকে চারের সাথে গুণ করলাম, গুণফল হলো “১২”। এখন তৃতীয় ধাপে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আমরা নির্ণীত গুণগলকে – যা মূলত নির্ধারিত অংশের একটি ভাগ – মাসআলা চার এর সাথে গুণ করলাম, গুণফল হলো ৪৮, যা সংশোধিত মাসআলা। এখন চতুর্থ ধাপে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আমরা প্রত্যেক দলের মূল মাসআলা হতে প্রাপ্য অংশ দ্বারা তাদের নির্ধারিত আংশিক অংশকে গুণ করব, প্রত্যেক দলের নির্ধারিত অংশ

যেহেতু ১২, তাই স্ত্রীদের দল পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ১২। তিনজন স্ত্রীর প্রত্যেকে চারভাগ করে পাবে। অপরদিকে অবশিষ্ট ছত্রিশভাগকে চারজন চাচার মাঝে নয়ভাগ করে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

**٦٠ × ... ١٢ ... = ... ٧٢٠**

**٤ স্ত্রী زوجات ... ٣ ... ١٨٠/ ٤٥**

**٥ বৈপিত্রেয় ভাই إخوة لأم ... ٤ ... ٢٤٠/ ٤٨**

**٣ দাদী বা নানী جدات ... ٢ ... ١٢٠/ ٤٠**

**চাচা عم ... ٣ ... ١٨٠**

এই চিত্রে লেখক যেই মাসআলাটি তুলে ধরেছেন, তা হলো – কোনো ব্যক্তি চারজন স্ত্রী, পাঁচজন বৈপিত্রেয় ভাই ও তিনজন দাদী বা নানীকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ১২ দ্বারা। এখন চারজন স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ তিন, পাঁচজন বৈপিত্রেয় ভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ চার, তিনজন দাদী বা নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ দুই, আর একজন চাচা পাবে অবশিষ্ট তিনভাগ সম্পত্তি। কিন্তু এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, চারজন স্ত্রী, পাঁচজন বৈপিত্রেয় ভাই ও তিনজন দাদী বা নানীর ভাগ তাদের মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হয় না, তাই এখন এই মাসআলার সংশোধন প্রয়োজন। কিন্তু চারজন স্ত্রী ও তাদের প্রাপ্য অংশ তিন এর মাঝে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক, ঠিক একই অবস্থা পাঁচজন বৈপিত্রেয় ভাই ও তিনজন দাদী ও নানী এবং তাদের প্রাপ্য অংশের। তাই আমরা পূর্বের মতই তাদের মাথাপিছু সংখ্যাকে ঠিক রেখে দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হয়ে দেখলাম যে, উক্ত ওয়ারিছদের মাথাপিছু সংখ্যার মধ্যেও মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক, তাই যথাক্রমে স্ত্রীদের সংখ্যা ৪ দ্বারা বৈপিত্রেয় ভাইদের সংখ্যা ৫ কে গুণ করলাম, গুণফল ২০ দ্বারা আবার দাদী বা নানীদের সংখ্যা ৩ কে গুণ করলাম, গুণগল হলো ৬০। এখন তৃতীয় ধাপের নিয়মানুযায়ী আমরা গুণফল ৬০ দ্বারা মূল মাসআলা ১২ কে গুণ করলাম, এখন নির্ণীত গুণফল ৭২০ হলো সংশোধিত মাসআলা। এখন চতুর্থ ধাপের নিয়মানুযায়ী আমরা মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক দলের প্রাপ্য অংশ দ্বারা তাদের নির্ধারিত আংশিক অংশকে গুণ করব। এখন তিনজন স্ত্রীর মূল মাসআলার অংশ ৩ দ্বারা তাদের নির্ধারিত অংশ ৬০ কে গুণ

করব, গুণফল ১৮০, প্রত্যেক স্ত্রী পাবে ৪৫ করে। একইভাবে বৈপিত্রেয় পাঁচ ভাই ও তিন দাদী বা নানী ও একজন চাচার হিসাবও এভাবেই করতে হবে। এখানে চাচার প্রাপ্য অংশ ৩ দ্বারা নির্ধারিত অংশ ৬০ কে গুণ করতে হবে, নির্ণীত গুণগল ১৮০ হলো চাচার ভাগ।

**١٢ × ... ٢٤ ... = ... ٢٨٨**

**٤ স্ত্রী زوجات ... ٣ ... ٣٦/ ٩**

**٦ কন্যা بنات ... ١٦ ... ١٩٢/ ١٢**

**٣ দাদী বা নানী جدات ... ٤ ... ٤٨/ ١٦**

**٦ চাচা أعمام ... ١ ... ١٢**

এখানে যেই মাসআলাটি লেখক তুলে ধরেছেন, তা হলো – কোনো ব্যক্তি চারজন স্ত্রী, ছয়জন কন্যা, তিনজন দাদী বা নানী ও ছয়জন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে চব্বিশ দ্বারা, যেখানে চারজন স্ত্রী পাবে তিনভাগ, ছয়জন কন্যা পাবে ষোলভাগ, তিনজন দাদী বা নানী পাবে চারভাগ আর ছয়জন চাচা পাবে একভাগ। কিন্তু এই মাসআলায় ওয়ারিছদের কোনো দলেরই প্রাপ্য অংশ তাদের মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হয় না, তাই এখানেও মাসআলা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন প্রথমে আমরা দেখব, এখানে ওয়ারিছদের সংখ্যা আর তাদের প্রাপ্য অংশের মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক নাকি মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক? আমরা দেখলাম, একমাত্র কন্যাদের সংখ্যা ৬ আর তাদের প্রাপ্য অংশ ১৬ এর মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক বিদ্যমান। এছাড়া অন্য সকল ওয়ারিছদের সংখ্যা আর তাদের প্রাপ্য অংশের মধ্যে মুবায়ানাহ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং আমরা ৬ আর ১৬ এর উৎপাদক নির্ণয় করলাম, ৬ আর ১৬ এর উৎপাদক হলো ২। তাহলে অন্য সকল ওয়ারিছের সংখ্যাকে ঠিক রেখে কন্যাদের সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয় করে সামনে অগ্রসর হলাম। এখন দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখব, যেই দলগুলোর ওয়ারিছদের মাথাপিছু সংখ্যা ঠিক রাখা হয়েছে, (অর্থাৎ যেই দলগুলোর ওয়ারিছদের মাথাপিছু সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়নি) সেই দলগুলোর মাথাপিছু সংখ্যার মধ্যে চারটি সম্পর্কের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা দেখলাম যে, চাচাদের দলের সংখ্যা ৬ ও স্ত্রীদের দলের সংখ্যা ৪, এগুলোর মধ্যে তথা ৬ ও ৪ এর মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক বিদ্যমান।

কিন্তু এখানে আমরা দাদী বা নানীদের সংখ্যা ৩ এর কাজ এখনই করব না, যেহেতু ৩এর সঙ্গে ৪ এর মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক। এখন আমরা এই দুইটি সংখ্যার সাধারণ একটি উৎপাদক নির্ণয় করব। এখানে এই দুইটি সংখ্যার সাধারণ উৎপাদক হলো ২। এখন আমরা দেখব, এই উৎপাদক ২ আর দাদী বা নানীদের সংখ্যা ৩ এর মধ্যে কী সম্পর্ক? এই সংখ্যা দুইটির মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই আমরা সরাসরি ৩ দ্বারা ২ কে গুণ করব, গুণফল ৬ দ্বারা কন্যাদের সংখ্যার উৎপাদককে গুণ করব, গুণফল হলো ১২। এখন এই নির্ণীত গুণফলই হলো ওয়ারিছদের প্রত্যেক দলের নির্ধারিত অংশের আংশিক ভাগ। এখন তৃতীয় পর্যায়ে আমরা ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের আংশিক ভাগ দ্বারা মূল মাসআলা ২৪ কে গুণ করব। এখন নির্ণীত গুণফল ২৮৮ হলো সংশোধিত মাসআলা। এবার চতুর্থ ধাপে আমরা মূল মাসআলা হতে প্রাপ্ত ওয়ারিছদের অংশ দ্বারা তাদের নির্ধারিত অংশের আংশিক ভাগকে গুণ করব। নির্ণীত গুণফলই হবে প্রত্যেক ওয়ারিছের ভাগের পরিমাণ, যেমনটি উপরোক্ত চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

## ৬. পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন

**পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিচয়:** পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো – মৃতব্যক্তি যে সম্পদ বা যে সকল বস্তু রেখে যায়।

### ওয়ারিছদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পদ্ধতি:

পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিম্নেবর্ণিত যেকোনো একটি পদ্ধতিতে বণ্টন করতে হয়:

**১. সম্বন্ধকরণ পদ্ধতি:**

সম্বন্ধকরণ পদ্ধতি হলো – প্রত্যেক ওয়ারিছের মূল মাসআলা হতে তার প্রাপ্য অংশকে সংশ্লিষ্ট মাসআলার দিকে সম্বন্ধিত করতে হবে। আর তাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে হুবহু ঐ পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে হবে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি একজন স্ত্রী, একজন মাতা ও একজন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করে আর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ হয় একলক্ষ বিশ হাজার মুদ্রা। তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ১২ দ্বারা বা ১২ দ্বারা ভাগ করতে হবে:

স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ ৩, মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ- যার পরিমাণ ৪, আর চাচা পাবে অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ।

সুতরাং স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ তিনভাগকে মূল মাসআলার দিকে সম্বন্ধিত করলে এর পরিমাণ হবে এক চতুর্থাংশ, তাই স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ত্রিশ হাজার মুদ্রা পাবে।

মাতার প্রাপ্য অংশ চারভাগকে মূল মাসআলার দিকে সম্বন্ধিত করলে এর পরিমাণ হবে এক তৃতীয়াংশ, তাই মাতা পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ চল্লিশ হাজার মুদ্রা পাবে।

চাচার প্রাপ্য অংশ পাঁচভাগকে মূল মাসআলার দিকে সম্বন্ধিত করলে এর পরিমাণ হবে এক চতুর্থাংশ ও এক ষষ্ঠাংশ, তাই চাচা এক চতুর্থাংশ ও এক ষষ্ঠাংশ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা পাবে।

**২ – বণ্টন পদ্ধতি:**

পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে মূল মাসআলা দ্বারা ভাগ দেওয়া, নির্ণীত ভাগফল দ্বারা “মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশকে গুণ করা। নির্ণীত গুনফলই হলো সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ। সুতরাং পূর্বের মাসআলায় বর্ণিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি “একলক্ষ বিশ হাজার মুদ্রাকে” মূল মাসআলা ১২ দ্বারা ভাগ করে নির্ণীত ভাগফল ১০ হাজার দ্বারা মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশকে গুণ করতে হবে, নির্ণীত গুণফলই হলো সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত মাসআলায় মাতার প্রাপ্য অংশ হলো এক-তৃতীয়াংশ (৪), এখন এই প্রাপ্য অংশ দ্বারা দশ হাজারকে গুণ করতে হবে ৪ $\times$ ১০,০০০ $=$ ৪০ হাজার। এই চল্লিশ হাজার হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতার ভাগ।

**৩ – গুণন পদ্ধতি:**

প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে গুণ করতে হবে, অতঃপর নির্ণীত গুণফলকে মূল মাসআলা দ্বারা ভাগ করতে হবে, নির্ণীত ভাগফলই হলো সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ হবে।

সুতরাং পূর্বে বর্ণিত মাসআলায় স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ (৩), এই তিন দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি একলক্ষ বিশ হাজার মুদ্রাকে গুণ করা হবে, এরপরে নির্ণীত

গুণফল তিনলক্ষ ষাট হাজার মুদ্রাকে মূল মাসআলা ১২ দ্বারা ভাগ করা হবে, নির্ণীত ভাগফল ত্রিশ হাজার মুদ্রাই হলো স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ।

**৪ – ভাগ পদ্ধতি:**

প্রত্যেক ওয়ারিছের নির্ধারিত অংশের পূর্ণ সংখ্যা[৩৭] দ্বারা মূল মাসআলাকে ভাগ করতে হবে, নির্ণীত ভাগফল দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ভাগ করতে হবে, নির্ণীত ভাগফলই হলো প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত মাসআলায় যেহেতু স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, তাই এক চতুর্থাংশের পূর্ণ সংখ্যা ৪ দ্বারা মূল মাসআলা ১২ কে ভাগ করতে হবে, নির্ণীত ভাগফল ৩ দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি একলক্ষ বিশ হাজারকে ভাগ করতে হবে, নির্ণীত ভাগফল ৪০ হাজার হলো স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ।

## সম্পত্তি বণ্টনকালে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে দান করার বিধান:

যদি সম্পত্তি বণ্টনকালে মৃতব্যক্তির এমন আত্মীয়গণ উপস্থিত থাকে, যারা ওয়ারিছ নয়, অথবা ইয়াতীমগণ, অথবা দরিদ্র ও মিসকীনগণ বা এই জাতীয় অন্যকোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে তাদেরকে কিছু সম্পদ দান করা মুসতাহাব, যাতে করে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় আর মন থেকে তারা মৃতব্যক্তি ও তার ওয়ারিছদের জন্য দু'আ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

[৩৭] নির্ধারিত অংশের পূর্ণ সংখ্যার দৃষ্টান্ত হলো – কুরআনে স্ত্রীর জন্য আল্লাহ তা'আলা পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ধার্য করেছেন, যদি স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে, এখন স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ হলো এক চতুর্থাংশ, আর এই এক চতুর্থাংশের পূর্ণ সংখ্যা হলো ৪।

“যদি সম্পত্তি বণ্টনকালে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকে, তাহলে তাদেরকে তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আংশিক দান করো, আর তাদেরকে কল্যাণমূলক উপদেশ দাও (৮)। আর তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্ততি রেখে গেলে তারা তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেনো আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ভয় করে চলে এবং সঠিক কথা বলে” (৯) [আন – নিসা: ৮-৯]।

## ৭ – ‘আওল[৩৮]

**‘আওল হলো:** আছ্বহাবুল ফুরূযের নির্ধারিত অংশের পরিমাণ মূল মাসআলার চেয়ে বেশি হওয়ার ফলে ওয়ারিছদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ কমে যাওয়া।

### ওয়ারিছদের মাসআলাসমূহের প্রকারভেদ:

**আছ্বহাবুল ফুরূযের মাসআলাগুলো তিন প্রকারে বিভক্ত:**

**প্রথম প্রকার: আল-মাসআলাতুল ‘আদিলাহ:** আল-মাসআলাতুল ‘আদিলাহ্ হলো যেই মাসআলায় ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশ মূল মাসআলার সমপরিমাণ হয়।

[৩৮] আছহাবুল ফুরূয একাধিক হলে কখনও এমন হয় যে, তাদের নির্দিষ্ট অংশগুলো একত্র করলে তার পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কতক ওয়ারিছকে পূর্ণ অংশ প্রদান করলে বাকী ওয়ারিছদের অংশ কম পড়ে যায় কিংবা একেবারেই বঞ্চিত হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে বণ্টনের মূলরাশিকে বৃদ্ধি করত অংশানুপাতে ওয়ারিছদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হয়। ফলে প্রত্যেক ওয়ারিছের নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। কাজে উত্তরাধিকার বণ্টনের মূলরাশি বৃদ্ধি ও ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের হ্রাসপ্রাপ্তিকে আওল বলে। [ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল (ইফাবা), পৃ. ৬০]

**দ্বিতীয় প্রকার: আল-মাসআলাতুন নাক্বিছ্বাহ:** আল-মাসআলাতুন নাক্বিছ্বাহ হলো যেই মাসআলায় ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের পরিমাণ মূল মাসআলার চেয়ে কম হয়।

**তৃতীয় প্রকার: আল-মাসআলাতুল 'আয়িলাহ:** আল-মাসআলাতুল 'আয়িলাহ হলো যেই মাসআলায় ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশ মূল মাসআলার চেয়ে পরিমাণে বেশি হয়।

**এর উদাহরণ হলো:** কোনো ব্যক্তি একজন মাতা, বৈপিত্রেয় ভাইগণ ও সহোদরা দুই বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ছয় দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ (১), বৈপিত্রেয় ভাইগণ পাবে এক তৃতীয়াংশ (২), দুই সহোদরা বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ (৪)। এখন ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের সম্মিলিত যোগফল হলো ৭, যা মূল মাসআলা ৬ হতে পরিমাণে বেশি। বিধায় মাসআলা পরিবর্তিত হয়ে ফিরে যাবে ৭ এর দিকে।

**'আওলের মাসআলার সমাধান:**

প্রথমত আমরা মূল মাসআলার পরিমাণ ধার্য করব, অতঃপর আছ্বহাবুল ফুরুযের নির্ধারিত অংশের পরিমাণ ধার্য করব, এরপরে আমরা মূল মাসআলা বাদ দিয়ে নতুন করে সকল ওয়ারিছের নির্ধারিত অংশগুলোর পূর্ণ সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করে উক্ত যোগফল দ্বারা মূল মাসআলা গঠন করব, আর এই মাসআলা থেকেই ওয়ারিছদের ভাগ বণ্টন করব, এর ফলে প্রত্যেক ওয়ারিছের ভাগেই লোকসান হবে তাদের নির্ধারিত অংশের আনুপাতিক হারে।

**উদাহরণ:** কোনো মহিলা একজন স্বামী, দুইজন সহোদরা বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা: স্বামী পাবে অর্ধেক- যার পরিমাণ তিন, দুই সহোদরা বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ- যার পরিমাণ চার। এখন ওয়ারিছদের মোট ভাগের পরিমাণ হলো সাত, তাই আমরা এখন মূল মাসআলা ছয়কে বাদ দিয়ে নতুন করে সাত দ্বারা মাসআলা গঠন করব, আর এই মাসআলা থেকেই ওয়ারিছদের সম্পত্তি বণ্টন করব যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

**ওয়ারিছদের উপর ‘আওলের প্রভাব:**

যখন মাসআলায় ‘আওল পাওয়া যাবে, তখন প্রত্যেক ওয়ারিছেরই প্রাপ্য অংশে এতটুকু লোকসান হবে, যতটুকু লোকসান তার হত না, যদি মাসআলায় ‘আওল না থাকত।

**‘আওল হওয়ার দিক থেকে মূল মাসআলাসমূহের প্রকারভেদ:**

**মূল মাসআলাসমূহ ‘আওল হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে দুই প্রকারে বিভক্ত:**

**প্রথম প্রকার:** এমন মৌলিক সংখ্যাসমূহ, যেগুলো ‘আওল হয় না। এমন সংখ্যা ৪টি: ২, ৩, ৪, ৮।

**দ্বিতীয় প্রকার:** এমন মৌলিক সংখ্যাসমূহ, যেগুলো ‘আওল হয়। এমন সংখ্যা ৩টি: ৬, ১২, ২৪।

**আছ্বহাবুল ফুরূযের মৌলিক সংখ্যাসমূহ:**

আছ্বহাবুল ফুরূযের মৌলিক সংখ্যাসমূহ সাত প্রকার: ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪।

এই মূল মাসআলাগুলো ‘আওল, হ্রাস ও সমতার দিক থেকে চার প্রকারে বিভক্ত:

১. যে সংখ্যা সর্বদাই অসম্পূর্ণ হয়। যেমন- ৪ ও ৮।

২. যে সংখ্যা কখনো অসম্পূর্ণ, কখনো সমান, কখনো ‘আওল বিশিষ্ট হয়। যেমন- ৩ ও ২।

৩. যে সংখ্যা কখনো অসম্পূর্ণ, কখনো ‘আওল বিশিষ্ট হয়। কিন্তু তা কখনো সমান হয় না। যেমন- ১২ ও ২৪।

৪. যে সংখ্যা অসম্পূর্ণ, সমান ও ‘আওল বিশিষ্ট সবগুলোই হয়। যেমন- ৬।

## মৌলিক সংখ্যাগুলো কত সংখ্যা পর্যন্ত ‘আওল হয়?

যেসকল মৌলিক সংখ্যা ‘আওল হতে পারে, সেগুলো হলো তিনটি: ৬, ১২, ২৪।

**প্রথমটি:** মৌলিক সংখ্যা ৬ নিম্নেবর্ণিত চারটি সংখ্যার যেকোনো একটিতে ‘আওল হতে পারে: ৭, ৮, ৯, ১০।

১. মূল সংখ্যা ৬ “৭” এ রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো স্ত্রী স্বামী ও সহোদরা দুই বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ৬ দ্বারা গঠিত হয়ে রূপান্তরিত হবে “৭” এ, স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, আর দুই সহোদরা বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ৪।

২. মূল সংখ্যা ৬ “৮” এ রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো মহিলা স্বামী, একজন সহোদরা বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ৬ দ্বারা গঠিত হয়ে “৮” এ রূপান্তরিত হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, সহোদরা বোন পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, বৈপিত্রেয় দুই বোন পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ২।

৩. মূল মাসআলা ৬ “৯” এ রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো মহিলা স্বামী, সহোদরা দুই বোন ও বৈপিত্রেয় দুই ভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ৬ দ্বারা গঠিত হয়ে রূপান্তরিত হবে “৯” এ। স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, দুই সহোদরা বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ৪, বৈপিত্রেয় দুই ভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ২।

৪. মূল মাসআলা ৬ ‘১০” এ রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো মহিলা স্বামী, একজন মাতা, দুই সহোদরা বোন ও বৈপিত্রেয় দুই বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ৬ দ্বারা গঠিত হয়ে “১০” এ রূপান্তরিত হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ১, দুই সহোদরা বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ৪, বৈপিত্রেয় দুই বোন পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ২।

**দ্বিতীয়টি:** যখন মূল মাসআলা ১২ দ্বারা গঠিত হবে, তখন ‘আওল হলে মৌলিক মাসআলা ১২ নিম্নেবর্ণিত তিনটি সংখ্যার যেকোনো একটিতে রূপান্তরিত হবে: ১৩, ১৫, ১৭।

১. মূল মাসআলা ১২ “১৩” তে রূপান্তরিত হবে। যেমন- কোনো মহিলা স্বামী, পিতা, একজন মাতা ও একজন কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ১২ দ্বারা গঠিত হয়ে “১৩” তে রূপান্তরিত হবে। স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ৩, পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ২, মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ২, আর কন্যা পাবে অর্ধাংশ, যার পরিমাণ ৬।

২. মূল মাসআলা ১২ “১৫” তে রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো মহিলা স্বামী, পিতা, একজন মাতা ও দুই কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ১২ দ্বারা গঠিত হয়ে “১৫” তে রূপান্তরিত হবে। স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ৩, পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ২, দুই কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ৮।

৩. মূল মাসআলা ১২ “১৭” তে রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, একজন মাতা, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈপিত্রেয় দুই বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ১২ দ্বারা গঠিত হয়ে “১৭” তে রূপান্তরিত হবে। স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ৩, মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ২, বৈমাত্রেয় দুই বোন পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ৮, বৈপিত্রেয় দুই বোন পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ৪।

৪. মূল মাসআলা ২৪ শুধুমাত্র “২৭” এ রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, পিতা, একজন মাতা ও দুই কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মূল মাসআলা ২৪ দ্বারা গঠিত হয়ে “২৭” এ রূপান্তরিত হবে। স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ ৩, পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ৪, দুই কন্যা পাবে দুই তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ১৬।

## ৮ — রদ্দ

**রদ্দ হলো:** আছ্বহাবুল ফুরূযের মাঝে সম্পত্তি বণ্টন শেষে অবশিষ্ট সম্পত্তি তাদের মধ্যে উপযুক্ত ওয়ারিছদের মাঝে তাদের নির্ধারিত অংশের আনুপাতিক হারে পুনর্বণ্টন করা।

### রদ্দের কারণ:

নির্ধারিত অংশের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া ও ওয়ারিছদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। সুতরাং রদ্দটা মূলত 'আওলের বিপরীত।

### রদ্দের শর্তসমূহ:

রদ্দ তিনটি শর্ত ব্যতীত বাস্তবায়িত হতে পারে না। শর্তগুলো হলো:

(ক) নির্ধারিত অংশের ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকা, (খ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু অতিরিক্ত অংশ (বণ্টনের পরেও) অবশিষ্ট থাকা ও (গ) কোনো আছাবা ওয়ারিছ না থাকা।

### যে ওয়ারিছদেরকে অবশিষ্ট সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হয় না:

পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি সকল আছ্বহাবুল ফুরূযকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় শুধুমাত্র চারজন ব্যতীত। তারা হলো: স্বামী, স্ত্রী, পিতা ও দাদা। কারণ পিতা ও দাদা উভয়েই আছাবা। ফলে তারা আছাবার ভিত্তিতে অবশিষ্ট সম্পত্তির পুরো ভাগ পাবে; রদ্দের ভিত্তিতে নয়। আর স্বামী-স্ত্রীকে সম্পত্তি একবার বণ্টনের পরে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ রদ্দের উপযুক্ততার ভিত্তিই হলো রক্তের আত্মীয়তার সম্পর্ক, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্তসম্পর্কীয় নয়।

**যে ওয়ারিছদেরকে অবশিষ্ট সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হবে:**

**যে সকল নির্ধারিত অংশের ওয়ারিছদের মাঝে পুনর্বার সম্পদ বণ্টিত হবে, তারা ৮ প্রকার ওয়ারিছ:**

কন্যা, পুত্রের কন্যা, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয় বোন, মা, দাদী বা নানী, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন।

এক মাসআলায় কখনো তিনশ্রেণির অধিক সংখ্যক রদ্দের সম্পত্তির অংশীদার জড়ো হতে পারে না।

ছিনফ বা শ্রেণি হলো: ঐ সকল ওয়ারিছ, যারা একটি নির্দিষ্ট ভাগের অংশীদার হয়।

আহলুর রাদ্দ বা রদ্দের সম্পত্তির অংশীদারদের নির্ধারিত অংশের পরিমাণ চারটি: এক ষষ্ঠাংশ, এক তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও দুই তৃতীয়াংশ।

রদ্দের সম্পত্তির অংশীদারদের সকল ওয়ারিছীস্বত্বের নির্ধারিত অংশ পূর্ণ সংখ্যা ৬ থেকে নির্ধারিত হবে।

## রদ্দের মাসআলাসমূহের কার্যপ্রণালী:

**রদ্দের সম্পত্তির অংশীদারদের দুইটি অবস্থা:**

হয়তবা রদ্দের অংশীদারদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কোনো একজন থাকবে... অথবা তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কেউই থাকবে না।

**প্রথম অবস্থা:** যখন রদ্দের অংশীদারদের সাথে স্বামী অথবা স্ত্রী থাকবে, তখন উপস্থিত স্বামী বা স্ত্রীকে তার নির্ধারিত অংশ যেমন- অর্ধাংশ, অথবা এক চতুর্থাংশ, অথবা এক অষ্টমাংশ এর পূর্ণ সংখ্যা থেকে ভাগ দেওয়া হবে, আর স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের নির্ধারিত অংশ প্রদান করার পরে অবশিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ হবে এক, অথবা তিন, অথবা সাত, যেই ভাগগুলো নির্ধারিত অংশের অংশীদার ওয়ারিছদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি রদ্দের উপযুক্ত মাত্র একজন ওয়ারিছ থাকে, তাহলে সেই একজন ওয়ারিছই অবশিষ্ট সম্পত্তি নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ও রদ্দের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে।

এর উদাহরণ হলো:

কোনো মহিলা স্বামী ও একজন কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট ৩ ভাগ সম্পত্তি কন্যা পাবে নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ও রদ্দের ভিত্তিতে।

আর যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের ভিত্তিতে পাওয়ার উপযুক্ত অংশীদারগণ একাধিক হয় এবং তারা একই শ্রেণির হয়, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর সম্পত্তি বণ্টনের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের উপযুক্ত অংশীদারদের মধ্যে তাদের মাথাপিছু হারে বণ্টন করা হবে, যেমনটি করা হয়ে থাকে আছাবাদের ক্ষেত্রে। এর উদাহরণ হলো: কেউ মারা গেলো একজন স্ত্রী ও সাতজন কন্যা রেখে, তাহলে এই ক্ষেত্রে মাসআলা গঠিত হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি তথা ৭ ভাগ পাবে সাতজন কন্যা তাদের মাথাপিছু হারে।

আর যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের উপযুক্ত অংশীদারদের মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত না হয়, তাহলে তাদের মাথাপিছু সংখ্যা দ্বারা আমরা মূল মাসআলাকে গুণ করব, যদি মূল মাসআলা আর মাথাপিছু সংখ্যার মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক থাকে, অথবা মাথাপিছু সংখ্যার উৎপাদক দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করব, যদি উভয়টির মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। আর নির্ণীত গুণফলই হলো সংশোধিত মাসআলা।

**উদাহরণ:**

কোনো মহিলা স্বামী ও পাচঁজন কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ১। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি ৩ পাঁচ কন্যার মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হয় না। আর তাদের সংখ্যা ৫ ও মূল মাসআলা ৪ এর মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক আছে, তাই আমরা ৫ দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করলাম। এখন নির্ণীত গুণফল ২০ হলো সংশোধিত মাসআলা। স্বামী পাবে ১×৫= ৫। আর কন্যাগণ পাবে অবশিষ্ট ৩×৫ = ১৫ ভাগ। প্রত্যেক কন্যা পাবে ৩ ভাগ করে।

আর যদি রদ্দের উপযুক্ত ওয়ারিছগণ একাধিক শ্রেণির হয়। যেমন- কন্যা, বোন ও স্ত্রীগণ একত্রে রদ্দের ওয়ারিছ হয়, তাহলে কার্যপ্রণালী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে হবে:

১. স্বামী বা স্ত্রীর যেকোনো একজনের নির্ধারিত অংশের পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা মাসআলা গঠন করে স্বামী বা স্ত্রীকে তার অংশ দিয়ে দেওয়া হবে, আর অবশিষ্ট অংশ রদ্দের উপযুক্ত ওয়ারিছদের জন্য। আর যদি মাসআলার তাছ্বহীহ বা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মাসআলা সংশোধন করতে হবে।

২. ছয় দ্বারা মূল মাসআলা গঠন করতে হবে রদ্দের উপযুক্ত ওয়ারিছদের জন্য যেমনটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, আর মাসআলা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে সংশোধন করতে হবে।

৩. রদ্দের মাসআলার মধ্যে আর স্বামী বা স্ত্রীর অংশের (পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গঠিত) মাসআলায় – স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ বণ্টনের পরে – অবশিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে লক্ষ্য করে দেখতে হবে, যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের মাসআলার মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশের মাসআলায় অবশিষ্ট সম্পত্তি দ্বারাই রদ্দের মাসআলা গঠন করা ছ্বহীহ হবে।[৩৯]

এর উদাহরণ হলো:

কেউ একজন স্ত্রী, একজন মাতা ও বৈপিত্রেয় দুই ভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ৪ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ১, অবশিষ্ট ৩ ভাগ পাবে মাতা ও বৈপিত্রেয় দুই ভাই।

আর রদ্দের মূল মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা: মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক, আর বৈপিত্রেয় দুই ভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ দুই, স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দ্বারা গঠিত মাসআলার অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের উপযুক্ত ওয়ারিছদের মাসআলার মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে, এর পরে রদ্দের

[৩৯] আর যদি অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের মাসআলার মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত করা না যায়, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দ্বারা গঠিত মাসআলার অবশিষ্ট সম্পত্তি দ্বারা রদ্দের মাসআলা গঠন করা ছ্বহীহ হবে না।

মাসআলার মাধ্যমে অবশিষ্ট সম্পত্তি উক্ত তিনজনের (মাতা ও বৈপিত্রেয় দুই ভাই) মধ্যে সমানভাগে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

আর যদি এই অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের মাসআলার মধ্যে সমানভাগে বিভক্ত করা না যায়, তাহলে আমরা স্বামী বা স্ত্রীর মাসআলা দ্বারা রদ্দের পূর্ণ মাসআলাকে গুণ করব যদি স্বামী বা স্ত্রীর মাসআলার সংখ্যা আর রদ্দের মাসআলার সংখ্যার মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক থাকে। আর যদি স্বামী বা স্ত্রীর মাসআলার সংখ্যা আর রদ্দের মাসআলার সংখ্যার মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর মাসআলার উৎপাদক দ্বারা রদ্দের পূর্ণ মাসআলাকে গুণ করব, আর নির্ণীত গুণফল হবে উভয় মাসআলার সমন্বয়ক বা সম্পূরক। সুতরাং যে স্বামী বা স্ত্রীর মাসআলা থেকে কোনো আংশিক ভাগ পাবে, সে উক্ত অংশ দ্বারা রদ্দের পূর্ণ মাসআলাকে গুণ করবে, যদি তার অংশ আর রদ্দের মাসআলার মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক থাকে। আর যদি উক্ত ওয়ারিছের অংশ আর রদ্দের মাসআলার মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে তার অংশের উৎপাদক দ্বারা রদ্দের পূর্ণ মাসআলাকে গুণ করবে, এখন নির্ণীত গুণফলই হলো সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ।

আর যে ওয়ারিছ রদ্দের মাসআলা থেকে ভাগ পাবে, সে তার অংশ দ্বারা স্বামী বা স্ত্রীর অবশিষ্ট পূর্ণ সম্পত্তিকে গুণ করবে যদি তার রদ্দের মাসআলার ভাগের মধ্যে আর অবশিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক থাকে। আর যদি তার রদ্দের মাসআলার ভাগের মধ্যে আর অবশিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে তার রদ্দের মাসআলার অংশের উৎপাদক দ্বারা অবশিষ্ট পূর্ণ সম্পত্তিকে গুণ করবে যদি অবশিষ্ট পূর্ণ সম্পত্তির মধ্যে আর রদ্দের মাসআলার মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক থাকে। আর যদি উভয়টির মধ্যে মুওয়াফাক্বাহ এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের রদ্দের মাসআলার অংশের উৎপাদক দ্বারা অবশিষ্ট পূর্ণ সম্পত্তিকে গুণ করবে, আর নির্ণীত গুণফলই হলো তার প্রাপ্য অংশ।

**١٦ ... ٤ – ٦ ... ٤×٤**

**٤ ... × ... ١ ...** زوج **স্বামী**

**٧ ... ٣ ... ٣ ...** بنت **কন্যা**

**٣ ... ١ ...** بنت ابن **পুত্রের কন্যা**

১. প্রথম চিত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা ৪ দ্বারা গঠিত হয়েছে: স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট তিনভাগ হলো রদ্দের ওয়ারিছদের জন্য। এখন নতুনভাবে রদ্দের মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা: কন্যা পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, আর পুত্রের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ১, উভয়ের ভাগের সম্মিলিত পরিমাণ হলো ৪, তাই ৬ কে পরিবর্তন করে ৪ এ রূপান্তর করা হবে। এখন স্বামী-স্ত্রীর মাসআলার অবশিষ্ট ভাগ ৩ রদ্দের মাসআলা ৪ এর মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হয় না, তাই আমরা স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা ৪ দ্বারা রদ্দের মাসআলা ৪ কে গুণ করলাম, গুণফল ১৬ হলো সমন্বয়কারী মাসআলা।

**٨ ... ٣ – ٦ ... = ٢ × ٤**

**٢ ... × ... ١ ... زوجة স্ত্রী**

**١ ... ١ ... ٣ ... جدة দাদী-নানী**

**جدة ... ١**

**أم لأم ... ٢ ... ٢**

**أخ لأم ... ٢**

২. দ্বিতীয় চিত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা গঠিত হয়েছে ৪ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট তিনভাগ রদ্দের ওয়ারিছদের জন্য, রদ্দের আসল মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা, দুইজন দাদী-নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ১, আর বৈপিত্রেয় দুই ভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ২, এখন রদ্দের মূল মাসআলা ৬ কে পরিবর্তন করে ৩ এ রূপান্তরিত করা হবে। আর যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মাসআলার ৩ ভাগ অবশিষ্ট সম্পত্তি রদ্দের মাসআলা ৬ দ্বারা সমানভাগে বিভাজিত হয় না (বরং আরো কিছু ভাগ অবশিষ্ট থেকে যায়), বরং ৩ এর সাথে ৬ এর মুওয়াফাক্কাহ এর সম্পর্ক, তাই আমরা ৬ এর উৎপাদক ২ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণ মাসআলা ৪ কে গুণ করব। গুণফল

৮ হলো সমন্বয়কারী মাসআলা[৪০], এর পরে প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্য অংশ পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেককে প্রদান করা হবে।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** যখন স্বামী অথবা স্ত্রী উভয়ের কেউ রদ্দের ওয়ারিছদের সঙ্গে উপস্থিত না থাকবে। এই ক্ষেত্রে রদ্দের ওয়ারিছদের তিনটি অবস্থা:

১. যখন রদ্দের উপযুক্ত ওয়ারিছ হবে মাত্র একজন ব্যক্তি, তখন তাকে সমস্ত সম্পত্তি নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে ও রদ্দের ভিত্তিতে দিয়ে দিতে হবে, কোনো মাসআলা গঠন করা ছাড়াই।

২. যখন রদ্দের সকল ওয়ারিছ একই শ্রেণির হয়, তখন তাদের মাসআলা গঠিত হবে তাদের সংখ্যা দ্বারা, যেমনটি আছাবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণ হলো: দুই কন্যা, অথবা পুত্রের পাঁচ কন্যা, অথবা আপন চার বোন, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে তাদের সংখ্যা দ্বারা, যেমনটি আছাবাদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

৩. যখন রদ্দের ওয়ারিছগণ একাধিক শ্রেণির হয়, যেমন- দাদী-নানীগণ যখন বোনদের সাথে ওয়ারিছ হবে এবং এ জাতীয় আরো যত উদাহরণ আছে। এই ক্ষেত্রে তাদের মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা, আর তাদের নির্ধারিত অংশগুলো নির্ণয় করা হবে এমনভাবে, যেনো তাদের মাসআলায় কোনো রদ্দ নেই। এরপরে তাদের প্রাপ্য অংশগুলোকে যোগ করা হবে, নির্ণীত যোগফল দ্বারা ‘আওলের ন্যায় রদ্দের মাসআলা গঠন করা হবে, আর যদি তাছ্বহীহের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাছ্বহীহ করতে হবে। এর উদাহরণ হলো:

**٥ ٦**

**আপন বোন أخت شقيقة ... ٣ ... ٣ ... فرضاً ورداً ...**

**মাতা أم ... ٢ ... ٢ ... فرضاً ورداً**

কোনো ব্যক্তি একজন আপন বোন ও একজন মাতাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা, মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ২, আর অর্ধেক পাবে আপন বোন, যার পরিমাণ ৩। এখন আমরা রদ্দের

---

[৪০] অর্থাৎ এমন মাসআলা, যেই মাসআলা থেকে স্বামী, বা স্ত্রীসহ সকল ওয়ারিছের সম্পত্তি তাদের প্রাপ্য অংশের আনুপাতিকহারে সমানভাবে বণ্টন করা যায়।

ওয়ারিছদের প্রাপ্য অংশের যোগফল ৫ দ্বারা নতুনভাবে মাসআলা গঠন করব, যেখানে আপন বোন পাবে ৩ ভাগ নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে ও রদ্দের ভিত্তিতে, আর মাতা পাবে ২ ভাগ নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে ও রদ্দের ভিত্তিতে। উপরের চিত্রে লেখক এই মাসআলাটিই উল্লেখ করেছেন।

এই চিত্রে লেখক যেই মাসআলার উদাহরণ দিয়েছেন, তা হলো:

**٦ ٣ × ٣ = ٩**

**মাতা أم ... ١ ... ١ ... ٣ فرضاً ورداً**

**বৈপিত্রেয় ভাই أخ لأم ... ٢ ... ٢ ... ٢ فرضاً ورداً**

**أخ لأم ... ٢ فرضاً ورداً**

**أخ لأم ... ٢ فرضاً ورداً**

কোনো ব্যক্তি একজন মাতা ও বৈপিত্রেয় তিনভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে এই ক্ষেত্রে মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা, এই মাসআলায় মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ১, আর বৈপিত্রেয় তিন ভাই পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ২। এখন মাসআলা যেহেতু রদ্দের মাসআলা, তাই আমরা ওয়ারিছদের সম্পত্তির সম্মিলিত ভাগের যোগফল ৩ দ্বারা নতুনভাবে মাসআলা গঠন করলাম, যেখানে মাতা পাবে একভাগ, আর বৈপিত্রেয় তিন ভাই পাবে ২ ভাগ। কিন্তু তিন ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাগ সম্পত্তি সমানভাগে বিভাজিত হয় না, তাই আমরা এখন এই মাসআলার তাছ্বহীহ করব। তাছ্বহীহ এর নিয়মানুযায়ী আমরা দেখব, যেই ওয়ারিছদের সম্পত্তি তাদের মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হয় না, তাদের সম্পত্তির ভাগ ২ আর তাদের সংখ্যা ৩ এর মধ্যে কী সম্পর্ক। আমরা দেখলাম, এখানে উভয়টির মধ্যে মুবায়ানাহ এর সম্পর্ক। তাই সরাসরি তাদের সংখ্যা ৩ দ্বারা - যা এখন ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশের আংশিক ভাগ - মাসআলা ৩ কে গুণ করলাম, নির্ণীত গুণফল ৯ হলো তাছ্বহীহকৃত তথা সংশোধিত মাসআলা। এখন আমরা মাতার ভাগ নির্ণয় করব মাতার প্রাপ্য অংশ ১ দ্বারা ওয়ারিছদের আংশিক ভাগ ৩ কে গুণ করে, নির্ণীত গুণফল ৩ হলো মাতার ভাগ। আর বৈপিত্রেয় তিন ভাইয়ের প্রাপ্য অংশ ২ দ্বারা ওয়ারিছদের আংশিক ভাগ ৩ কে গুণ করলে নির্ণীত গুণফল ৬ হবে বৈপিত্রেয় ভাইদের ভাগ, যা তাদের মধ্যে সমানভাগে বিভাজিত হয়।

## ৯ – যাউল আরহাম-এর উত্তরাধিকার

**যাউল আরহাম:** যাউল আরহাম হলো এমন আত্মীয়, যে কোনোভাবে ওয়ারিছ হতে পারে না, না নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে, না আছাবা হিসেবে।

**যাউল আরহাম এর প্রকারভেদ:** যাউল আরহাম চার প্রকারে বিভক্ত:

**প্রথম প্রকার:** মৃতব্যক্তির ঐ সকল অধস্তন আত্মীয়গণ, যারা তার আত্মীয় হয়েছে কোনো নারীর মাধ্যমে। এমন আত্মীয়গণ দুই প্রকারে বিভক্ত:

ক-আপন কন্যার সন্তানগণ

খ-পুত্রের কন্যার সন্তানগণ এবং বর্ণিত উভয় দলের সন্তানদের অধস্তন যেকোনো পুরুষ বা নারী সন্তান।

যেমন: কন্যার কন্যা, কন্যার পুত্রের কন্যা, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার কন্যা ও তাদের অধস্তন যেকোনো (পুরুষ বা নারী) সন্তান।

**দ্বিতীয় প্রকার**: মৃতব্যক্তির ঐ সকল ঊর্ধ্বতন পুরুষ আত্মীয়, যারা তার আত্মীয় হয়েছে কোনো নারীর মাধ্যমে, চাই ঐ সকল আত্মীয় পুরুষ হোক অথবা নারী, তারা দুই প্রকারে বিভক্ত:

১. নানাগণ: যেমন- মৃতব্যক্তির নানা ও নানার পিতা।

২. নানীগণ: যেমন- নানার মাতা ও নানার নানী।

তাদেরকে ফারায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় (ওয়ারিছ হওয়ার) অনুপযুক্ত নানা বলে, চাই তারা যতই ঊর্ধ্বতন পুরুষ হন না কেনো। অনুরূপভাবে অনুপযুক্ত নানী, চাই তারা যতই ঊর্ধ্বতন নারী হন না কেনো।

**তৃতীয় প্রকার:** মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার অধস্তন সন্তানগণ। আর তারা হলো ভাই ও বোনগণ।

এই তৃতীয় প্রকারের আত্মীয়গণ তিন প্রকারে বিভক্ত:

১. বোনদের যেকোনো সন্তান, তারা যতই অধস্তন হোক না কেনো।

যেমন: বোনের পুত্র, বোনের কন্যা, বোনের কন্যার পুত্র, বোনের পুত্রের কন্যা ও তাদের অধস্তন যেকোনো সন্তান।

২. ভাইদের যেকোনো সন্তান, তারা যতই অধস্তন হোক না কেনো।

যেমন: আপন ভাইয়ের কন্যা, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, আপন ভাইয়ের অথবা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার পুত্র, তারা যতই অধস্তন কন্যা হোক না কেনো।

৩. বৈপিত্রেয় ভাইদের সন্তানগণ, তারা যতই অধস্তন সন্তান হোক না কেনো।

যেমন: বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যার পুত্র ও তাদের অধস্তন যেকোনো সন্তান।

**চতুর্থ প্রকার:** দাদা-দাদী বা নানা-নানীর কোনো অধস্তন সন্তান, যারা আছহাবুল ফুরূযের অন্তর্ভুক্তও নয়, আবার আছাবাও নয়।

এমন আত্মীয়গণ ছয় ভাগে বিভক্ত:

১. বৈপিত্রেয় চাচাগণ, সকল প্রকার ফুফু, সকল প্রকার মামা ও খালা।

২. উপরে বর্ণিত আত্মীয়দের সন্তানাদি, তারা যতই অধস্তন সন্তান হোক না কেনো। মৃতব্যক্তির চাচার কন্যাগণ, মৃতব্যক্তির চাচার পুত্র বা তারচেয়েও অধস্তন যেকোনো পুত্রের কন্যাগণ।

৩. মৃতব্যক্তির পিতার বৈপিত্রেয় চাচাগণ[৪১], মৃতব্যক্তির পিতার সর্বপ্রকার ফুফু, মামা ও খালাগণ, যারা মৃতব্যক্তির পিতৃকুলের দিক থেকে আত্মীয় হয়েছে। এমনিভাবে মৃতব্যক্তির মাতার আপন চাচা, ফুফু, মামা ও খালাগণ, যারা মৃতব্যক্তির মাতৃকুলের দিক থেকে আত্মীয় হয়েছে।

৪. উপরের লাইনে যাদের তালিকা দেওয়া হলো, তাদের যেকোনো অধস্তন সন্তান।

---

[৪১] এখানে মৃতব্যক্তির এমন চাচার কথা বলা হয়েছে, যেই চাচার পিতা আর মৃতব্যক্তির পিতার দাদা এক ব্যক্তি নয়, তবে মৃতব্যক্তির উক্ত পিতার চাচার মা আর মৃতব্যক্তির বাবার মা এক।

৫. মৃতব্যক্তির দাদার বৈপিত্রেয় চাচা ও ফুফুগণ, মৃতব্যক্তির দাদার মামা ও খালাগণ, মৃতব্যক্তির দাদীর আপন চাচা ও ফুফুগণ, মামা ও খালাগণ।

৬. উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের সন্তান ও তাদের যেকোনো অধস্তন সন্তান।

### যাউল আরহাম আত্মীয়দের ওয়ারিছ হওয়ার শর্ত:

**যাউল আরহাম আত্মীয়গণ দুই শর্তে ওয়ারিছ হতে পারবে:**

ক-স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য সকল আছ্বহাবুল ফুরূয ওয়ারিছ উপস্থিত না থাকা।

খ-কোনো আছাবা বা অবশিষ্টাংশ ভোগীগণ উপস্থিত না থাকা।

### যাউল আরহাম আত্মীয়তার সূত্রসমূহ:

যাউল আরহাম আত্মীয়তার সূত্র তিনটি: পুত্রত্ব, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব।

### যাউল আরহাম আত্মীয়দের মীরাছ বণ্টনের পদ্ধতি:

যাউল আরহাম আত্মীয়দের মীরাছ বণ্টন হবে স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে। প্রত্যেক যাউল আরহাম আত্মীয়কে ঐ ওয়ারিছের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, যার মাধ্যমে বা যার সূত্রে সে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয়েছে। এরপরে যাদের মাধ্যমে যাউল আরহাম আত্মীয়গণ আত্মীয় হয়েছে, সেই মাধ্যম আত্মীয়দের নির্ধারিত অংশের ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। আর মাধ্যম আত্মীয়ের ভাগে যেই পরিমাণ ধার্য হবে, তা সংশ্লিষ্ট স্থলাভিষিক্ত আত্মীয় গ্রহণ করবে।

### নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতিতে স্থলাভিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে:

১. কন্যার সন্তানগণ কন্যাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, পুত্রের কন্যাদের সন্তানগণ পুত্রের কন্যাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

২. আপন বোনদের সন্তানগণ আপন বোনদের স্থলাভিষিক্ত হবে, ভাইদের কন্যা ভাইদের স্থলাভিষিক্ত হবে, ভাইদের পুত্রদের কন্যা ভাইয়ের

পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হবে, বৈপিত্রেয় ভাইদের সন্তানগণ বৈপিত্রেয় ভাইদের স্থলাভিষিক্ত হবে, আর বৈপিত্রেয় বোনদের সন্তানগণ বৈপিত্রেয় বোনের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৩. আপন চাচা ও বৈমাত্রেয় চাচাদের কন্যাগণ চাচাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর আপন ও বৈমাত্রেয় চাচাদের পুত্রদের কন্যাগণ চাচার পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হবে।

৪. বৈপিত্রেয় চাচা ও সকল ফুফু পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে।

৫. মৃতব্যক্তির মামাগণ, তার খালাগণ, তার নানা ও যেসকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নানার মাধ্যমে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয়েছে, তারা সকলেই মাতার স্থলাভিষিক্ত হবে।

৬. পিতার মামাগণ, তার খালাগণ, তার নানা ও যেসকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নানার মাধ্যমে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয়েছে, তারা সকলেই পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে।

৭. মাতার মামাগণ, তার খালাগণ, তারা নানা ও যেসকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নানার মাধ্যমে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয়েছে, তারা সকলেই মাতার স্থলাভিষিক্ত হবে।

৮. প্রত্যেক এমন আত্মীয়, যারা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন (৭) শ্রেণির আত্মীয়দের কোনো এক শ্রেণির মাধ্যমে আত্মীয় হয়েছে, এমন আত্মীয় উক্ত মাধ্যম আত্মীয়ের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন- ফুফুর ফুফু, খালার খালা।

**উদাহরণসমূহ:**

১. কোনো ব্যক্তি একজন কন্যার কন্যা, একজন ভাইয়ের  কন্যা ও একজন চাচার কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে এই ক্ষেত্রে এমন ওয়ারিছদেরকে মাধ্যম আত্মীয়দের স্থলাভিষিক্ত করে তাদের অংশের পরিমাণ ধার্য করা হবে যেমন- কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল একজন কন্যা, একজন ভাই ও একজন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ২ দ্বারা: কন্যা পাবে অর্ধাংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি ভাই পাবে আছাবার ভিত্তিতে, আর চাচা কিছুই পাবে না ভাই উপস্থিত থাকার কারণে।

২. কোনো ব্যক্তি একজন খালা ও ফুফুকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে এই ক্ষেত্রে উভয়কে যথাক্রমে মাতা ও পিতার স্থলাভিষিক্ত করা হবে, আর মাসআলা গঠিত হবে ৩ দ্বারা: মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পিতা পাবে।

৩. কোনো ব্যক্তি একজন পুত্রের কন্যা, পুত্রের কন্যার কন্যা, আপন বোনের কন্যা ও বৈমাত্রেয় বোনের কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে এই ক্ষেত্রে উপরোক্ত সকল ওয়ারিছকে তাদের মাধ্যম আত্মীয়দের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, যেনো কোনো ব্যক্তি একজন কন্যা, একজন পুত্রের কন্যা, আপন বোন ও বৈমাত্রেয় বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, এখন মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা: কন্যা পাবে অর্ধাংশ, যার পরিমাণ ৩, পুত্রের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ১, আপন বোন পাবে অবশিষ্ট ২ ভাগ সম্পত্তি, আর বৈমাত্রেয় বোন কিছুই পাবে না। এরপরে প্রত্যেকের সন্তানকে তাদের পিতার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা হবে, অর্থাৎ তারা এই পদ্ধতিতেই নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে নিবে, যেনো মনে হয় যে, তাদের সংশ্লিষ্ট মাধ্যম আত্মীয়গণ তাদেরকে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এই পদ্ধতিতেই যাউল আরহাম আত্মীয়দের সকল মাসআলার হিসাব সম্পন্ন করা হবে।

## ১০ – গর্ভের সন্তানের মীরাছ

### গর্ভের সন্তানের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে উত্তরাধিকার হওয়া:

কোনো কোনো ওয়ারিছের অবস্থা সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে তার ওয়ারিছ হিসেবে উপস্থিত থাকা ও অনুপস্থিত থাকার মাঝে অথবা তার পুরুষ হওয়া ও নারী হওয়ার মাঝে।

যেসকল ওয়ারিছের অবস্থা ওয়ারিছ হিসেবে উপস্থিত থাকা না থাকার মাঝে সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে, তারা হলো: গর্ভের সন্তান, হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি, পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি ও এ জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তি।

আর যাদের অবস্থা পুরুষ হওয়া ও নারী হওয়ার মাঝে সংশয়পূর্ণ হয়ে থাকে, তারা হলো: গর্ভের সন্তান ও সম্পূর্ণরূপে হিজড়া।

আর এই সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতির কারণেই সর্বক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধানও পরিবর্তিত হতে থাকে। এখন এই বিষয়ের উপরেই আলোচনা করা হবে।

**হামল:** হামল হলো মায়ের গর্ভস্থ সন্তান।

## গর্ভের সন্তান ওয়ারিছ হওয়ার শর্তসমূহ:

গর্ভের সন্তান ওয়ারিছ হবে দুইটি শর্তে:

**প্রথম শর্ত:** গর্ভের সন্তানকে – যদিও উপস্থিতিটা শুক্রাণুর আকারেও হয় – তার মায়ের গর্ভে বিদ্যমান থাকতে হবে ওয়ারিছকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সময়।

**দ্বিতীয় শর্ত:** উক্ত গর্ভের সন্তানের জন্ম হতে হবে স্থিতিশীলভাবে জীবন্ত অবস্থায়। আর উক্ত সন্তানের স্থিতিশীল জীবন্ত অবস্থা জানা যাবে তার উঁচু আওয়াজ, হাঁচি ও স্তনের দুধ পান করা ও এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে।

আবূ হুরায়রা – রদ্বিয়াল্লাহু আনহু – থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল – ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – কে বলতে শুনেছি:

«مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا».

“মারিয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত যেকোনো আদম সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে। অতঃপর শয়তানের স্পর্শে সে উঁচু স্বরে চিৎকার করে ওঠে”। [মুত্তাফাক্বুন আলাইহি][৪২]

[৪২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৪৩১, ছ্বহীহ বুখারীর শব্দেই এখানে হাদীছটি উদ্ধৃত করা হয়েছে; ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৩৬৬।

## গর্ভের সন্তানের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের ধাপসমূহ:

গর্ভের সন্তানের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের ছয়টি ধাপ:

হয়ত গর্ভের সন্তান মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে। এই অবস্থায় সে ওয়ারিছ বলে বিবেচিত হবে না। অথবা সে স্থিতিশীলভাবে জন্মগ্রহণ করবে। এমন অবস্থায় হয়ত সে একজন পুরুষ সন্তান হবে অথবা একজন নারী সন্তান হবে অথবা যমজ দুই পুরুষ সন্তান হবে অথবা যমজ দুই নারী সন্তান হবে অথবা একজন পুরুষ ও নারী সন্তান (হিজড়া সন্তান) হবে।

জন্মগ্রহণের পূর্বে সম্পত্তি বণ্টনের সময় গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দুইজন পুরুষ, অথবা দুইজন নারী ওয়ারিছের মধ্যে অধিক পরিমাণ প্রাপ্য অংশের অধিকারীর সমপরিমাণ ভাগ ধার্য করে রাখা হবে। কারণ এতেই গর্ভস্থ সন্তানের জন্য রয়েছে সাবধানতা। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে তার মীরাছের ভাগের পরিমাণ পরিবর্তন হবে না এমন ধরণের ওয়ারিছ হয়ে থাকে, যেমন- মৃতব্যক্তির মাতার সন্তানগণ (বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ), তাহলে তার জন্য দুইজন বৈপিত্রেয় সন্তানের সমান ভাগ ধার্য করে রাখা হবে। কারণ বৈপিত্রেয় ভাইগণ বোনদের সমান ভাগ পাবে, বেশি পাবে না।

## গর্ভস্থ সন্তানের সাথে অংশীদার ওয়ারিছদের অবস্থাসমূহ:

**গর্ভস্থ সন্তানের সাথে অংশীদার ওয়ারিছদের তিনটি অবস্থা:**

১. এমন ওয়ারিছগণ, যাদেরকে গর্ভস্থ সন্তান সামান্যতম বঞ্চিত করতে পারবে না, বরং তাকে তার পূর্ণ ভাগ দিয়ে দেওয়া হবে। যেমন- দাদী-নানী।

২. এমন ওয়ারিছগণ, যাদেরকে গর্ভস্থ সন্তান তাদের সম্পূর্ণ ভাগ থেকে বঞ্চিত করবে, তাদেরকে সামান্যতম ভাগও দেওয়া হবে না। যেমন- ভাই ও চাচা।

৩. এমন ওয়ারিছগণ, যাদেরকে গর্ভস্থ সন্তান তাদের আংশিক ভাগ হতে বঞ্চিত করবে, ফলে তাদেরকে তাদের সর্বনিম্ন ভাগ দেওয়া হবে। যেমন- স্ত্রী ও মাতা।

**উদাহরণ:** কোনো ব্যক্তি একজন গর্ভবতী স্ত্রী, একজন দাদী/নানী ও একজন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ২৪ দ্বারা: এখানে

গর্ভের সন্তান স্ত্রীকে তার ভাগ হতে আংশিক পরিমাণ বঞ্চিত করবে, যার ফলে স্ত্রীকে তার সুনিশ্চিত প্রাপ্য তথা এক অষ্টমাংশ ভাগ দেওয়া হবে। আর দাদী বা নানীর ভাগে গর্ভের সন্তান যেহেতু কোনো প্রকার হ্রাস করতে পারে না, তাই তাকে পূর্ণ এক ষষ্ঠাংশ ভাগ দেওয়া হবে। আর চাচাকে গর্ভের সন্তান তার পূর্ণ ভাগ থেকেই বঞ্চিত করতে পারে, ফলে সে কিছুই পাবে না।

**গর্ভের সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই সম্পত্তি বণ্টনের তাগাদা দেওয়ার বিধান:**

যে সকল পূর্বসূরী স্বীয় ওয়ারিছদের মধ্যে কোনো গর্ভের সন্তান রেখে গেছে, তাদের দুইটি অবস্থা:

**প্রথম অবস্থা:** হয়ত ওয়ারিছগণ গর্ভের সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া ও তার প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এরপরে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে।

আর এটাই উত্তম, যদি ওয়ারিছগণ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** ওয়ারিছগণ সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই সম্পত্তি বণ্টনের তাগাদা দিবে, যেহেতু তাদের জন্য মীরাছ বণ্টন করা বৈধ। কারণ এটা তাদেরই অধিকার। তবে এই ক্ষেত্রে গর্ভের সন্তানের জন্য দুইজন পুরুষ ও দুইজন নারী ওয়ারিছের মধ্যে যারা অধিক পরিমাণ সম্পত্তির অংশীদার হবে, তাদের সমপরিমাণ ভাগ ধার্য করে রাখা হবে। যখন সে জন্ম নিবে, সে তার ভাগ নিবে, আর উদ্ধৃত অংশটুকু উপযুক্ত পাওনাদারকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং গর্ভের সন্তানের জন্য অধিক পরিমাণ ভাগ ধার্য করে রাখা হবে, আর ওয়ারিছ এবং গর্ভের সন্তান উভয়ের প্রত্যেককে যতটুকু পরিমাণ দেওয়া সম্ভব, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ ভাগ ওয়ারিছকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা হবে।

**উদাহরণ:** কোনো একজন ব্যক্তি একজন গর্ভবতী স্ত্রী ও একজন চাচাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে গর্ভের সন্তানকে মৃত ধরে নিলে মাসআলা গঠিত হবে ৪ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ- যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে চাচা।

আর গর্ভের সন্তানকে জীবিত এবং পুরুষ ধরে নিলে মাসআলা গঠিত হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ- যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে গর্ভের সন্তান, আর চাচা কিছুই পাবে না।

আর গর্ভের সন্তানকে জীবিত এবং নারী ধরে নিলে মাসআলা গঠিত হবে ২৪ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ- যার পরিমাণ ৩, আর গর্ভের দুই কন্যা সন্তান দুই তৃতীয়াংশ পাবে- যার পরিমাণ ১৬, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি চাচা পাবে।

## ১১ –হারিয়ে যাওয়া (মাফক্বূদ) ব্যক্তির মীরাছ

**মাফক্বূদ বা হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি হলো:** এমন ওয়ারিছ, যার কোনো খবর পাওয়া যায় না। ফলে এটা জানা যায় না যে, সে জীবিত না মৃত।

**হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির বিধান: হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির দুইটি অবস্থা:**

জীবন অথবা মৃত্যু... আর উভয় অবস্থারই কিছু বিশেষ বিধান আছে:

কিছু বিধান তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত... কিছু বিধান তার উত্তরাধিকারী হওয়া বা না হওয়ার সাথে সম্পর্কিত... কিছু বিধান অন্যদের তার উত্তরাধিকারী হওয়ার সাথে সম্পর্কিত... কিছু বিধান অন্যান্য ব্যক্তির তার সঙ্গে ওয়ারিছ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং যখন দুই সম্ভাবনার (মৃত অথবা জীবিত থাকা) একটিকে অন্যটির উপরে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন এমন একটি সময়সীমা বা মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে, যেই মেয়াদের মধ্যে তার প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং তাকে অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি হয়।

### হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির আশায় অপেক্ষার সময়সীমা:

হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্য অপেক্ষার সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকের ইজতিহাদ (সিদ্ধান্ত) ও হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ও অন্যান্য ওয়ারিছের ক্ষতির

বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে, আর এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি ব্যক্তি, পরিস্থিতি ও স্থান-কালভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

সুতরাং বিচারক তাকে অনুসন্ধানের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করে দিবেন, এরপরে উক্ত অনুসন্ধানের সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা দিবেন।

## হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির অবস্থাসমূহ:

হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি হয় অন্যকে ওয়ারিছ করবে অথবা নিজে ওয়ারিছ হবে।

১. যদি সে অন্যকে ওয়ারিছ করে, তাহলে যখন বিচারকের নির্ধারিত অপেক্ষার সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যাবে, আর তার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছুই জানা না যাবে, তখন তার মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হবে, তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া হবে এবং তার পূর্বসূরীর মীরাছ থেকে তার জন্য যেই পরিমাণ ভাগ ধার্য করা হয়েছিল, সেই ভাগও "তার মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়ার সময় বিদ্যমান ওয়ারিছদের" মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে, তবে যারা অপেক্ষার মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, তারা তার সম্পত্তির ভাগ পাবে না।

২. যদি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ওয়ারিছ হয়, আর তার সঙ্গে আর কোনো ওয়ারিছ বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তার জন্য ধার্য করে রাখা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয়টি স্পষ্ট না হয় অথবা তার জন্য অপেক্ষার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয়।

আর যদি তার সঙ্গে আরো ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে, আর তারা মীরাছ বণ্টনের দাবি করে, তাহলে সাবধানতাবশত তার (হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি) জন্য তার পূর্ণ প্রাপ্য অংশ ধার্য করে রাখা হবে, আর ওয়ারিছদেরকে সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশটুকু দেওয়া হবে। তার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত এই নিয়মটি কার্যকর থাকবে। যদি সে জীবিত থাকে, তাহলে সে তার নির্ধারিত অংশের ভাগ গ্রহণ করবে, এরপরে যদি কিছু ভাগ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তাহলে সেই উদ্বৃত্ত অংশটুকু উপযুক্ত দাবীদারকে দিয়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং এই ক্ষেত্রে দুইবার মাসআলা গঠন করতে হবে।

প্রথমে একবার তাকে জীবিত ধরে নিয়ে (এই ক্ষেত্রে সে ওয়ারিছ হিসেবে বিবেচিত হবে) মাসআলা গঠন করে সেই অনুসারে সম্পত্তি বণ্টনের হিসাব করতে হবে। আর পরবর্তীতে তাকে মৃত ধরে নিয়ে (এই ক্ষেত্রে সে ওয়ারিছ নয়, বরং অন্যকে ওয়ারিছকারী বলে বিবেচিত হবে) পুনরায় সম্পত্তি বণ্টনের হিসাব করতে হবে।

এখন যেই ওয়ারিছ উভয় মাসআলায়[৪৩] কম-বেশি করে ভাগ পাবে (অর্থাৎ একটি মাসআলায় কম ভাগ পাবে আরেকটি মাসআলায় বেশি ভাগ পাবে), তাকে কম ভাগ এর সমপরিমাণ অংশ দেওয়া হবে। আর যে ওয়ারিছ উভয় মাসআলায় সমান ভাগ পাবে, তাকে সমান ভাগই দেওয়া হবে (তার ক্ষেত্রে কোনো কম-বেশি করা হবে না)। কিন্তু যে এক মাসআলায় ওয়ারিছ হবে এবং অন্য মাসআলায় ওয়ারিছ হবে না, তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। আর অবশিষ্ট সম্পত্তির বণ্টন স্থগিত রাখা হবে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত।

সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি একজন স্ত্রী, একজন দাদী বা নানী, একজন চাচা ও হারিয়ে যাওয়া একজন পুত্রকে রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তখন ২৪ দ্বারা মাসআলা গঠন করা হবে:

স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ ৩। কারণ এটাই হলো সর্বনিম্ন ভাগ। দাদী বা নানী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ ৪; হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি দাদী বা নানীকে বঞ্চিত করতে পারে না। আর আমরা চাচাকে কিছুই দিবে না, যেহেতু হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি তাকে বঞ্চিত করতে পারে। আর অবশিষ্ট ১৭ ভাগ সম্পত্তির বণ্টন আমরা স্থগিত রাখব, যতদিন পর্যন্ত তার বিষয়টি স্পষ্ট না হয়। যদি সে জীবিত থাকে, তাহলে অবশিষ্ট সম্পত্তি সে গ্রহণ করবে। আর যদি সে তার পুর্বসূরীর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে অবশিষ্ট সম্পত্তি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। আর যদি সে তার পূর্বসূরীর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে কিছুই পাবে না, বরং অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু অন্যান্য ওয়ারিছের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

**[৪৩]** অর্থাৎ জীবিত ধরে নিয়ে গঠিত মাসআলা ও মৃত ধরে নিয়ে গঠিত মাসআলা।

## ১২ – খুনছা মুশকিল বা প্রকৃত হিজড়াদের মীরাছ

**খুনছা মুশকিল বা প্রকৃত হিজড়া:** এমন ব্যক্তি, যার পুরুষ লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টি বিদ্যমান অথবা যার উভয় লিঙ্গের কোনোটিই নেই।

**ওয়ারিছ হওয়ার যে সকল ক্ষেত্রে হিজড়া বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থাকে:**

চারটি ক্ষেত্রে হিজড়া ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা আছে:

পুত্র সন্তানগণ... ভাইগণ... চাচাগণ...ওয়ালা এর অধিকারী ওয়ারিছ।

এদের প্রত্যেকেরই পুরুষ অথবা নারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

### প্রকৃত হিজড়ার অবস্থাসমূহ

**খুনছা মুশকিল বা প্রকৃত হিজড়ার দুইটি অবস্থা:**

**প্রথম অবস্থা:** এমন হিজড়া, যার পুরুষ হওয়া বা নারী হওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায়।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** এমন হিজড়া, যার পুরুষ হওয়া বা নারী হওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায় না। কারণ হয়ত সে ছোট বেলায় মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও তার প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না।

### হিজড়ার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করার লক্ষণসমূহ

হিজড়ার প্রকৃত অবস্থা কয়েকটি বিষয় দ্বারা স্পষ্ট হবে:

**১. পেশাব করা:** যদি হিজড়া পুরুষাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে, তাহলে সে পুরুষ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সে মহিলাগুপ্তাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে, তাহলে সে নারী বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সে উভয় অঙ্গ দ্বারাই পেশাব করে, তাহলে

প্রথম যে অঙ্গটি দ্বারা সে পেশাব করবে, সেটাই তার আসল অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে (আর অপর অঙ্গ থেকে পেশাব হওয়াটা তার শারিরীক ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হবে)। আর যদি উভয় অঙ্গ দ্বারাই একত্রে পেশাব হয়, কোনো অঙ্গ থেকে পেশাব আগে নির্গত না হয়, তাহলে যেই অঙ্গ থেকে দীর্ঘ সময় যাবৎ পেশাব নির্গত হয়, সেই অঙ্গকেই আসল অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

**২ – বীর্যপাত:** যদি সে পুরুষাঙ্গ দ্বারা বীর্যপাত করে, তাহলে সে পুরুষ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি মহিলাগুপ্তাঙ্গ দ্বারা বীর্যপাত করে, তাহলে সে নারী বলে বিবেচিত হবে। আর যদি উভয় লিঙ্গ দ্বারাই বীর্যপাত করে, তাহলে যেই অঙ্গ দ্বারা প্রথমে বীর্যপাত করে, সেই অঙ্গই আসল বলে বিবেচিত হবে।

**৩. যৌন আকর্ষণ অনুভব করা:** যদি সে নারীদের প্রতি টান অনুভব করে, তাহলে সে পুরুষ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি সে পুরুষদের প্রতি টান অনুভব করে, তাহলে সে নারী বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সে উভয় লিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে, তাহলে সে খুনছা মুশকিল বা প্রকৃত হিজড়া।

৪. দাড়ি ও গোফ বের হওয়া। এটাও পুরুষ হওয়ার একটি অন্যতম দলীল।

৫. ঋতুস্রাব নির্গত হওয়া, গর্ভধারণ করা, উভয় স্তন ফুলে যাওয়া, উভয় স্তন থেকে দুধ নির্গত হওয়া- এগুলো সবই হলো তার নারী হওয়ার প্রমাণ।

**প্রকৃত হিজড়ার মীরাছ:**

১. প্রকৃত হিজড়ার অবস্থা যদি স্পষ্ট না হয় অথবা সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে এই হিজড়া ওয়ারিছ পুরুষ হিসেবে পুরুষের অর্ধাংশ, আবার নারী হিসেবে নারীর অর্ধাংশ মীরাছের ভাগ পাবে, যদি সে নারী ও পুরুষ উভয় বিবেচনাতেই ওয়ারিছ হয় এবং পুরুষ বিবেচনায় বেশি পরিমাণ আর নারী বিবেচনায় কম পরিমাণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। আর যদি সে শুধুমাত্র পুরুষ হওয়ার বিবেচনায় উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে পুরুষের অর্ধেক ভাগের সমপরিমাণ ভাগ পাবে, আর যদি সে শুধুমাত্র নারী হওয়ার বিবেচনায় উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে সে নারীর অর্ধাংশের ভাগ পাবে।

২. যদি প্রকৃত হিজড়ার আসল অবস্থা জানা যাবে এই আশা থাকে, তাহলে ওয়ারিছগণ তার আসল অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি কারোর কোনো ক্ষতি না হয়, আর যদি তারা অপেক্ষা না করে, বরং সম্পত্তির বণ্টনকে ত্বরান্বিত করে, তাহলে তাকে আর তার অংশীদারদেরকে সর্বনিম্ন ভাগ প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির বণ্টন স্থগিত রাখা হবে তার প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

সুতরাং একবার মাসআলা গঠন করা হবে তাকে পুরুষ বিবেচনা করে, আর একবার মাসআলা গঠন করা হবে তাকে নারী বিবেচনা করে। আর হিজড়া ওয়ারিছকে দুইটি প্রাপ্য অংশের মধ্যে পরিমাণে সবচেয়ে কম প্রাপ্য অংশটি দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির বণ্টন তার প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। এরপরে বণ্টন স্থগিতকৃত সম্পত্তিটুকু পৃথক করে অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করতে হবে এই নিয়মানুযায়ী।

**উদাহরণ:**

কোনো ব্যক্তি একজন পুত্র, একজন কন্যা ও ছোট একজন হিজড়া সন্তানকে রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের মাসআলা হবে নিম্নরূপ:

পুরুষ বিবেচনায় মাসআলা গঠিত হবে ৫ দ্বারা: পুত্র পাবে ২ ভাগ, কন্যা পাবে ১ ভাগ, আর হিজড়া সন্তান পাবে ২ ভাগ।

নারী বিবেচনায় মাসআলা গঠিত হবে ৪ দ্বারা: পুত্র পাবে ২ ভাগ, কন্যা পাবে ১ ভাগ, হিজড়া সন্তান পাবে ১ ভাগ।

সুতরাং এখানে কন্যা ও পুত্রকে সর্বনিম্ন পরিমাণ অংশ দেওয়ায় তাদের ভাগে ঘাটতি হয়েছে, এই ঘাটতির কারণ হলো; হিজড়াকে পুরুষ বিবেচনা করে তাকে পুরুষের সমপরিমাণ ভাগ দেওয়া হয়েছে। অপরদিক হিজড়ার ভাগে ঘাটতি দেওয়া হয়েছে, এই ঘাটতির কারণ হলো; তাকে নারী বিবেচনা করে নারীর সমপরিমাণ ভাগ দেওয়া হয়েছে, এরপরে অবশিষ্ট সম্পত্তির বণ্টন স্থগিত রাখা হয়েছে তার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

## ১৩ – পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ও এই জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তির মীরাছ

**এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো:** এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা একে অপরের ওয়ারিছ, যারা কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। যেমন- পানিতে নিমজ্জিত হওয়া অথবা আগুনে পুড়ে যাওয়া অথবা কোনো দালান বা এ জাতীয় কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে ধ্বংস হওয়া অথবা যুদ্ধে নিহত হওয়া অথবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া অথবা কোনো গাড়ি অথবা বিমান অথবা রেল ইত্যাদি যেকোনো দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া।

### পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ও এই ধরনের মানুষের মীরাছ:

পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ও দালান বা এ জাতীয় বস্তুর নিচে চাপা পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের পাচঁটি অবস্থা:

**প্রথম অবস্থা:** এমন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারীর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানতে পারা, তাহলে সে তার পূর্বসূরীর মীরাছ থেকে ভাগ পাবে।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** যদি জানা যায় যে, তারা সকলেই একত্রে একই সময় মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তাদের মাঝে কোনো উত্তরাধিকারিত্বের সম্পর্ক থাকবে না।

**তৃতীয় অবস্থা:** যদি তাদের মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে জানা না যায়, তাহলেও তাদের মাঝে উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

**চতুর্থ অবস্থা:** তাদের মৃত্যুর ব্যাপারে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তাদের মৃত্যু ধারাবাহিকভাবেই হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী, সে বিষয়টি নিশ্চিত নয়, তাহলে এই অবস্থাতেও তাদের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকারিত্বের সম্পর্ক নেই।

**পঞ্চম অবস্থা:** তাদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে তা আর স্মরণে নেই, তাহলে এই ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই।

শেষের এই চারটি মাসআলায় তাদের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকারিত্বের সম্পর্ক নেই।

সুতরাং তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি শুধুমাত্র তাদের জীবিত ওয়ারিছদের জন্য, যারা তাদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য নয়।

**উদাহরণ:**

কোনো ব্যক্তির দুই ভাই ও মাতা গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করল। প্রথম ভাই একজন স্ত্রী, একজন কন্যা ও একজন পুত্রকে রেখে গেল। আর দ্বিতীয় ভাই একজন স্ত্রী ও একজন পুত্রকে রেখে গেল। আর মাতা একজন কন্যা, একজন পুত্রের  কন্যা ও একজন চাচাকে রেখে গেল। তাহলে প্রত্যেকের সম্পদ শুধুমাত্র তাদের জীবিত ওয়ারিছদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে।

সুতরাং প্রথম মাসআলা গঠিত হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ ১, আর কন্যা ও পুত্র অবশিষ্ট সম্পত্তি পাবে আছাবা হিসেবে "পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে" এই নীতিতে।

দ্বিতীয় মাসআলা গঠিত হবে ৮ দ্বারা: স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ, যার পরিমাণ ১, আর অবশিষ্ট ৭ ভাগ সম্পত্তি পাবে পুত্র আছাবা হিসেবে।

আর তৃতীয় মাসআলা গঠিত হবে ৬ দ্বারা: কন্যা পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ৩, আর পুত্রের  কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, যার পরিমাণ এক, আর অবশিষ্ট ২ ভাগ সম্পত্তি চাচা পাবে আছাবা হিসেবে।

## ১৪ – অন্যান্য ধর্মানুসারীদের মীরাছ

**অন্যান্য ধর্মানুসারী সম্প্রদায়:** কাফেররা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত:

ইয়াহুদীরা এক সম্প্রদায়... খ্রিষ্টানরা ভিন্ন একটি সম্প্রদায়... অগ্নিপূজকরা ভিন্ন আরেকটি সম্প্রদায়... অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাফেরদের অবস্থাও একই।

## অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মীরাছের বিধান:

কোনো মুসলিম কোনো কাফেরের ওয়ারিছ হবে না। অনুরূপভাবে কোনো কাফেরও কোনো মুসলিমের ওয়ারিছ হতে পারবে না। কারণ উভয়ের ধর্ম ভিন্ন। তবে কাফেররা একে অপরের ওয়ারিছ হতে পারবে যদি তারা একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, অন্যথায় তারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য হলে একে অপরের ওয়ারিছ হতে পারবে না।

বিধায় ইয়াহুদীরা তাদের সম্প্রদায়ের আত্মীয়দের ওয়ারিছ হতে পারবে। খ্রিষ্টানরাও তাদের সম্প্রদায়ের আত্মীয়দের ওয়ারিছ হতে পারবে। এমনিভাবে অগ্নিপূজকরাও তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একে অপরের ওয়ারিছ হতে পারবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের ওয়ারিছ হতে পারবে। কিন্তু কোনো ইয়াহুদী ব্যক্তি কোনো খ্রিষ্টান ব্যক্তির ওয়ারিছ হতে পারবে না। কারণ তাদের ধর্ম ভিন্ন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

উসামা ইবনে যায়েদ – রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা – থেকে বর্ণিত, নাবী – ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন:

«لا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المسْلِمَ»

“মুসলিম কাফেরের ওয়ারিছ হবে না, কাফের মুসলিমের ওয়ারিছ হতে পারবে না”। **[মুত্তাফাক্বুন আলাইহি]**[৪৪]

## মুরতাদের (দীন পরিত্যাগকারী) মীরাছ:

ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তি অন্য কারো ওয়ারিছ হতে পারবে না, কোনো মুসলিম ব্যক্তিও তার ওয়ারিছ হতে পারবে না। সুতরাং মুরতাদ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুল মালে জমা হয়ে যাবে।

[৪৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৭৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬১৪।

## পিতার পরিচয় জানা নেই এমন ব্যক্তির মীরাছের বিধান:

ব্যভিচারে জন্ম নেয়া পুত্র, “স্বামীর অভিযোগ মিথ্যা” মর্মে সাক্ষ্য প্রদানকারিনী নারীর গর্ভের ঐ সন্তান যাকে স্বামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অবৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে আর স্ত্রী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাকে বৈধ বলেছে, এই উভয় প্রকার সন্তানের সাথে তাদের পিতৃকুলের কারো উত্তরাধিকারিত্বের সম্পর্ক থাকবে না। কারণ এমন সন্তান ও তার পিতার মধ্যে কোনো প্রকার শারঈ সম্পর্ক তৈরি হয়নি; বরং তাদের সাথে উত্তরাধিকারিত্বের সম্পর্ক শুধুমাত্র তাদের মাতার ও মাতৃকুলের আত্মীয়দের সাথেই হবে। কারণ পিতৃকুলের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ফলে এমন সন্তান তার পিতার মাধ্যমে ওয়ারিছ হতে পারবে না। তবে মাতার দিক থেকে তার বংশ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই সে তার মাতার সন্তান বলে বিবেচিত হবে।

বিধায় ব্যভিচারে জন্ম নেওয়া সন্তান তার মাতার ও মাতৃকুলের আত্মীয়দের ওয়ারিছ হবে। আর তার ওয়ারিছ হবে তার মাতা ও তার বৈপিত্রেয় ভাইগণ, “স্বামীর অভিযোগ মিথ্যা” মর্মে সাক্ষ্য প্রদানকারিনী নারীর সন্তানের বিধানও একই।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ. متفق عليه.

ইবনু উমার – রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা – থেকে বর্ণিত, নাবী – ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – একবার এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি’আন করার আদেশ দিলেন, যেখানে উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানকে নিজের বলে স্বীকার করছিলেন না। তখন তিনি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন, আর সন্তানের সম্পর্ক তার মাতার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। [মুত্তাফাকুন আলাইহি][৪৫]

---

[৪৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩১৫, হাদীছটি ছ্বহীহ বুখারীর শব্দেই হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৯৪।

**উদাহরণ:**

১. এক ব্যক্তি মা ও অবৈধ একটি ছেলে রেখে মারা যায়। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরয ও ফেরত হিসাবে (রদ্দের ভিত্তিতে) শুধু মা পাবে। ছেলে কিছুই পাবে না।

২ - ব্যভিচারে জন্ম নেয়া পুত্র অথবা "স্বামীর অভিযোগ মিথ্যা" মর্মে সাক্ষ্য প্রদানকারিনী নারীর গর্ভের ঐ সন্তান যাকে স্বামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অবৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে আর স্ত্রী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাকে বৈধ বলেছে, এ জাতীয় সন্তান, তার মা, বাবা ও ভাই রেখে এক ব্যক্তি মারা যায়। সব সম্পত্তি মা পাবে। বাবা ও ভাই কিছুই পাবে না, কারণ তারা সাধারণ আত্মীয় মাত্র।

**কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মীরাছ:**

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর যদি কোন ওয়ারিছ-উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে তার সমস্ত সম্পদ মুসলিমদের বাইতুল মালে জমা হবে।

## ১৫ – হত্যাকারীর মীরাছ

### হত্যাকারীর মীরাছের বিধান:

**হত্যাকারীর দুইটি অবস্থা:**

**প্রথম অবস্থা:** যেই হত্যাকারী তার পূর্বসূরীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, সে তার ওয়ারিছ হতে পারবে না।

### অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার বিধান:

অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ব্যক্তি হলো এমন হত্যাকারী, যাকে ক্বিছাছ অথবা রক্তমূল্য অথবা কাফফারার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা, ভুলক্রমে হত্যা অথবা ভুলক্রমে করা

হত্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন কোনো হত্যা। যেমন- অস্ত্র ছাড়া এবং তাৎক্ষণিক হত্যা না করে অন্যকোনো উপায়ে হত্যা করা (যেমন- গর্ত খুড়ে রাখা, সূচালো কোন কাষ্ঠখণ্ড বা বিদ্যুতায়িত কোনো বস্তু বা এই জাতীয় কোনো বস্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাড়ির আশে পাশে রেখে দেওয়া), শিশুকে হত্যা করা, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা ও পাগল ব্যক্তিকে হত্যা করা।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না। কারণ সে দ্রুত মীরাছের অংশীদার হতে চেয়েছে, আর যে ব্যক্তি কোনো বস্তু সংঘটিত হওয়ার সময় আসার আগেই তা ঘটানোর চেষ্টা করে, তাকে শাস্তি স্বরূপ উক্ত বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হয়।

আর যদি হত্যা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা হবে হত্যার সমূহ পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার লক্ষ্যে; যাতে করে মীরাছের প্রতি লালসা রক্ত প্রবাহ ও জীবন ধ্বংসের কারণ না হতে পারে।

**দ্বিতীয় অবস্থা:** যখন হত্যাকারী নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে অথবা ক্বিছাছ্ব প্রয়োগের লক্ষ্যে অথবা দণ্ডবিধি প্রয়োগের লক্ষ্যে বা এই জাতীয় কোনো বৈধ কারণে হত্যা করবে, তখন হত্যাকারী মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না।

## ১৬ – মহিলাদের মীরাছ

### মহিলাদের মীরাছের অবস্থা:

ইসলাম নারীকে অনেক উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে। তাকে তার উপযুক্ত উত্তরাধিকার প্রদান করেছে, যেমনটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. কখনো কখনো নারী পুরুষের সমান ভাগ পাবে। যেমন- বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোনদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন তারা সকলে ওয়ারিছ হয়, তখন বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সমানভাগে অংশীদার হয়।

২. কখনো কখনো নারীর প্রাপ্য অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কম হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি পুরুষ সন্তান অথবা পুরুষ ও নারী সন্তান, মাতা

ও পিতাকে রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পিতা-মাতার প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ করে ভাগ পাবে।

আর যদি মাতা-পিতার সঙ্গে শুধুমাত্র কন্যা সন্তান থাকে, তাহলে মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আর পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ ও অবশিষ্ট ভাগ, যদি অন্য কোনো আছাবা না থাকে।

৩. কখনো কখনো নারী পুরুষের অর্ধেক ভাগ পাবে, আর এটাই অধিক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

নারী পাঁচটি ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক অধিকার পেয়ে থাকে:

মীরাছ, সাক্ষ্য, দিয়াত বা রক্তমূল্য, ‘আক্বীক্বাহ, দাসমুক্তি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)}

“পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের ভাগ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও ভাগ আছে, হোক সেই ভাগ অল্প কিংবা বেশি। এই ভাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত। [সূরা আন-নিসা ৪:৭]।

**মীরাছের ভাগ পুরুষকে নারীর চেয়ে বেশি প্রদান করার তাৎপর্য:**

ইসলাম পুরুষের কাধে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক দায়ভার ও ভরণপোষণমূলক ব্যয়ভারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে, যা কোনো নারীর কাধে ন্যস্ত করেনি। যেমন- মোহরানা দেওয়া, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা, পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনদের উপর রক্তমূল্য পরিশোধ করা ইত্যাদি।

তবে মহিলার উপর এমন কোনো দায়ভার ন্যস্ত করা হয়নি, না তার নিজের ভরণপোষণের দায়ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, না তার স্বামীর ভরণপোষণের দায়ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, আর না তার সন্তানাদির ভরণপোষণের দায়ভার তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

এভাবেই ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। তাকে সর্ব প্রকারের দায়ভার থেকে মুক্তি দিয়ে তা পুরুষের কাধে ন্যস্ত করেছে। এরপরেও তাকে পুরুষের অর্ধেক ভাগ প্রদান করেছে। সুতরাং তার সম্পত্তির ভাগ সম্পূর্ণরূপে তার জন্য অতিরিক্ত একটি সম্পদ, যা বর্ধনশীল। আর পুরুষের সম্পদ তার নিজের ব্যয়ভার, স্ত্রীর ব্যয়ভার ও সন্তানাদির ব্যয়ভারের কারণে দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। এটাই হলো উভয় শ্রেণির মধ্যে প্রকৃত ইনছাফ ও নিরপেক্ষ বিচার। আপনার রব কখনোই তার বান্দাদের প্রতি অন্যায় করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ মহা বিজ্ঞ, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। আর আল্লাহ যা জানেন তা তোমরা জান না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

“পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর এ জন্য যে, তারা ভরণপোষণের ক্ষেত্রে স্বীয় অর্থ ব্যয় করে। [সূরা আন-নিসা ৪:৩৪]।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দিচ্ছেন আর অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ এবং সীমালঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো”। [সূরা আন-নাহল, ১৬: ৯০]।

# ১৭ – তাখারুজ মিনাল মীরাছ

**তাখারুজ (التخارج) হলো:** ওয়ারিছগণ পরস্পরে মিলিত হয়ে মীমাংসার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা অন্যকোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে একজনকে মীরাছ থেকে বাদ দেওয়া।

এই ধরনের কার্যক্রম বৈধ হবে যদি ওয়ারিছগণ সকলেই সন্তুষ্ট থাকে।

## তাখারুজের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পদ্ধতি:

তাখারুজের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের অনেকগুলো পদ্ধতি আছে, যেমনটি নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. কোনো একজন ওয়ারিছ স্বীয় প্রাপ্য অংশ অন্যজনকে দিয়ে মীরাছ থেকে বের হয়ে আসা সংশ্লিষ্ট ওয়ারিছের ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। ফলে বিনিময়ের অর্থ পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রাপ্য অংশের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

**উদাহরণ:**

কোনো মহিলা স্বামী ও দুইজন আপন ভাইকে রেখে মৃত্যুবরণ করল। এখন কোনো একজন আপন ভাই নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত অর্থের বিনিময়ে উক্ত স্বামীকে মীরাছের ভাগ থেকে বাদ দিয়ে দিল। তাহলে মাসআলা গঠিত হবে ৪ দ্বারা: স্বামী পাবে অর্ধেক, যার পরিমাণ ২, আর অবশিষ্ট সম্পত্তি দুই ভাই পাবে, যার পরিমাণ ২। এখন স্বামীর ২ ভাগ সম্পত্তি চুক্তিকারী ভাইয়ের প্রাপ্য অংশ ১ ভাগের সাথে মিলিত হয়ে তার মোট প্রাপ্য অংশ হবে ৩ ভাগ।

২. কোনো একজন ওয়ারিছ স্বীয় প্রাপ্য অংশের ভাগ অন্যান্য ওয়ারিছদের জন্য ছেড়ে দিয়ে আসা পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে, যেই অর্থ অন্যান্য ওয়ারিছগণ তাকে পরিশোধ করেছে তাদের

প্রাপ্য অংশের আনুপাতিক হারে। ফলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যান্য ওয়ারিছদের জন্য ধার্য হয়ে যাবে, আর মাসআলা গঠিত হবে উক্ত ব্যক্তিকে ওয়ারিছদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে।

৩. কোনো একজন ওয়ারিছের স্বীয় প্রাপ্য অংশের ভাগ থেকে বের হয়ে আসা ঐ সম্পত্তির বিনিময়ে, যা তাকে অন্যান্য সকল ওয়ারিছ সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে পরিশোধ করেছে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাড়া অন্যকোনো অর্থ দ্বারা, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির যেই পরিমাণ অংশের ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ সকল ওয়ারিছের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

**উদাহরণ:**

কোনো মহিলা স্বামী, একজন পুত্র ও একজন কন্যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল। এখন কন্যা ও পুত্র উভয়েই স্বামীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সমান দুই ভাগে অর্ধেক অর্ধেক করে পরিশোধ করে দিল, তাহলে স্বামীর এক চতুর্থাংশ পুত্র ও কন্যা উভয়েই সমান দুই ভাগে অর্ধেক অর্ধেক করে পাবে।

৪. কোনো একজন ওয়ারিছের স্বীয় প্রাপ্য অংশ অন্যান্য ওয়ারিছের জন্য রেখে বের হয়ে আসা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে, যেই অর্থ অন্য ওয়ারিছগণ তাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করেছে, তাহলে বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ভাগ অন্য ওয়ারিছদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশের আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে।

## মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা
-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ
-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ
-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম'আতুল ই'তিক্বাদ
-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৯. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. আল ইরশাদ- ছহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

১১. আল ওয়াছিইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১২. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৩. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৪. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৫. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৮. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৯. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৪. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৫. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৮. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩০. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩২. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৩. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৪. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৫. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩৬. ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৭. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]